মহাজনী পদাবলী।

প্রথম খণ্ড।

চণ্ডিদাস।

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ। (১)

পরস্পর সখীর উক্তি।

লালসা (২) ধানশী।

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেন বা হইল।
গুরু দুরুজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসাঞা পরে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাঢ়ায় লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিত, হেন বুঝি চিত,
হাত বাড়ায়েছে চাঁদে।
চণ্ডিদাসে কয়, করি অনুনয়,
ঠেকেছে কালিয়ার ফাঁদে॥ ১॥

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হ'লো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়ে বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়নের তারা।

(১) নায়ক নায়িকার সম্মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত রতির উন্মীলনকে পূর্ব্বরাগ বলে।

(২) পূর্ব্ব রাগে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা হয়।

বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা ॥
আলাইয়া বেণী, ফুল যে গাথনি;
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
কি কহে দু হাত তুলি ॥
এক দিঠি করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডিদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বন্ধুর সনে ॥ ২ ॥

ধানশী। মুখরা উক্তি। (১)

সোণার নাতিনী, এমন যে কেনি,
হইলা বাউরী পারা।
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা ॥
যমুনা যাইতে, কদম্ব তলাতে,
দেখিলা সে কোন জনে।
যুবতী জনার, ধরম নাশক,
ব'সে থাকে সেই খানে ॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলে, কলঙ্ক রাখিলে,
চাহিয়া তাহার পানে ॥
ওরে কুলনারী, কুল আছে বৈরি,
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডিদাসে, কুলশীল নাশে,
কালিয়ার প্রেমমধু ॥ ৩ ॥

---

(১) মুখরা—শ্রীরাধিকার মাতামহী।

সখীদিগের পরস্পর উক্তি প্রত্যুক্তি।

ধানশী।

কালিয়া বরণ, হিরণ পিন্ধন,
যখন পড়য়ে মনে।
মুরুছি পড়িয়া, কান্দয়ে ধরিয়া,
সব সখী জনে জনে ॥
কেহ কহে মাই, ওঝাদে ঝাড়াই,
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে,
সে যে বৃষভানু সুতা ॥
রক্ষা মন্ত্র পড়ে, নিজ চুলে ঝাড়ে,
কেহবা কহয়ে ছলে।
আনি দিব তোহে, নিচয়ে কহিরে,
কালার গলার ফুলে ॥
কহে চণ্ডিদাসে, আন উপদেশে,
কুলের বৈরি কালা।
দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে,
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা ॥ ৪ ॥

সখী বাক্য।

বালা ধানশী।

এ সখি সুন্দরি কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয় ॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছলছল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি ॥
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে।
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে ॥
বড়ু চণ্ডিদাসে কহে বুঝিলাম নিশ্চয় ॥
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতত্ত্ব সে হয় ॥ ৫ ॥

তথা রাগ।

অঙ্গ পুলকিত, ঘরম সহিত,
অঝরে নয়ন ঝরে।
হেন অনুমানি, কালারূপ খানি,
তোমারে করিল ভোরে॥
শুন শুন রাই, কহি তুয়া ঠাঁই,
ভাল না দেখিয়ে তোরে।
সতী কুলবতী, তোমার খেয়াতি,
আছয়ে গোকুলপুরে॥
দেখি নানা দশা, অঙ্গ যে বিবশা,
নহেত ভাল ব্যাভারে।
সে বর নাগর, রসের সাগর,
কিবা না করিতে পারে॥
ইহাতে এখন, দেখিয়ে কেমন,
নাহি লাজ গুরুভয়।
কহে চণ্ডিদাস, শ্যাম নব রস,
বুঝিলে বুঝন নয়॥ ৬॥ (১)

কামোদ।

(২)নাম শ্রবণ। শ্রীরাধিকার উক্তি।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু,শ্যামনামে আছেগো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়ে গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে কুলবতীর কুলনাশে,
আপনার যৌবন যাচায়॥ ৭॥

চিত্র পট দর্শন। (৩) তিরোতা ধাসশী।

হাম সে অবলা, হৃদয় অখলা,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া, (৪)
বিশাখা দেখাইল আনি॥
হরি হরি এমন কেন বা হৈল।
বিষম বাড়ব, আনল মাঝারে,
আমারে ডারিয়া দিল॥
বয়স কিশোর, বেশ (৫) মনোহর,
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল, করয়ে শীতল,
বড়ই রসের কুপ॥

---

(১) এই পদ দুইটি পদ-কল্পতরু বা অন্য কোন গ্রন্থে নাই, ইহা রস পর্য্যায় নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল।

(২) বন্দি, দূতী, সখী ও গীত হইতে শ্রবণ হয়।

(৩) সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎ স্বপ্নাদৌচ দর্শনং অর্থাৎ দর্শন তিনপ্রকার—সাক্ষাদ্দর্শন, চিত্রপটে দর্শন এবং স্বপ্নাদিতে দর্শন।

(৪) বসিয়া নিকটে, লিখি চিত্রপটে, ইহা পুস্তকান্তরের পাঠ।

(৫) বেশ—রূপ।

নিজ পরিজন, সে জন আপন,
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তাঁ পানে, পশিল পরাণে,
বুক বিদরিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নহে চিতে,
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডিদাসে, শ্যাম নবরসে,
ঠেকিল রাজার ঝী॥ ৮॥

স্বপ্ন দর্শন। বিভাষ।

আমিত অবলা, তাহে এত জ্বালা,
বিষম হইল বড়।
নিবারিতে নারি, গুমরিয়া মরি,
তোমারে কহিলুঁ দঢ়॥
সহজে আপন, বয়স যেমন,
আন নহে হাম জানি।
স্বপনে ভালিয়া (১) সে রূপ কালিয়া,
না রহে আপন প্রাণি॥
সই! মরণ ভাল।
সে বর নাগর, মরমে পশিল,
ভাবিতে হইলুঁ কাল॥
কহে চণ্ডিদাসে, বাশুলী আদেশে,
এইত রসের কুপ।
(২) এক কীট হয়ে, আর দেহ পায়ে,
ভাবিয়া তাহার রূপ॥ ৯॥

সাক্ষাদ্দর্শন।

কামোদ।

বরণ দেখিলুঁ শ্যাম,
জিনিয়াত কোটি কাম,
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ (৩) ধনু ভঙ্গী ঠাম,
নয়ন কোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধা রাশি॥
সই! এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সে মূরতি,
সতী ছাড়ে নিজ পতি,
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥
এ বড় কারিগরে, কুন্দিল তাহারে,
প্রতি অঙ্গ মদনের শর।
যুবতী ধরম, ধৈর্য্য ভুজঙ্গম,
দমন করিবার তরে॥
অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিলু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মাল বিরাজিত,
কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে, লোম লতাবলী,
সাপিনী আকার শোভা।
(৪) ঊরুর বলনী, রাম কদলী,
ইন্দ্র ধনুক আভা॥
চরণ নখরে, বিধু বিরাজিত,
মণি মঞ্জীর তায়।

---

(১) ভালিয়া—দর্শন করিয়া।

(২) যেমন তৈলপায়ী পোকা কাঁচ পোকা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহার রূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহারই ন্যায় দেহ প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ।

(৩) ভাঙ—ভ্রূ।

(৪)ভুরুর বলনী, কাম ধনু জিনি। (কোন পুস্তকে এই পাঠ)।

চণ্ডিদাসের হিয়া, সেরূপ দেখিয়া,
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥ ১০ ॥

কামোদ।

সজনি কি হেরিলুঁ যমুনার কূলে।
ব্রজকুল নন্দন, হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়া তরুমূলে ॥
গোকুলনগরমাঝে, আর কত রমণী আছে,
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি,
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥
মল্লিকা চম্পকদামে, চূড়ার টালনী বামে,
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশেপাশে ধেয়ে২, সুন্দর সৌরভ পেয়ে
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে ॥
সে কিরে চূড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম,
নানা ছাঁদে বাঁধে পাক মোড়া।
শিরবেড়ল বৈলানজালে, নবগুঞ্জা মণিমালে
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া ॥
পাঁয়ের উপর থুয়ে পা, কদম্বে হেলায় গা,
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু চণ্ডিদাসে কয়, না হইল পরিচয়,
রসের নাগর বড় কালা ॥ ১১ ॥

কামোদ।

জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি হয় ॥
সখি! দেখিলুঁ শ্যামের রূপ যাইতে জলে
ভালে সে নাগরী, হয়েছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে ॥
কিবা সে চাহনি, ভুবন ভুলনী,
দোলে গলে বনমাল।
মধুর লোভে, ভ্রমর বুলে,
বেড়িয়া তঁহি রসাল ॥
দুইটী মোহন, নয়নের বাণ,
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে, ঘুচায়ে ধরমে,
পরাণ সহিত টানে ॥
চণ্ডিদাস কয়, ভুবনে না হয়,
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল, সে জন ভুলিল,
কি তার কুল বিচার ॥ ১২ ॥

ধানশী।

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু, জিনিয়া শ্যামের তনু,
উদইছে যেন শশী রবি ॥
সই! কিবা সে শ্যামের রূপ,
নয়ন জুড়ায় চাঞা।
হেন মনে লয়, যদি লোক ভয় নয়,
কোলে করি যাঞা ধাঞা ॥
শ্যামের মুরলী, করিল পাগলী,
রহিতে নারিলুঁ ঘরে।
সবারে বলিয়া, বিদায় হইলাম,
কি করিবে দোসর পরে ॥
ধরম করম, দূরে তেয়াগিলুঁ
মনেতে লাগিল সে।
চণ্ডিদাস ভণে, আপনার মনে,
বুঝিয়া করিবে যে ॥ ১৩ ॥

কামোদ।

সুধা ছানিয়া কেবা,ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা॥
সে থেহা নিঙাড়ি কেবা, মুখে বনাইল রে,
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্ব ফল জিনি কেবা, ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা, কণ্ঠ বনাইল রে,
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা, সারদ্র বনাইল রে,
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা,রতন বসাইল রে,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা, সুষমা করেছে রে,
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি উপরে কেবা, কদলী রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগে।
অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাইল রে,
চণ্ডিদাস দেখে যুগে যুগে॥ ১৪॥

ধানশী।

যমুনা যাইয়া, শ্যামেরে দেখিয়া,
যবে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ধেয়ায় শ্যাম রূপ খানি॥
নিজ করোপর, রাখিয়া কপোল,
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়নে, বহিছে সঘনে,
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥
হেন কালে তথা, আইল ললিতা,
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া, ব্যথিত হইয়া,
তুলিয়া লইল কোরে॥
নিজ বাস দিয়া, মুছিয়া পুছয়ে,
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেন ধনি, হয়েছ এমনি,
কহ না কি লাগি শুনি॥
আজ মন সুখে, হাসি বিধুমুখে,
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল, কান্দিয়া ব্যাকুল,
কেমন করিছে প্রাণ॥
চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর
কেন হৈলে আগেয়ান।
চণ্ডিদাস কহে, বেজেছে হৃদয়ে,
শ্যামের পিরীতি বাণ॥ ১৫॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

তুড়ী।

পথে জড়জড়ী, দেখিলুঁ নাগরী,
সখীর সহিতে যায়।
সকল অঙ্গ, মদন রঙ্গ, (১)
হাসিতে বদনে চায়॥
সই! কেমন মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই, এমতি হয়,
তা সঙ্গে করিয়ে লেহ॥
নীল মুকুতা, হার বেকতা,
শোভিত দেখিলুঁ ভাল।

---

(১) মদন তরঙ্গ। (পাঠান্তর)।

যেন তারাগণ, উদিত গগন,
চান্দে বেড়িয়া জাল ॥
কুচ যে মণ্ডলী, কনক কটোরি,
বনালো কেমন ধাতা।
হাসির রাশি, মনের খুসি,
দান করে যদি দাতা ॥
চণ্ডিদাসে কহে, যদি দান নহে,
কি জানি মাগিবা তায়।
ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে, (১)
তিমিরে লাগয়ে ভয় ॥ ১৬ ॥

সখার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। তুড়ী।

বেলি অসকালে, দেখিলুঁ ভালে,
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল, নয়ন যুগল,
চিনিতে নারিলুঁ কে ॥
সই! রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা, বসন শোভা,
পাসরিতে নারি তারে ॥
বাম অঙ্গুলিতে, মুকুর সহিতে,
কনক কটোরি তাথে।
সিঁতার সিঁদুর, নয়ানে কাজর,
মুকুতা শোভিত মাথে (২) ॥
নীল শাড়ী, মোহন কারী,
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে, সঁপিলুঁ চরণে,
দাস মনে করি আশ ॥
কুচ যুগ গিরি, কনক কটোরি,
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায়, চমকিত চায়,
ঘন না চাহে লোক লাজে ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা, কি দিব উপমা,
চলন মন্থর গতি।
কোন ভাগ্যবানে, পাইয়াছে কি দানে,
ভজিয়া সে উমাপতি ॥
চণ্ডিদাসে কয়, মুরতী এ নয়,
বধিতে নাগর (৩) জনে।
অমিয়া ছানিয়া, যতন করিয়া,
গঢ়িল সে অনুমানে ॥ ১৭ ॥

সেই কোন বিধি, আনি সুধা নিধি,
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী, অবশ তখনি,
মুরছি পললুঁ হামে ॥
সই! কি আর বলিব আমি।
সে তিন অক্ষর, কৈল জর জর,
হইল অন্তর গামী ॥
সব কলেবর, কাঁপে থর থর,
ধরণ না যায় চিত।
কি করি কি বলি, বুঝিতে না পারি,
শুনহ পরাণ মিত (৪) ॥
কহে চণ্ডিদাসে, বাশুলী আদেশে,
সেই যে নবীন বালা।
তার দরশনে, বাড়িল দ্বিগুণে,
পরশে ঘুচিবে জ্বালা ॥ ১৮ ॥

---

(১) যে ধন মাগয়ে, তাহা না পাইয়ে, অবশ রহি যায় ॥ ইতি পাঠান্তর ॥

(২) নথে পাঠান্তর

(৩) রসিক—পাঠান্তর।

(৪) মিত—মিত্র।

আশাবরী।

রমণীর মণি, পেখলুঁ আপনি,
ভূষণ সহিতে গায়।
দেখিতে দেখিতে, বিজরী ঝলকে,
ধৈরজ ধৈরজ যায়॥
সই! চাইনি মোহিনী থোর।
মরমে বান্ধলুঁ, হেরিয়া ভুললুঁ,
রূপের নাহিক ওর॥
বয়ন ছাঁদ, কামের ফাঁদ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ, চুম্বয়ে টাগ,
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে,
কর সে কড়ছে থুয়া।
দেখিয়া লোভয়ে, বদন ক্ষোভয়ে,
কেমন ধরিব হিয়া॥
জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে,
সাপিনী লাগয়ে যোয়।
কেমনে কামিনী, আছয়ে আপনি,
এমন সাপিনী থোয়॥
দশন কাঁতি, মুকুতা পাঁতি,
হাস উগারে শশী।
পরাণ পুতলী, হইলুঁ পাগলী,
মরমে রহল পশি॥
শূন যে হিয়া, রহল পড়িয়া,
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডিদাসে কয়, ফিরি দেখা হয়,
তবে সে পরাণ রয়॥ ১৯॥

তুড়ী।

থির বিজরী, বরণ গোরী,
পেখলু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছান্দে, কবরী বান্ধে,
নবমল্লিকার মালে॥
সই! মরম কহিলুঁ তোরে।
আড় নয়নে, ঈষৎ হাসিয়া,
আকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেড়ুয়া, লুকিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচযুগ, বসন ঘুচায়ে,
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ কমলে, মল্ল তোড়ল,
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডিদাসে, হৃদয় উল্লাসে,
পুন কি হইবে দেখা॥ ২০॥

তুড়ী।

কনক বরণ, কিয়ে দরপণ,
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ যে শোভিত,
সুন্দর অরুণ আর॥
সই! কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতরে, পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহল পশি॥
গবার উপরে, মণিময় হার,
গগন মণ্ডল হেরু।
কুচ যুগ গিরি, কনক গাগরী,
উলটি পড়ল মেরু॥

গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ,
হেরিয়ে সুন্দর তার। (১)
চরণের ফুল, হেরিয়া দুকূল,
জলদ শোভিত ধার॥
কহে চণ্ডিদাসে, বাশুলী আদেশে,
হেরিয়ে নখের কোণে।
জনম সফল, যমুনার কূলে,
মিলায়ল কোন জনে॥ ২১॥

—

ধানশী।

সজনি! ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গৌরী, নবীন কিশোরী,
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে॥
শুনহে পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি,
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন, করেছে আসন,
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে, হেম হার দোলে,
সুমেরু শিখর জানি॥
সিনিয়া (২) উঠিতে, নিতম্ব তটীতে,
পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার, কনক চাঁদার, (৩)
শরণ লইল আসি॥

কিবা সে ভুরুগুলি, শঙ্খ ঝলমলি,
সরু সরু শশী কলা।
সাঁজেতে উদয়, শুধু সুধাময়,
দেখিয়া হইলুঁ ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি,
পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির,
মনোরথ জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডিদাসে, বাশুলী আদেশে,
শুনহে নাগর চাঁদা।
সে যে বৃষভানু, রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা॥ ২২॥

—

যথা রাগ।

সখীগণ সঙ্গে, যায় কত রঙ্গে,
যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাবই,
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥
নানা আভরণ, মণির কিরণ,
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী, বরণ বিজরী, (৪)
সদাই মনেতে জাগে॥
সই! সে সব রমণী কেহ।
চকিত হেরিয়া, জলতঁহি হিয়া,
ধরিতে নারিয়ে দেহ॥
পুন না হেরিলে, না রহে জীবন,
তোমারে কহিলুঁ দঢ়।
কহে চণ্ডিদাস, পূরাহ লালস,
নাগর আতুর বড়॥ ২৩॥

(১) উরজ উরুতে, লম্বিত কেশ, হেরিয়ে সুন্দর তার। পদকল্পতরুর পাঠ।

(২) সিনিয়া—স্নান করিয়া।

(৩) শ্রীরাধার কেশ রাশির উপমা স্থলে কবি বলিতেছেন—যেন অন্ধকার রোদন করিয়া কনক চন্দ্রের শরণ লইল।

(৪) বিজরী—বিদ্যুৎ।

তুড়ী।

তড়িত বরণী, হরিণ নয়নী,
দেখিলুঁ আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া,
গঢ়িল কোন বা কাজে ॥
সই! কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,
বড়ই রসের কূপ ॥
সোণার কটোরি, কুচ যুগ গিরি,
কনক মন্দির লাগে।
তাহার উপরে, চূড়াটী বনালে,
সে আর অধিক ভাগে ॥
কে হেন কারিগর, বনাইলে ঘর,
দেখিতে নারিলুঁ তারে।
দেখিতে পাইতু, শিরোপা করিতুঁ,
এমতি মন যে করে ॥
হৃদয়ে আছিল, বেকত হইল,
দেখিতে পাইলুঁ সে।
ঐছন মন্দিরে, শয়ন করে যে,
সে মেনে নাগর কে ॥
হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,
পসারী পসারল যেন।
চাকুতে কাটিয়া, চাক যে করিয়া,
তাহাতে বসাইল হেন ॥
অধর সুধা, পড়িছে জুদা,
দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয়, এমতি করয়,
তাহাতে যাইয়া পশি ॥
চণ্ডিদাসে কয়, ও কথা কি হয়,
মরম কহিল বটে।
আর কার কাছে, কহ যদি পাছে,
তবে যে কুৎসা রটে ॥ ২৪ ॥

তুড়ী।

নবীন কিশোরী, মেঘের বিজরী,
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী,
ততহি উদয় ভেল ॥
সই! জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম, ঘন যে চাহনি,
গলে যে মোতিম হারি ॥
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাবয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন, ঘুচায় কখন,
কখন ঝাঁপয়ে তাই ॥
মনের সহিতে, মরম কৌতুকে,
সখীর কান্ধেতে বাহু।
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী,
পরাণ হারালুঁ তহুঁ ॥
চলন ভঙ্গী, অতি সুরঙ্গী,
চাপটিল জীবন মোর।
অঙ্গুলির আগে, চাঁদ যে ঝলকে,
পড়িছে উছলি জোর ॥
চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে,
দারুণ চাহনি তারি।
হিয়ার ভিতরে, পাঁজর কাটিয়ে,
বিঁধিল বাণ যে মারি ॥
জর জর হিয়া, রহিল পড়িয়া,
চেতন নহিল মোর।

চণ্ডিদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি নয়,
দেখিয়া হইলুঁ ভোর ॥ ২৫ ॥

গান্ধার।

বদন সুন্দর, যেন শশধর,
উদিত গগনে হয়।
ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে,
তিমিরে লাগয়ে ভয় ॥
নয়ান চাহনি, বিভঙ্গি সে যনি,
তিখিণী তিখিণী শর।
দেখিয়া অন্তরে, উপজিল ভয়,
মদন পাইল ডর ॥
সই! কে বলে কুচ যুগ বেল।
সোণার গুলি, শোভয়ে ভালি,
যুবক বধিতে শেল ॥
আজানুলম্বিত, করিবর শুণ্ডিত,
কনক ভুজ যে সাজে।
হেরিয়া মদন, গেল সে সদন,
মুখ না তুলিল লাজে ॥
মাঝা ডম্বুর, সিংহিনী আকার,
নিতম্ব বিমান চাক।
চরণ কমলে; ভ্রমরা বুলয়ে,
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক ॥
অঙ্গুলির মাঝে, যাবক সাজে,
মিহির শোভিত জনু।
চণ্ডিদাস কয়, কি জানি কি হয়,
লিখিতে নারিলুঁ তনু ॥ ২৬ ॥

তথা রাগ।

একে যে সুন্দরী, কনক পুতলী,
খঞ্জন লোচন তার।
বদন কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে,
তিমির কেশের ভার ॥
সই! নবীন বালিকা সেহ।
দৈবে উপজিল, দেখিতে না পাইল,
সুমতি না দিল সেহ ॥
নজরে নজরে, পরাণে পরাণে,
ধৈরজ উঠাইল যে।
সঙ্গে কেহ নাই, শুনহ ভাই,
কাহারে সুধাবে কে ॥
দন্তটী যে, দাড়িম বীজে,
ওষ্ঠ বিম্বক শোভা।
দেখিয়া জুলুকে, মদন কুলুকে,
মন যে হইল লোভা ॥
গলায় মাল, শোভিছে ভাল,
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত চর্ব্বণে, পড়িছে বদনে,
শোভিত পিঙ্কন ধার ॥
চণ্ডিদাস বলে, গিয়াছিল জলে,
আইল পরাণ ঘরে।
রাজার ঝিয়ারি, সুন্দরী নারী,
তুমি কি করিবে তারে ॥ ২৭ ॥

তুড়ী।

চম্পক বরণী, বয়সে তরুণী,
হাসিতে অমিয় ধারা।
ভূচিত্র বেণী, ঢুলিছে যনি,
কপিলা (১) চামর পারা ॥

(১) গাভী বিশেষ।

সখি ! যাইতে দেখিলুঁ ঘাটে ।
জগত মোহিনী, হরিণ নয়নী,
ভানুর ঝিয়ারী বটে ॥
হিয়া জর জর, খসিল পাঁজর,
এমতি করিল বটে ।
চলল কামিনী, বঙ্কিম চাহনি,
বিঁধিল পরাণ তটে ॥
না পাই সমাধি, কি হৈল বেয়াধি,
মরম কহিব কারে ।
চণ্ডিদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি হয়,
পাইবে যবে তারে ॥ ২৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী । (১)

তিরোতা ধানশী ।

(সে যে) নাগর গুণের ধাম ।
জপয়ে তুঁহারি নাম ॥
শুনিতে তোহারি বাত ।
পুলকে ভরয়ে গাত ॥
(সে যে) অবনত করি শির ।
লোচনে ঝরয়ে নীর ॥
যদি বা পুছিয়ে বাণী ।
উলট করয়ে পাণি ॥
(এ ধনী) কহিশে তোঁহারি রীতে
আন না বুঝবি চিতে ॥
ধৈরজ নাহিক তায় ।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায় ॥ ২৯ ॥ (২)

এ ধনি এ ধনি বচন শুন ।
নিদান দেখিয়া আইলুঁ (৩) পুন ॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি ।
যত তত করি না হয় সুধি ॥
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর ।
না খায় আহার না পিয়ে নীর ॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম ।
সোঙারি সোঙারি তোহারি নাম ॥
না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই ।
কাঠের পুতলী আছয়ে চাই ॥
তূলা আনি দিলুঁ নাসিকা মাঝে ।
তবে সে বুঝলুঁ শোয়াস আছে ॥
আছয়ে শোয়াস না রহে জীব ।
বিলম্ব না সহে আমার দিব ॥

(১) অন্ত সাধারণ্যা দূত্যো
বীরাদ্যা কথিতা হরেঃ ॥
অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণের বীরা, বৃন্দা প্রভৃতি সাধারণ দূতী অর্থাৎ সপক্ষপাতিনী ।

(২) এই পদে দূতী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের উদ্বেগ দশা বর্ণিত হইয়াছে। উদ্বেগ দশার লক্ষণ—তত্র চিন্তাশ্রু বৈবর্ণ্য স্বেদাদয় উদীরিতাঃ। "জপয়ে তোঁহারি নাম" চিন্তা। "লোচনে ঝরয়ে নীর" অশ্রু। ইত্যাদি।

(৩) হস্তাক্ষর পুস্তকে আইলাম স্থানে আইলুঁ বুঝিলাম স্থানে বুঝিলুঁ এই প্রকার পাঠই আছে। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে আইনু বুঝিনু প্রভৃতি পাঠ দেখা যায় ; তাহা সঙ্গত বোধ হইল না বলিয়া হস্তাক্ষর পাঠই রাখা হইল। চীর—বস্ত্র। শোয়াস—শ্বাস। জীব—জীবন। দিব—দিব্য। এই পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মোহ দশা বর্ণিত হইয়াছে। মোহ দশার লক্ষণ "মোহো বিচিত্রতা প্রোক্তা

চণ্ডিদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরণে ঔষধ রাধা॥ ৩০॥

সুহই।

হেদেলো সুন্দরি, প্রেমের আগোরী,
শুনহ নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া, তোঁহারি লাগিয়া,
কান্দিয়া আকুল তথা॥
রাই রাই করি,* ফুকারি ফুকারি,
পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে, কহয়ে কাতরে,
কেমনে সে ধনী মিলে॥
রাই! অতএ আইলুঁ আমি।
কানুর পিরীতি, যতেক আরতি,
যাইলে জানিবা তুমি॥
প্রেম অমিয়া, বাঢ়াও উহারে,
তোহারে কে করে রাধা।
চণ্ডিদাসে বলে, রাখি কুল শীলে,
পূরাহ মনের সাধা॥ ৩১॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

বণিকিনী বেশে মিলন।

সিন্ধুড়া।

নাগর আপনি, হৈলা বণিকিনী,
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন, আমলকী বর্ত্তন,
যতন করিয়া আনে॥
কেশর যাবক, কস্তুরি দ্রাবক,
আনিল বেণার জড়।
সোন্দা সুকুসুম, কর্পূর চন্দন,
আনিল মুথা শিকড়॥
থালিতে করিয়া, আনিল ভরিয়া,
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী,
ভানুর দুয়ারে গিয়া॥
চুবক লইয়ে, ফুকরি কহয়ে,
আইল দাসী যে তবে।
মোদের মহলে, আসি দেহ বলে,
অনেক নিতে যে হবে॥
থলিতে ধরিয়া, আনিল লইয়া,
যেখানে নাগরী বসি।
চূয়া সুচন্দন, করহ রচন,
বেণ্যানী মনেতে খুসী॥
চন্দন চুবক, লইবে কতেক,
জানিতে চাহিয়ে আমি।
সকলি লইব, বেতন সে দিব,
যতেক আনহ তুমি॥
আমলকী হাতে, দিল সে মাথে,
ঘষিতে লাগিল কেশ।
ঘষিতে ঘষিতে, শ্রম যে হইল,
নাগরী পাইল ক্লেশ॥
সুমধুর বাণী, কহে সে বেণ্যানী,
চুয়া মাখিবার তরে।
চুল যে ঝাড়িয়া, হাত নামাইয়া,
মাথায় হৃদয়োপরে॥

নৈশ্চল্য পতনাদিকৃৎ" "কাঠের পুতলী আছয়ে চাই", ইহাই নৈশ্চল্য।

* সংস্কৃত রাধী ও রাধিকা শব্দ প্রাকৃত ভাষায় রাহী ও রাহিয়া শব্দ হয়। এই রাহী শব্দের অপভ্রংশ রাই শব্দ বুঝিতে হইবে। যেমন সংস্কৃত সখি প্রাকৃত সহি—অপভ্রংশ—সই।

পরশে নাগরী, হইয়া আগরি,
পড়িয়া বেণ্যানী কোরে।
নিদ সে আইল, অতি সুখী হৈল,
সব শ্রম গেল দূরে॥
বেণ্যানী বলে, গেল সে বেলে,
যাইতে চাহিয়ে ঘরে।
উঠিলা নাগরী, বসন সম্বরি,
কহে কি লাগিবে মোরে॥
বট আনিবারে, কহিল সখীরে,
শুনিয়া নাগর রাজে।
কহে না লইব, আর ধন নিব,
না কহি তোমারে লাজে॥
কহ না কেনে, কি আঁছে মনে,
শুনিতে চাহি আমি।
থাকিলে পাইবে, নতুবা যাইবে,
থির হৈয়া কহ তুমি॥
বেণ্যানী কহয়ে, হিয়ার ভিতরে,
বড় ধন আছে সেহ।
কৃপা যে করিয়া, বাস উঘারিয়া,
সে ধন আমারে দেহ॥
তখন নাগরী, বুঝিল চাতুরি,
হাসিয়া আপন মনে।
গন্ধের বেতন, হইল এমন,
জীবন যৌবন টানে॥
কর সমাধান, বুঝিলাম কান,
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে, মারহ প্রাণে,
কেবা শিখাইল তারে॥
পরের নারী, আশ যে করি,
মরহ আপন মনে।
কোথা বা হৈয়াছে, কেবা বা পাঞাছে,
না দেখিয়ে কোন স্থানে॥
চণ্ডিদাস কয়, কত ঠাঞি হয়,
যাহাতে যাহাতে বনে।
যৌবন ধনে, কিবা বা মানে,
সোঁপে সে প্রাণে প্রাণে॥ ৩২॥

শ্রীকৃষ্ণের বাদিয়া বেশে মিলন।

বরাড়ী।

বাদীয়ার বেশ ধরি,বেড়ায় সে বাড়ীবাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনী, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে॥
বিষহরি বলি দেই কর।
শুনিয়াযতেক বালা,দেখিতেআইল খেলা
খেলাইছে মাল-পুরন্দর॥ ধ্রু॥
সাপিনীরে দেয় থোব,সাপিনীর বাড়ে কোপ,
দন্ত করি উঠে ধরি ফণা।
অঙ্গুলি মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চাই,
ছুঁইয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা॥
খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে তুমি থাক কোন স্থানে।
'থাকি বনের ভিতরে, নাগদমন বলে মোরে,
নাম মোর জানে সব জনে॥
বসন মাগিবার তরে,আইলুঁ তোমাদের ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছিড়া বস্ত্র নাহি লব,ভাল এক খানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি॥"
"বটের ভিকারি হও,বহু মূল্য নিতে চাও
নহিলে শোভিতে চায় বটে।

বনে থাক সাপ ধর, তেনা পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদীতটে ॥
বেদেকহেধীরেধীরে,"তোমারবস্ত্র নিবশিরে
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে,অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥"
"চুপ করে থাকবেদে,যা পাও তা লওসেধে
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।"
"চুরি দারিনাহি করি,ভিক্ষামাগি পেটভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে ॥
তোমালৈয়া করিক্রীড়া,তুমিকেনমানপীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।"
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥ ৩৩ ॥

---

*

শ্রীকৃষ্ণের চিকিৎসক বেশে মিলন।

গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার, দেখি একবার,
ভাল সে করিতে পারি ॥
শিরে শিরঃশূল, পিরীতির জ্বর,
হৈয়া থাকে যে রোগীর।
বচন না চলে, আঁখি নাহি মেলে,
তাহারে পিয়াই নীর ॥
একথা শুনিয়া, বাহির হইয়া,
কহে এক সখী ধাই।
আমাদের ঘরে, রোগী আছে জ্বরে,
দেখ একবার যাই ॥
(কেবল একান্ত ধম্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি, এমন ঔষধি,
পিয়াইলে যায় জ্বরি ॥)
ঔষধ খেয়ে, ভাল যে হয়ে,
বট দিও তব পাছে।
এক জন তথা, শুনিয়া সে কথা,
কহিল রাধার কাছে ॥
পরের মুখে, শুনিয়া সুখে,
হরষিত হ'লো মন।
বলে যে যাইয়া, আনহ ডাকিয়া,
দেখি সে কেমন জন ॥
এই বাড়ী হৈতে, আসিছি তুরিতে,
কহে হেথা থাক বসি।
সাজ সাজাইতে, চলিলা নিভৃতে,
চণ্ডিদাস কহে হাসি ॥ ৩৪ ॥

ভাটিয়ারি।

আপন বসন, ঘুচাঞা তখন,
লেপয়ে কেশেতে মাটী।
তকল্লবি ছান্দে, বসন পিন্ধে,
সঙ্গে চলয়ে হাঁটি ॥
মনোহর ঝুলি কান্ধে।
তাহার ভিতর, শিকড় নিকড়,
যতন করিয়া বান্ধে ॥
ঘুচাইয়া লাজে, চিকিৎসক সাজে,
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচাঞা বসন, নিরখে বদন,
(বলে) রোগ যে ইহার আছে ॥
বামহাত ধরি, অঙ্গুলি মুড়ি,
দেখে ধাতু কিবা বয়।

(বন্ধনি মধ্যস্থিত পাঠ সকল পুস্তকে নাই।)

পিরীতের বিষে, জেরেছে ইহারে,
পরাণ রহে না রয় ॥
হাসিয়া নাগরী, উঠে অঙ্গমোড়ি,
ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে, হইবে সবলে,
বেয়াধি কেমনে ছুটে ॥
ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়,
এখনি খাওয়াইয়া যেতাম।
ভাল যে হইত, জ্বর সে যাইত,
যদি সে সময় পেতাম ॥
তখন নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
টীট নাগর রাজ।
বাশুলী নিকটে, চণ্ডিদাস রটে,
এমন কাহার কাজ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পসারি বেশে মিলন।

ধানশী।

গোকুল নগরে, ইন্দ্র পূজা করে,
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতর, মহা কলরব,
নাগর হৈল পসারী ॥
দোকান দোকান, মেলিল তখন,
দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পসারী, বহু দ্রব্য আছে,
যে নিতে চাহে যে ধন ॥
মুকুতা প্রবাল, মণিময় হার,
পোত্তিক মাণিক যত।
বহুদিন মনে, আনিলুঁ যতনে,
তোমাদের অভিমত ॥
খন্তিক পুতিয়া, মুকুতা ঝুলাঞা,
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি,
দোকান নিকটে লাগে ॥
সুমধুর বাণী, বলে যে দোকানী,
কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতা মাল, লইবে ভাল,
কড়ি যে লাগিবে বাড়া ॥
শুনি নারীগণ, বলয়ে বচন,
গাহকী নহিয়ে মোরা।
কিবা ভাগ্য মেনে, দেখিছি জনমে,
এমন ধন যে তোরা ॥
যুবতী রসাল, নিল এক মাল,
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হলো, আনন্দ বাড়িল,
কতেক লইবে বলে ॥
আর এক জনে, সাধ করি মনে,
লইল সোণার সূচ।
লই চলি যায়, বেতন না দেয়,
পসারী ধরিল কুচ ॥
ফেরাফেরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে,
কহে মূল্য দেহ মোর।
সঘনে বদন, করয়ে চুম্বন,
এমতি কাজ যে তোর ॥
কাড়াকাড়ি ঘন, না মানে বারণ,
অরাজক হ'লো পারা।
যাহার যে বন, কাটে সেই জন,
রক্ষক হইবে কারা ॥

রজকী সঙ্গতি, চণ্ডিদাস গতি,
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দোকান, হলো সমাধান,
সকল গেল যে লুটে॥ ৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণের বাজিকর বেশে মিলন।

তুড়ী।

কানুর পিরীতি, কুহকের রীতি,
সকলি মিছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি লয়ে, গ্রামেতে চলিয়ে,
ফিরয়ে করিয়া সঙ্গ॥
সই! কানু বড় জানে বাজি।
বাঁশী বংশীধারী, মদন সঙ্গে করি,
ঢোলক ঢালক সাজি॥
মদন ঘুরিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া,
যুবতী বাহির করে।
দুইটী গুটিয়া,(১) ফেলাঞা লুফিয়া,
বুকের উপরে ধরে॥
ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দড়া যে পায়ে, উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি সেই ঝোঁকে॥
মুকুতা প্রবাল, উগাড়ে সকল,
আর বহু মূল্য হীরা।
একবার আসি, উগাড়ে রাশি,
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা॥
কতক্ষণ বই, বাঁশ হাতে লই,
যুবতী হিয়ায় পাড়ে।
জাণ্ডে জাণ্ডে দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া,
বাঁশের উপরে চড়ে॥
চড়িয়া উপরে, ঝুলিয়া পড়য়ে,
চুম্বই যুবতী মুখে।
মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে॥
লোক নহে রাজি, কেমন সে বাজি,
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডিদাস কয়, বাজি মিছা নয়,
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥ ৩৭॥

কামোদ।

নামিল আসিয়া, বসিল হাসিয়া,
কহয়ে বেতন দেও।
বেতনের কালে, হাত দিয়ে গালে,
যুবতী সকলে কয়॥
সই! বাজিকরে নিবে যে কি।
যদি কিছু দেই, কিছুই না লয়,
বলে, আমারে জিজ্ঞাস কি॥
মনে এই করি, দেহ কুচ গিরি,
আর তব মুখ-সুধা।
আর এক হয়, মোর মনে লয়,
তাহা মোরে দেহ জুদা॥
সুন্দরীগণে, বুঝল মনে,
ইহার গাহাক তুমি।
ঢিটের ঢিটানী, খেতের মিঠানি,
সকলি জানিয়ে আমি॥
চণ্ডিদাস কয়, তবে কেন নয়,
জানিয়া চতুর পণা।

---

(১) গুটিয়া—বাঁটুল বা গুলি।

বুঝিলে না বুঝে, কহিলে না সুঝে,
তাহারে বলিয়ে কালা ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নাপিতানী বেশে মিলন।

ধানশী।

ধরি নাপিতানী বেশ, মহলেতে পরবেশ,
যেখানে বসিয়া আছে রাই।
হাতে নিয়া দরপণী, খোলে নখরঞ্জনী(১)
বলে বৈস দেই কামাই ॥
বসিলা রসবতী নারী।
খুলিল কনকবাটী, আনিয়া জলের ঘটি,
ঢালিলেক সুবাসিত বারি ॥
করে নখরঞ্জনী, চাছয়ে নখের কুণী,
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
আলসে অবশ প্রায়, ঘুম লাগে আধগায়,
হাত দিলা নাপিতানি কাঁধে ॥
নাপিতানী একে শ্যামা,ননীরপুতলীঝামা,
বুলাইছে মনের আকুতে।
ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায়,আলতা লাগায়তায়,
রচয়ে মনের হরষিতে ॥
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি,
তলে লিখে আপনার নাম।
কত রস পরকাশি, হৃদয়ে ঈষৎ হাসি,
নিরখি নিরখি অবিরাম ॥
নাপিতানী বলে ধনি, দেখহ চরণ খানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার।
দেখি সুন্দরী কহে, কিনাম লিখিলে উহে,
পরিচয় দাও আপনার ॥

(১) নখরঞ্জনী—নরুণ।

নাপিতানী কহে ধনি,শ্যমি নামধরি আমি,
বসতি যে তোমার নগরে।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়,এ যে নাপিতানী নয়,
কামাইয়া যাও নিজ ঘরে ॥ ৩৯ ॥

সুহিনী।

নাপিতানী কহে শুনলো সই।
অনাথী জনের বেতন কই ॥
কহ তুমি যাই রায়ের কাছে।
বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে ॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই ॥
শুনি সখী কহে রায়ের কাছে।
নাপিতানী বসি আছয়ে নাছে ॥
রাই কহে তবে আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায় ॥
সখী যাই তবে ডাকয়ে আইস।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস ॥
আসি নাপিতানী কহয়ে তায়।
বেতন কেন না দাও আমায় ॥
রাই কহে কিবা হইবে তোর।
সে কহে বেতন নাহিক ওর ॥
হাসিয়ে কহয়ে সুন্দরী রাই।
হেন নাপিতানী দেখিয়ে নাই ॥
এমতে ধন হে করেছ কত।
সে কহে ভুবনে আছয়ে যত ॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই ॥
হৃদয়ে কনক কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে ॥

তাহার পরশ রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ॥
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী।
ভাল নাপিতানী পরাণ চুরি॥
পরশ রতন পাইবা বনে।
এখন চলহ নিজ ভবনে॥
চণ্ডিদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতানী নহে রসিক রাজ॥ ৪০॥

শ্রীকৃষ্ণের মালিনী বেশে মিলন।

সুহিনী।

একদিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইল রসিক রাজ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
কে নিবে কে নিবে ফুকারে পথে॥
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে কত লইবে কড়ি॥
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি॥
মালিনী কহয়ে সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে॥
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিল ছলে॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিল করে।
এত টিটপণা আসিয়া ঘরে॥
নাগর কহে নহিয়ে পর।
চণ্ডিদাস কহে কি কর ডর॥ ৪১॥

শ্রীকৃষ্ণের দেয়াশিনী বেশে মিলন।

সিন্ধুড়া।

দেয়াশিনী বেশে, মহলে প্রবেশে,
রাধিকা দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন,
কুণ্ডল কাণেতে পরে॥
নাগরী সাজী বাম করে ধরে।
পিন্ধিয়া বিভূতি, সাজল মূরতি,
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে॥
কহে জয়দেবী, ব্রজপুরী সেবী,
গোকুল রক্ষক নিতি।
গোপ গোয়ালিনী, সৌভাগ্য দায়িনী,
পূজ দেবী ভগবতী॥
আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী,
আইল দেয়াশিনী কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে, যত মনে লয়ে,
বলে গোপ ভাল আছে॥
সবাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়,
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি, সুন্দর সুমতি,
সবাকার ভাল হবে॥
সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জুটিলা,
পড়য়ে চরণ ধরি।
আমার বধুর, পতির মঙ্গল,
বর দেহ কৃপা করি॥
শুনি দেয়াশিনী, হরষিত বাণী,
জটিলা সমুখে কয়।
বর যে লইবে, ভালই হইবে,
নিকটে আনিতে হয়॥

জটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া,
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরষে, দেয়াশিনী পাশে,
ঘুচায়া বসন মাথে॥
দেখি দেয়াশিনী, বলে শুভবাণী,
সব সুলক্ষণ যুতা।
গন্ধর্ব্ব পাবনী, যশোদা নন্দিনী, (১)
রাধা নাম ভানু সুতা॥
ধরি ধনীর হাতে, মনের আকুতে,
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে, আনন্দ চিতে,
মদন কৈল বিকার॥
সাজিটী খুলিয়া, ফুলটী তুলিয়া,
বাঁধেন নাগরী চুলে।
আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥
শুনিয়া সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি,
এ কথা কহিব মোয়।
আমার হিয়ার, ব্যথাটী ঘুচয়ে,
তবে সে জানিয়ে তোয়॥
একটী শপথি,(২) রাখহ যুবতি,
কহিতে বাসিয়ে ভয়।
পরপতি সনে, বেঁধেছে পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়॥
হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি,
দেয়াশিনী ঘর কোথা।
আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরলে কথা॥

(১) যশোদার আনন্দদায়িনী।
(২) শপথি—শপথ—দিবা।

সঙ্কেতে বুঝিয়া, নয়ান ফিরিয়া,
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন, চিনিল তখন,
শ্যাম নাগর ঢিটে॥
ধীরি ধীরি করি, বসন সম্বরি,
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডিদাসে কয়, সুবুদ্ধি যে হয়,
বেকত করয়ে কাজে॥ ৪২॥

ধানশী।

যাইতে জলে, কদম্বতলে,
ছলিতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ, হিরণ পিন্ধন,
বাঁকিয়া রহিল ঠারি॥
মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে, গোপের বালা,
দাঁড়াইল সেই পথে॥
বলে, যাও আন বাটে, গেলে এ ঘাটে,
বড়ই বাধিবে লেঠা।
সখী কহে নিতি, এ পথে যাই,
আজি ঠেকাইবে কেটা॥
হয় বোলাবুলি, করে ঠেলাঠেলি,
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডিদাস কহে, কালিয়া নাগর,
ছি ছি লাজে মরি মোরা॥

এক দিন বর, নাগর শেখর,
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষভানু সুতে, সখীগণ সাথে,
যাইতে যমুনা জলে॥

রসের শেখর, চতুর নাগর,
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া, বচনের ছলে,
সঙ্কেত করিল তাতে ॥
গোধন চালায়ে, শিশুগণ লয়ে,
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে,
রাই আইল গৃহ মাঝে ॥
কহে চণ্ডিদাসে, বাশুলী আদেশে,
শুনলো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত, বন্ধুর সঙ্কেত,
না ছাড় আপন হিয়ে ॥ ৪৪ ॥

বাসক সজ্জা। (১)

গান্ধার।

রাধিকা আদেশে, মনের হরষে,
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী, আর য়াতী যুথী,
সাজাইছে থরে থরে ॥
আজ রচয়ে বাসক শেজ।
মুনিগণ চিত, হেরি মুরছিত,
কন্দর্পের ঘুচে তেজ ॥
ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর,
ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিশ, আলিস কারণ,
প্রতি ফুলে ফুলশর ॥
শুক পিক দ্বারী, মদন প্রহরী,
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত, সহিত বসন্ত,
মলয় পবন বায় ॥
উজোরল রাতি, মণিময় বাতী,
কর্পূর তাম্বুল বারি।
চণ্ডিদাস ভণে, রাখি স্থানে স্থানে,
শয়ন করল গোরী ॥ ৪৫ ॥

বিপ্রলব্ধা। (২)

ধানশী।

বন্ধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইলুঁ,
গাঁথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজলুঁ, দীপ উজারিলুঁ,
মন্দির হইল আলা ॥

(১) নায়িকাদিগের অষ্ট অবস্থার মধ্যে বাসক সজ্জা দ্বিতীয়। অষ্টাবস্থা যথা—

অথাবস্থাষ্টকং সর্ব্ব নায়িকানাং নিগদ্যতে।
তত্রাভিসারিকা বাসসজ্জাচোৎকণ্ঠিতা তথা ॥
খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা চ কলহান্তরিতাঽপি চ।
প্রোষিত প্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥

অর্থাৎ অভিসারিকা, বাসক সজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীন ভর্ত্তৃকা ভেদে নায়িকা আট প্রকার। তন্মধ্যে এখানে বাসক সজ্জিকা নায়িকা বর্ণিতা হইতেছে। তাহার লক্ষণ—স্ব বাসক বশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ। সজ্জী করোতি গেহঞ্চ যা সা বাসক সজ্জিকা। চেষ্টা চাস্যা স্মরক্রীড়া সংকল্পো-বর্ত্মবীক্ষণং। সখী বিনোদ বার্ত্তা চ মুহুর্দূতী-স্মাদয় ॥

(২) কৃত্বা সঙ্কেত মপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিত বল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্ত বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ॥
নির্ব্বেদ চিন্তা খেদাশ্রু মূর্চ্ছা নিঃশ্বসিতাদি ভাক্ ॥

সঙ্কেত করিয়াও প্রাণবল্লভকে না পাইয়া ব্যথিত হইলে তাহাকে বিপ্রলব্ধা বলে। ইহাতে নির্ব্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা ও নিশ্বাস ইত্যাদি চেষ্টা দেখা যায়।

সই! পাছে এ সব হবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
কাহে না মিলল কান ॥ (১)
শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া,
আইলুঁ গহন বনে।
বড় সাধ মনে, এ রূপ যৌবনে,
মিলিব বন্ধুর সনে ॥
পথ পানে চাহি, কত না রহিব,
কত প্রবোধিব মনে।
রস শিরোমণি, আসিবে এখনি,
বড়ু চণ্ডিদাস ভণে ॥ ৪৬ ॥

ধানশী।

দু কাণ পাতিয়া, ছিলুঁ এতক্ষণ,
বন্ধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই ॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনি,
বঁধুর শবদ শুনি ॥
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু,
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইলুঁ ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনা জলে ॥
কুঙ্কুম কস্তুরি, চুবক চন্দন,
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস, ফুলহার ফণী,
দংশিছে হৃদয়ে যেন ॥
সকল লইয়া, যমুনায় ডার,
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দুর, মুছি কর দূর,
নয়ানের কাজর রেখা ॥
আর না রাখিব, এ ছার পরাণ,
না যাব লোকের মাঝে।
থির হও রাই, চলু চণ্ডিদাস,
আনিতে নিঠুর রাজে ॥ ৪৭ ॥

সে যে বৃষভানু সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা ॥
সজল নয়ন হইয়া।
রহে পথ পানে চাঞা ॥
উজর চাঁদনী রাতি।
মন্দিরে রতন বাতী ॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলিল কান ॥
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল ॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডিদাস ॥ ৪৮ ॥

---

(১) কান—কানু বা কানাই। সংস্কৃত কৃষ্ণ শব্দ, প্রাকৃত কনু অপভ্রংশ—কানাই বা কান।

খণ্ডিতা। (১)

কামোদ।

ভাল হৈল আরে বন্ধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাও মুখ দিন যাবে ভালে ॥
শুন প্রাণ বঁধু তোমায় বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই ॥
আই আই পড়েছে রূপে কাজরের শোভা
ভালে সে সিন্দূর তোমার মুনির মনলোভা
খর নখ দংশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর ॥
নীল পাটের শাটি কোঁচার বলনী।
রমণী রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে
চারিদিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মোছে
চণ্ডিদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥৪৯॥

রামকেলী।

ছুঁইওনা ছুঁইওনা বঁধূ ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
নয়ানের কাজর, বয়ানে লেগেছে,
কালর উপর কাল।
প্রভাতে উঠিয়া, ও মুখ দেখিলাম,
দিন যাবে আজ ভাল ॥
অধরের তাম্বুল, বয়ানে লেগেছে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও,
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥
চাঁচর কেশর, চিকণ চুড়া,
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দূরের দাগ, আছে সর্ব্ব গায়,
মোরা হলে মরি লাজে ॥
নীল কমল, ঝামরু হয়েছে,
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী, পেয়ে সুধানিধি,
নিঙাড়ে লয়েছে লেহ ॥
কুটিল নয়ানে, কহিছে সুন্দরী,
অধিক করিয়া স্বরা।
কহে চণ্ডিদাস, আপন স্বভাব,
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥ ৫০ ॥

রামকেলী।

এস এস বন্ধু, করুণার সিন্ধু,
রজনী গোঁয়ালে ভালে।
রসিকা রমণী, পেয়ে গুণমণি,
ভালত সুখেতে ছিলে ॥
নয়নে কাজর, কপালে সিন্দূর,
ক্ষত বিক্ষত হে হিয়া।
আঁখি ঢর ঢর, পরি নীলাম্বর,
হরি, এলে হর সাজিয়া ॥
ধিক্ ধিক্ নারী, পর আশাধারী,
কি বলিব বিধি তোয়।

---

(১) উল্লংঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎখণ্ডিতা হি সা ॥
এযাতু রোষ নিশ্বাস তুষ্ণী ভাবাদি ভাগ্ভবেৎ ॥
নায়ক সঙ্কেত সময় উল্লংঘন করত অন্য নায়িকার রতি চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া প্রাতঃকালে আগমন করিলে তাহা দেখিয়া নায়িকা ক্রোধযুক্তা হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ ও তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে, তাহাকে খণ্ডিতা বলে।

এমত কপট, ধৃষ্ট লম্পট শঠ, (১)
হাতেতে সঁপিলি মোয় ॥
কাঁদিয়া যামিনী, পোহাইলাম আমি,
তুমি ত সুখেতে ছিলে।
রতি চিহ্ন সব, লইয়া মাধব,
প্রভাতে দেখাতে এলে ॥
এ মিনতি রাখ, ঐখানেতে থাক,
আঙ্গিনাতে না আইস।
ছুঁইলে তোমারে, ধরমে আমারে,
নাহি করিবে পরশ ॥
লোক মুখে কত, শুনিতাম যত,
প্রতীত আজি হল সব।
চণ্ডিদাস কয়, নাগর দয়াময়,
এত দয়ার স্বভাব ॥ ৫১ ॥

বিভাষ।

দেহেতে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস ॥
বুক মাঝে দেখি তব কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ ॥
নখপদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভায় করিল ভূষিত ॥
কপালে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোর আঁখি ছলছল ॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইহ আমি ইহার সব সঙ্গ জানি ॥৫২

সিন্ধুড়া।

বঁধু! কহনা রসের কথা শুনি।
কেমন কামিনী সঙ্গে,যাপিলা যামিনীরঙ্গে
কত সুখে পোহালে রজনী ॥
নীল নলিনী আভা,কেনিলে অঙ্গেরশোভা,
কাজরে মলিন অঙ্গখানি।
চিকণ চূড়ার ছাঁদ,কে নিলে বরিহা ফাঁদ,
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী ॥
ধন্য সে বরজ বধূ, যে পিয়ে অধর মধু,
পাষাণে নিশান তার সাখী।
রক্ত উৎপল ফুলে, যৈছে ভ্রমর বুলে,
ঐছন ফিরয়ে তুন আঁখি ॥
রচিয়া সিন্দূরের বিন্দু,কেনিল অমিয়াসিন্ধু
নাসার ছলে নাকের মুকুতা।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়, একথা অন্যথা নয়,
'ভাল জানে বৃষভানু সুতা ॥ ৫৩ ॥

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোণার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দূর ॥
বদন কমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়ের নখর ঘায় হিয়া বিদারিত ॥

---

(১) ধৃষ্ট নায়ক লক্ষণ—অভিব্যক্তান্য তরুণী ভোগ লক্ষ্যাপি নির্ভয়ঃ। মিথ্যা বচন দক্ষশ্চ ধৃষ্টোহয়ং খলু কথ্যতে। অন্য নায়িকার রতি চিহ্ন অভিব্যক্ত হইলেও মিথ্যা বাক্য দ্বারা যে নায়ক তাহা গোপন করে, তাহাকে ধৃষ্ট কহে।

শঠ নায়কের লক্ষণ—প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশং। নিগূঢ় মপরাধশ্চ শঠোঽ কথিতো বুধৈঃ ॥ সম্মুখে প্রিয় বাক্য প্রয়োগ, অন্যত্র অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে এবং নিগূঢ় অপরাধ করে, তাহাকে শঠ কহে।

লম্পট—স্পষ্টার্থ।

না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিলুঁ তোমার এই সব রীত॥
সাধিলা মনের সাধ কি আর বিচার।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণতি আমার॥
চণ্ডিদাস কহে ইহা বলিলা কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে॥৫৪॥

ললিত।

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ
কে সাজালে হেন সাজে হেরে বাসি দুখ
কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঙারী॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরোমাঝে
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে এহেন পিরীতি॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বৈস আঁচলেতে মুখানি মুছাই॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডিদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া॥৫৫॥

রামকেলী।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিলে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনি অসম্ভব বাণী॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ॥
মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যেই সেইত পাপিনী॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে কেনে।
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে॥
চণ্ডিদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে

রামকেলী।

শ্রীরাধিকার উক্তি।

ভাল ভাল, কালিয়া নাগর,
শুনালে ধরম কথা।
পরের রমণী, মজালে যখন,
ধরম আছিল কোথা॥
চোরার মুখেতে, ধরম কাহিনী,
শুনিয়া পায় যে হাসি।
পাপ পুণ্য জ্ঞান, তোমার যতেক,
জানয়ে বরজ বাসী॥
চলিবার তরে, দাও উপদেশ,
পাথর চাপাঞা পিঠে।
বুকুতে মারিয়া, চাকুর ঘা,
তাহাতে লুণের ছিটে॥
আর না দেখিব, ও কালা মুখ,
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা, মনের মানুষ,
যেখানে মন যে টানে॥
কেন দাঁড়াইয়া, পাপিনীর কাছে,
পাপেতে ডুবিবা পাছে।
কহে চণ্ডিদাস, যাও চলি যথা,
ধরমের থলী আছে॥ ৫৭॥

ধানশী।

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন ॥
বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনু দিবানিশি কিছু না জানিয়ে ॥
ফাগু বিন্দু দেখিয়া সিন্দুর বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ ॥
এত বলি বিনোদ নাগর চলি যায় ঘর।
চণ্ডিদাস কহে রাই কাঁপে থর থর ॥৫৮॥

ধানশী।

ললিতার উক্তি।

ললিতা কহয়ে শুনহে হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি ॥
শুন শুন ওহে রসিক রাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ ॥
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা সে আপনি কিবা সে পর ॥
শিশুকালে হতে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রৈতে ধৈরজ ধরি ॥
এক ঘরে যদি না পোশে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে পায় কিনা পায় ॥
সোণা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে ॥
এ রস দ্বিজ চণ্ডিদাস কয়।
চোরের কখন মন শুদ্ধ নয় ॥ ৫৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর প্রসঙ্গ।

কামোদ।

চন্দ্রাবলীর উক্তি।

এই পথে নিতি, কর গতাগতি,
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাশ,
আমি রহি একাকিনী ॥
বঁধুহে ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে, রাখিব তোমারে,
সদাই দেখিতে পাব ॥
শুন সখীগণ, করিয়া যতন,
লয়ে চল নিকেতনে।
আজিকার নিশি, রাধিকা রূপসী,
বঞ্চুক নাগর বিনে ॥
এতেক শুনিয়া, করেতে ধরিয়া,
লইয়া চলিল বাস।
রাধা ভয়ে হরি, কাঁপে থর হরি,
ভণে দ্বিজ চণ্ডিদাস ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্রীরাগ।

চন্দ্রাবলি! ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে, যাব তার কাছে,
এই নিবেদন তোরে ॥
কালি আসি হাম, পূরাইব কাম,
ইথে নাহি কর রোষ।
চন্দ্রাবলী নাম, ভুবনে বিদিত,
জগতে ঘোষয়ে দোষ ॥

তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
বিবাদে কি ফল আছে।
লোক জানা জানি, কেন কর ধনি,
পিরীতি ভাঙ্গিবে পাছে॥
দাদা বলরাম, করে অন্বেষণ,
ভ্রময়ে নগর মাঝে।
চণ্ডিদাসে কয়, সে যদি জানয়,
সবাই পড়িবে লাজে॥ ৬১॥

চন্দ্রাবলীর উক্তি।

বিহাগড়া।

কে বলে আমার, তুমি যে রাধার,
তাহার দুখের দুখী।
করিয়া চাতুরী, যাবে বুঝি হরি,
রাধারে করিতে সুখী॥
বঁধূহে তুমিত রাধার নাথ।
তব ভারি ভূরি, ভাঙ্গিব মুরারি,
রাখিব আপন সাথ॥
এতেক বলিয়া, করেতে ধরিয়া,
চুম্বয়ে বদন চাঁদে।
রসিক নাগর, হইয়া ফাঁপর,
পড়িল বিষম ফাঁদে॥
হেথা সুবদনী, সখী সঙে বাণী,
কহয়ে কাতর ভাষে।
নিশা পোহাইল, পিয়া না আইল,
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে॥ ৬২॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার কুঞ্জে গমন।

ধানশী।

চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম শয়নে,
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া, ভয়ে ভীত হৈয়া,
আসিলা রাধার ঠাম॥
গলে পীতবাস, করিয়া সাহস,
দাঁড়া'ল রাইয়ের আগে।
দেখে ফুল মালা, তাম্বুলের ডালা,
ফেলিয়াছে রাই আগে॥
নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চান,
আছেন আপন কোপে।
ভয়ে যে ভুরুর, ভঙ্গিম দেখিয়া,
নাগর তরাসে কাঁপে॥
রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি,
নাগরেরে পাড়ে গালি।
চণ্ডিদাস ভণে, লম্পটের সনে,
কথা কৈলে তবু ভালি॥ ৬৩॥

শ্রীরাধিকার মান। (১)

সখী বাক্য। সুহই।

শুনলো রাজার ঝি।
লোকে না বলিবে কি॥

(১) মান দুই প্রকার; সহেতু ও নির্হেতু, সে সকলের উদাহরণ এই কাব্যে পাওয়া যায় না, সুতরাং মানের বিশেষ বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করা গেল না। তবে মান দ্বারা যে, নায়ক, নায়িকার প্রীতি বর্দ্ধিত হয়,

মিছুই করসি মান।
তো বিনু জাগল কান॥
আনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইলা হরি॥
উলটী করসি মান।
বড়ু চণ্ডিদাস গান॥ ৬৪॥

শুন বিনোদিনী, জনমে জনমে,
আমি আছি প্রেমে ঋণী॥
এত শুনি গোরি, দুবাহু পসারি,
বাঁধিয়া করিল কোলে।
এই খানে হয়, রসামৃত ময়,
চণ্ডিদাসে ইহা বলে॥ ৬৫॥(১)

ধানশী।

ললিতার বাণী, শুনি বিনোদিনী,
প্রসন্ন বদনে কয়।
আমিত কেবল, তোদের অধীন,
যা বল শুনিতে হয়॥
সখি! তোরা মোর কর এই হিতে।
আর যেন কখন, না করে এমন,
পুছ উহায় ভাল মতে॥
পুন যদি আর, এমন ব্যাভার,
করয়ে এ ব্রজভূমে।
উহার প্রণতি, শ্রবণ গোচরে,
না করিব এ জনমে॥
এত শুনি হরি, গলে বাস ধরি,
কহয়ে কাতর বাণী।

তাহারই প্রমাণ শ্রীউজ্জলনীলমণিগ্রন্থ হইতে প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

স্নেহং বিনা ভয়ং নস্যা স্নের্য্যাং চ প্রণয়ং বিনা।
তস্মান্মান প্রকারোঽয়ং দ্বয়োঃ প্রেম প্রকাশকঃ॥

অর্থাৎ স্নেহ (নায়ক নায়িকার প্রতি আর্দ্রী ভাব) ব্যতীত ভয় হয় না ও প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষ্যা (নায়িকার অসহনত্ব) হয় না সেই জন্যই মান প্রকার নায়ক নায়িকার প্রেম প্রকাশক।

বসন্ত।

এ ধনি মানিনি মান নিবার।
আবীরে অরুণ শ্যাম, অঙ্গ মুকুর পর,
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার॥
তুঁহু এক রমণী, শিরোমণি রসবতী,
কোন ঐছে জগমাহ।
তোহারি সমুখে, শ্যাম সহ বিলসব,
কৈছন রস নিরবাহ॥
ঐছন সহচরী, বচন হৃদয়ে ধরি,
সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষত হাসি মনে, মান তেয়াগল,
উলসিত দুঁহে দোঁহা হেরি॥
পুন সবজন মেলি, করয়ে বিনোদ কেলি,
পিচকারী করি হাতে।
দ্বিজ চণ্ডিদাস, আবীর যে গাঅত,
সকল সখীগণ সাথে॥ ৬৬॥(২)

(১) ইহাই সহেতু মান।

(২) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করত শ্রীরাধিকা মানিনী হইয়াছিলেন, পরে সখীগণ কর্তৃক সেই ভ্রম অপনোদিত হইলে সহসা মান পরিত্যাগ করিলেন। ইহাই নির্হেতু মান।

শ্রীরাধা বিরহে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা।

ধানশী।

কনক বরণ করিয়া মনে।
ভ্রমই মাধব গহন বনে॥
হিম কর হেরি মূরছি পড়ি।
ধূলায় ধূসর যাওত গড়ি॥
অপরাধী আমি কোথায় যাব।
রাই সুধামুখী কেমনে পাব॥
এতেক কহিতে মিলল রাই।
চণ্ডিদাস তবে জীবন পায়॥ ৬৭॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি।
শ্রীরাধিকার দূতী বাক্য।

শ্রীরাগ।

আসি সহচরি, কহে ধীরি ধীরি,
শুনহ নাগর রায়।
অনেক যতনে, ঘুচা'লাম মানে,
ধরিয়া রাইয়ের পায়॥
তবে যদি আর, মান থাকে তার,
মানবি আপন দোষ।
তোমার বদন, মলিন দেখিলে,
ঘুচিবে এখনি রোষ॥
তুরিত গমনে, এস আমা সনে,
গলেতে ধরিয়া বাস।
সো হেন নাগর, হইয়া কাতর,
দাঁড়া'ল রাইয়ের পাশ॥
রাই কমলিনী, হেরি গুণমণি,
বঁধুয়া লইল কোলে।
দুহুঁক হৃদয়ে, আনন্দ বাড়িল,
দ্বিজ চণ্ডিদাসে বলে॥ ৬৮॥

বিভাষ।

উহাঁর নাম করোনা নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ॥
উনি নাটের গুরু সই! উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু॥
এনে চন্দ্র হাতে দিল যখন ছিল উহাঁর কাজ
এখন উহার অনেক হলো আমরা পেলাম লাজ
কহে বড়ু চণ্ডিদাস বাশুলী আদেশে।
উহাঁর সনে লেহ ক'রে তনু হৈল শেষে॥

ধানশী।

ছি ছি মানের লাগিয়া,
শ্যাম বঁধুরে হারায়েছিলাম।
শ্যাম সুন্দর, মধুর মূরতি,
পরশে শীতল হইলাম॥
শ্রীমধুমঙ্গলে, আন কুতূহলে,
ভুঞ্জাও ওদন দধি।
হারাধন যেন, পুনহি মিলল,
সদয় হইল বিধি॥
নিজ সুখ রসে, পাপিনী পরশে,
না জানে পিয়াক সুখ।
কহে চণ্ডিদাস, এ লাগি আমার,
মনেতে উঠয়ে দুখ॥ ৭০॥

তথা রাগ।

ছি ছি দারুণ, মানের লাগিয়া,
বঁধু হারায়েছিলাম।
শ্যাম সুন্দর, রূপ মনোহর,
দেখিয়া পরাণ পেলাম॥
সই! জুড়াইল মোর হিয়া।

শ্যাম অঙ্গের, শীতল পবন,
তাহার পরশ পাঞা ॥ ধ্রু ॥
তোরা সখীগণ, করাহ সিনান,
আনিয়া যমুনা নীরে।
আমার বঁধূর, যত অমঙ্গল,
সকল যাউক দূরে ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে, আনহ সকালে,
ভুঞ্জাহ পায়স দধি।
বঁধূর কল্যাণে, দেহ নানা দানে,
আমারে সদয় বিধি ॥
কহে চণ্ডিদাস, শুনহ নাগর,
এমত উচিত নয়।
না দেখিলে যুগ, শতেক আনয়ে,
ইথে কি পরাণ রয় ॥ ৭১ ॥

শ্রীরাগ।

রাইয়ের বচন, শুনি সখীগণ,
আনল যমুনা বারি।
নাগর সুন্দর, সিনান করল,
উলসিত ভেল গোরী ॥
ললিতা আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
পরায়ল পীত বাস।
পরিয়া বসন, হরষিত মন,
বসিলা রাইক পাশ ॥
রাই বিনোদিনী, তেড়ছ চাহনি,
হানল বন্ধুর চিতে।
নাগর সুন্দর, প্রেমে গর গর,
অঙ্গ চাহে পরশিতে ॥
মনে আছে ভয়, মানের সঞ্চয়,
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে, না চায় সাহসে,
দ্বিজ চণ্ডিদাস কয় ॥ ৭২ ॥

ধানশী।

আসিয়া নাগর, সুমুখে দাঁড়াল,
গলে পীতবাস লয়ে।
সো চাঁদ বদনে, ফিরি না চাহলি,
তো বড় নিঠুর মেয়ে ॥
সে শ্যাম নাগর, জগত দুর্ল্লভ,
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দাসী হইয়াছে যার ॥
তার চূড়া মেনে, সুখেতে থাকুক,
তাহে ময়ূরের পাখা।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দুয়ারে পাইবে দেখা ॥
অভিমানী হয়ে, মোরে না কহিয়ে,
তেজলি আপন সুখে।
আপনার শেল, যতনে আপনি,
হানিলি আপন বুকে ॥
মনের আগুনে, মরহ পুড়িয়া,
নিভাইব আর কিসে।
শ্যাম জলধর, আর না মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে ॥ ৭৩ ॥

ধানশী।

আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিলুঁ,
কাহে করিলুঁ হেন মান।

শ্যাম সুনাগর, নটবর শেখর,
কাঁহা সখি করল পয়ান ॥
তপ বরত কত, করি দিন যামিনী,
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল ধন, মঝু পদে গড়াঅল,
কোপে মুঞি ঠেলিলুঁ পায় ॥
আরে সই! কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরেহিয়া,ছাড়িলুঁ সে হেন পিয়া,
অতি ছার মানের দায় ॥
জনম অবধি মোর, এ শেল রহিবে বুকে,
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড়ু চণ্ডিদাস, কি ফল হইবে বল,
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া ॥৭৪॥(১)

নাপিতানী বেশ মানভঞ্জন।

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর ॥
শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরী।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী ॥
চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলী পরিল।
নাপিতানী বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল ॥
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি করিলা গমন।
রাইয়ের মন্দিরে আসি দিল দরশন ॥

(১) এই কবিতাটী কলহান্তরিতার উদাহরণ জানিবে। লক্ষণ—
যা সখীনংপুরঃ পাদ পতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা ॥
যে সখীদিগের সম্মুখে নায়ক পদে পতিত হইলেও ক্রোধ বশতঃ নায়ককে নিরাশা করিয়া পরে আবার দুঃখিত হয়, সেই নায়িকাই কলহান্তরিতা।

কি লাগিয়া ধূলায় পড়ে বিনোদিনী রাই।
হের এস তুয়া পায়ে যাবক পরাই ॥
চরণ মুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লিখে ॥
সচকিতা হয়ে ধনী চারু পানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম অঙ্গের গন্ধ কেন পায় ॥
ইঙ্গিতে কহিল তখন বিশাখা সুন্দরী।
নাপিতানী নহে তোমার নাগর বংশীধারী
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
আর না করিব মান চণ্ডিদাস বলে ॥৭৫ ॥

কাক মাল্য মান।

ধানশী।

হলধর ভয়ে মালা নাহি পারে দিতে।
ফিরিয়া আইল সখী করিয়া সঙ্কেতে ॥
হেনকালে আইল কাক খাদ্য দ্রব্য বলে।
সেই হেতু নিল মালা ওষ্ঠে করি তুলে ॥
আহার নাহিক হলো দিল ফেলাইয়া।
পবনে দিলেক তাহা বেগে উড়াইয়া ॥
আসিয়া পড়িল ঠোঙ্গা চন্দ্রাবলী ঘরে।
খুলিয়া দেখিল মালা অতি মনোহরে ॥
সঙ্কেত জানিয়া এথা খুঁজে শ্যামরায়।
দেখিতে না পায় পুনঃ সাতালী খেলায় ॥
এথা সেই মালা লয়ে আনন্দে পূরিল।
চন্দ্রা বেশ করি সেই মালা পরি এল ॥
রাইকে দেখাবার তরে এল তার পাশ।
প্রশ্নেতে জানিল ভাল কহে চণ্ডিদাস ॥৭৬॥

ধানশী।

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন।
গ্রহবিপ্র বেশে যান ভানুর ভবন॥
পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরে দ্বারে দ্বারে
উপনীত রাই পাশে ভানুরাজ পুরে॥
বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে।
শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে॥
বিপ্র কহে ঘর মোর হস্তিনানগর।
বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুনহ উত্তর॥
প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।
তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে বলে এই গ্রহাচার্য্য।
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য॥
তোমাদের মনেতে যে আছে বলিবে।
ইহাঁরে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে॥ ৭৭॥

রসোদ্গারানুরাগ।

বিভাষ।

শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা অবলা,
আইল রাধার পাশে।
যদি স্বতন্তরে, তথাপি রাধারে,
পরাণ অধিক বাসে॥
দেখি সুবদনী, উঠিল অমনি,
মিলিল গলায় ধরি।
কতনা যতনে, রতন আসনে,
বসায় আদর করি॥
রাই মুখ দেখি, হয়ে মহাসুখী,
কহয়ে কৌতুক কথা।
রজনী বিলাস, শুনিতে উল্লাস,
অমিয় অধিক গাথা॥
হাস পরিহাসে, রসের আবেশে,
মগন হইলা রাধা।
চণ্ডিদাস বাণী, নিশির কাহিনী,
শুনিতে লাগয়ে সাধা॥ ৭৮॥

ললিত।

আজুক শয়নে, ননদিনী সনে,
শুতিয়া আছিলুঁ সই।
যে ছিল মরমে, বধূর ভরমে,
মরক তাহারে কই॥
নিঁদের আলসে, বঁধূর ধাধসে,
তাহারে করিলুঁ কোরে।
ননদী উঠিয়া, রুষিয়া কহিছে,
বঁধূয়া পাইলি কারে॥
এত চীটপণা, জানে কোন জনা,
বুঝিলুঁ তোহারি রীত।
কুলবতী হয়ে, পর পতি লয়ে,
এমতি করহ নিত॥
যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়ানে দেখিলুঁ তাই।
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর,
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥
নিঠুর বচনে, কাঁপিছে পরাণ,
মরিয়া রহিলুঁ লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি, গরবেতে থাকি,
সঘনে আমাকে যজে॥
এক হাতে সখি, কচালিয়া আঁখি,
নয়ানে দেখিয়ে আর।
চণ্ডিদাস কয়, কিবা কুলভয়,
কানুর পিরীতি যার॥ ৭৯॥

ললিত।

আর একদিন সখি শুতিয়া আছিলুঁ।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিলুঁ॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া॥
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধ ভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণী।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি॥
কেমনে এড়াব সখি তাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥৮০॥

গান্ধার।

সাত পাঁচ সখীসঙ্গে,বসিয়া ছিলাম রঙ্গে,
হেনকালে পাপ ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে, তার কাছে ডাকে,
বলে আইসহ শ্যাম সোহাগিনী॥
রাধা বিনোদিনি! তোমারে বলিতে কি।
চাই, দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি॥
তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,
গিয়াছিলে নাকি একা।
শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,
হৈয়াছিল নাকি দেখা॥
সেই দিন হতে, সেইত পথেতে,
করে নাকি আনাগণা।
রাধা রাধা বলি, বাজায় মুরলী,
তাহে হৈল জানা শুনা॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
তা সঞে কহিতে কথা।
কেশ ছিড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥
একি পরমাদ, দেয় পরিবাদ,
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর চরচায়, যে থাকে সদায়,
সাপে খাক্ তার বুকে॥
গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এত দিন বসি মোরা।
কভু না জানিলুঁ কভু না শুনিলুঁ,
শ্যাম কাল কি গোরা॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারী, বড় নাম ধরি,
তাহে বড়ুয়ার বৌ।
নিরমল কুলে, এ কথা যে তুলে,
সে নারী গরল খাউ॥
চিত দৃঢ় করি, থাকলো সুন্দরী,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
বড়ুচণ্ডিদাস বলে॥ ৮১॥

সুহই।

একদিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বঁধুর কথা পড়ি গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে থরহরি॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিলুঁ বিপাকে আর না দেখি উপায়॥

ননদী বোলয়ে হেঁলো কি না তার হৈল।
চণ্ডিদাস বলে উহার কপালে যা ছিল ॥

সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডিদাস কহে ধনি সব পরমাণ ॥ ৮৪ ॥

শ্রীরাগ।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয় তাহার চিতে স্বতন্তরী নই ॥
তাহার গলার, ফুলের মালা,
আমার গলায় দিল।
তার মত, মোরে করি,
সে মোর মত হৈল ॥
তুমি সে আমার, প্রাণের অধিক,
তেঞি সে তোমারে কই।
এ যে কাজ, কহিতে লাজ,
আপন মনেই রই ॥
তাহার প্রেমের, বশ হইয়া,
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডিদাস, কহয়ে ভায়,
বালাই লৈয়া মরি ॥ ৮৩ ॥

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা ॥
এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঁয়াই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হৈল কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায় ॥

সিন্ধুড়া।

আমি যাই যাই বলি বোলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল ॥
পদ আধ যায় পিয়া, চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া ॥
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটুবোলে ॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহুত।
চণ্ডিদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহুক ॥৮৫॥

মল্লার।

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে,
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
সই কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে, সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলিল মোরে ॥
ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈলুঁ।
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া,
কতনা যাতনা দিলুঁ ॥
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া,
মোর মনে হেন করে।

কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
আনল ভেজাই ঘরে ॥
আপনার দুখ, সুখ করি মানে,
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডিদাস কহে, বধুর পিরীতি,
শুনিয়া জগৎ সুখী ॥ ৮৬ ॥

স্বপ্নরসোদ্গারানুরাগ।

পরাণ বঁধূকে, স্বপনে দেখিলুঁ,
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাশার বেসর, পরশ করিয়া,
ঈষৎ মধুর হাঁসে ॥
পিঙল বরণ, বসন খানি,
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটি বাহুতে,
রাখিয়া শুতল কাছে ॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া,
বঁধুয়া কয়ল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি,
পরাণ পাইলুঁ বোলে ॥
অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন,
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল,
জাগিয়া হইলুঁ হারা ॥
কপোত পাখীরে, চকিতে বাটুল,
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডিদাস কহে, এমতি হইলে,
আর কি পরাণ রয় ॥ ৮৭ ॥

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিভাষ।

একলি মন্দিরে, আছিলা সুন্দরী,
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহু তাহার, পরশি না ভেল,
এ বড়ি মরম ধন্দ ॥
সজনি, পাওল পিরীতি ওর।
শ্যাম সুন্দর, পিরীতি শেখর,
কঠিন হৃদয় তোর ॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ,
দেখিতে অধিক জোরি।
বিবিধ কুসুমে, বাঁধিল কবরী,
শিথিল না ভেল তোরি ॥
এমন কমল, বিমল মধুর,
না ভেল পুলক সাজ।
হেরইতে বলি, কবরী হেরলী,
বুঝি না করলি কাজ ॥
কিয়ে ঋতুপতি, বসতি বিষয়,
তেজিয়া দেয়লি ভঙ্গ।
চণ্ডিদাস কহে, এদোষ কাহার,
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ ॥ ৮৮ ॥

সওয়ারি।

নিতুই নূতন, পিরীতি দুজন,
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাঢ়য়,
পরিণামে নাহি ক্ষয় ॥
সখি হে! অদ্ভুত দুঁহুক প্রেম।

এত দিন ঠাঞি, অবধি না পাই,
ইথে কি কষিল হেম ॥
উপমার গণ, সব কৈল আন,
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
একি অপরূপ, তাহার স্বরূপ,
সবারে করিল অন্ধ ॥
চণ্ডিদাস কহে, দুঁহু সম নহে,
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে, হেন কোন জনে,
শুনি না দরবে চিত ॥ ৮৯ ॥

সুহই।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধব আপনা আপনি ॥
দুঁহু কোরে দুঁহু কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে ॥
চাতক জলদি কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি সেই নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডিদাস কহে ॥ ৯০ ।

সুহই।

একে কুলবতী ধনী, তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা ॥
অকথন বেয়াধি এ, কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায় ॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলে শ্যাম কহ দেখি সখি ॥
চণ্ডিদাস কহে কান্দ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়েতোরহৃদয়েজাগিয়া।

কুঞ্জ বর্ণন।

ধানশী।

শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি,
উজোর সকল বন।
মল্লিকা মালতী, বিকসিত তথি,
মাতল ভ্রমরাগণ ॥
তরুমূলে ডাল, ফুল ভরি ভাল,
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা, জগ মনোলোভা,
ভুলিল নাগর রায় ॥
নিধুবনে আছে, রতন বেদিকা,
মণি মাণিক্যেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু,
তাহাতে হীরার ছাঁদা ॥
চারি পাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা,
গাঁথনী আঁটনি কত।

তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জ কুটীর,
নিরমাণ শত শত ॥
নেতের পতাকা, উড়িছে উপরে,
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্যস্থল, দেব অগোচর,
কি কহিব তার আভা ॥
মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা,
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডিদাস বলে, অতি অপরূপ,
নাহিক তাহার পর ॥ ৯২ ॥

শ্রীরাস বর্ণন।

কামোদ।

রমণী মোহন, বিলসিতে মন,
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে,
রমিতে বরজ ধনী ॥
মধুর মুরলী, পূরে বনমালী,
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর, বনের ভিতর,
বাজায় কতেক তান ॥
অমিয়া নিছনি, বাজিছে সঘন,
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল, রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত ॥
শ্রবণে যাইয়া, রহিল পশিয়া,
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী,
যেন ভেল সুখ রাশি ॥
আনন্দে অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহকর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত,
সকল করিল বাধে ॥
রাইয়ের আগেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান,
কেমন করিছে প্রাণী ॥
সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী, হইল বাউরী,
হরিল কুলের লাজে ॥
কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখীর সহিত,
কহিতে রভস রঙ্গ ॥
কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি বেসালী।
ত্যজি আবর্ত্তন, হল আগুয়ান,
ঐছন সে গেলা চলি ॥
কেহ শিশু লয়ে, কোলেতে করিয়া,
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে,
শিশু মুরলীর গান ॥
কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া,
নয়নে আছিল নিদ।
যেমন চোরা, হরণ করিল,
মানসে কাটিল সিদ ॥
কেহ বা আছিল, রন্ধন করিতে,
তেমতি চলিয়া গেল।

কৃষ্ণমুখী হৈয়ে, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল ॥
সকল রমণী, ধাইল অমনি,
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
মিলল শ্যামের সনে ॥
ব্রজনারীগণে, দেখিয়া তখন,
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস বিলসন, করিল রচন,
দ্বিজ চণ্ডিদাস গায় ॥ ৯৩ ॥

কুঞ্জ ভঙ্গ।

ললিত।

পদ উধ কাক, কোকিলের ডাক,
জানিল রজনী শেষ।
ত্বরিতে নাগরী, গেলা নিজ ঘরে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
অবশ আলসে, ঠেসনা বালিসে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন ভূষণ, হয়েছে বদল,
তখনি উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছা তোলে পরিবাদ।
জানিলে এখন, হইবে কেমন,
বড় দেখি পরমাদ ॥
চণ্ডিদাস কহে, শুনলো সুন্দরী,
তুমি বড়ুয়ার বহু।
শ্যামের মোহন, গুণের কারণ,
লখিতে নারিবে কেহু ॥ ৯৪ ॥

ধানশী।

প্রভাতের কাক, কোকিল ডাকিল,
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর, ত্বরিতে গেল যে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
সই! তোরে সে বলিয়ে কথা।
সে বঁধু কালিয়া, না গেল বলিয়া,
মরমে রহল ব্যথা ॥
রহিয়া আলিসে, ঠেসনা বালিসে,
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।
বসনে বসনে, বদল হৈএগছে,
এখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছা করে পরিবাদ।
ইহাতে এমন, করিব কেমন,
কি হৈল পরমাদ ॥
চণ্ডিদাস কহে, মনের আহ্লাদে,
শুনহে রসিক জন।
সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার,
মিলয়ে পিরীতি ধন ॥ ৯৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার।

সিন্ধুড়া।

আজুকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি,
করিল বিবিধ রস।
রসের সাগরে, ডুবাইল মোরে,
বিহানে চলিল বাস ॥
শুন হে সুবল সখা।

সে হেন সুন্দরী, গুণের আগরী,
পুন কি পাইব দেখা ॥
মদনে আগুলি, গলে গলে মিলি,
চুম্বন করিল যত।
কেশ বেশ যদি, বিথার হইল,
তাহা বা কহিব কত ॥
অশেষ বিশেষ, বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে, হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাসরি তারে ॥
চণ্ডিদাসে কহে, শুনহে নাগর,
এ বড় লাগল ধন্ধ।
সে রাধা রমণী, রস শিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ ॥ ৯৬ ॥

শ্রীরাধার রসোদ্গার।

ধানশী।

রজনী বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ বদন চাই ॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে।
ঢুলিয়া পড়ল সখীর কোরে ॥
নয়নের জলে ভাসয়ে মুখ।
দেখি সখি কহে কহনা দুখ ॥
ফুপাঁয়ে ফুপাঁয়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডিদাস নাগর ধান্ধা ॥ ৯৭ ॥

সুহই।

কহে সুবদনী, শুন গো সজনি,
দুখ কি বলিব আর।
কি করি এখন, জুড়াই জীবন,
বদন দেখিব তার ॥
তাহার আরতি, কিবা দিবা রাতি,
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ, ফাটে মোর বুক,
গুমরে গুমরে মরি ॥
সহেনাক আর, করি অভিসার,
আমি হই বলরাম।
যশোদা মন্দিরে, যাইব সত্বরে,
ভেটিব নাগর কান ॥
শুনিয়া ললিতা, হাসি কহে কথা,
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডিদাস ভণে, যশোদা যতনে,
সঁপিবে তোমার করে ॥ ৯৮ ॥

শ্রীরাধার রাখাল বেশ।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আল।
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল ॥
তাহার, ইন্দ্রনীল মণিকান্ত তনু।
এ ত নহে নন্দ সুত কানু ॥
ইহার, রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোন দেশে ছিল ॥
কেন বনা'ল হেন রূপ খানি।
ইহার, বামে দেখি চিকণ বরণী ॥
নীল উজলি নীল মণি।
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী ॥

সখীগণ করে ঠারা ঠারি।
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথা গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডিদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥ ৯৯॥

অন্য প্রকার রাই রাখাল।

ধানশী।

বঁধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেন্ধে যাব চলে যেথা কমল আঁখি॥
বিপিনে ভেটিব যেয়ে শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে॥
চূড়াটী বান্ধহ শিরে যত সখীগণ।
পীত ধড়া পর সবে আনন্দিত মন॥
চণ্ডিদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
নয়ানে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি॥১০০॥

সুহই।

কেহ হও দাম, শ্রীদাম সুদাম,
সুবলাদি যত সখা।
চল সবে বনে, নটবর সনে,
কাননে করিব দেখা॥
পর পীত ধড়া, মাথে বান্ধ চূড়া,
বেণু লহ কেহ করে।
হারে রে রে বোল, কর উর্দ্ধ রোল,
যাইব যমুনা তীরে॥
পর ফুলমালা, সাজাই অবলা,
সবারে যাইতে হইবে।
দাম বসুদাম, সাজ বলরাম,
যাইতে হইবে সবে॥
যোগমায়া তখন, কহিছে বচন,
রাখাল সাজহ রাই।
চণ্ডিদাস ভণে, দেখিগে নয়নে,
আমি সঙ্গে তব যাই॥ ১০১॥

ধানশী।

যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥
সাজিল রাখাল বেশ রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥
বলরামের শিঙ্গা হেলে বলে রাম কানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু॥
চণ্ডিদাসে বলে যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী॥ ১০২॥

বরাড়ী।

আনন্দিত হয়ে সবে পূরে শিঙ্গা বেণু।
পাতাল হইতে উঠে নবলক্ষ ধেনু॥
চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা করে।
তা দেখিয়া আনন্দিত সবার অন্তরে॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়নে।
হংস বাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে॥
বৃষভ বাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখ বাদ্য করে নাচে দিয়া করতালি॥
চণ্ডিদাসের মনে আন নাহি ভায়।
দেখিয়া সবার রূপ নয়ান জুড়ায়॥ ১০৪॥

গায়ে রাঙ্গামাটী, কটিতটে ধটি,
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর, বাজে সবাকার,
গলে গুঞ্জা মালা বেড়া॥
সবাকার কুচ, হইয়াছে উচ,
এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল, গাঁথি শত দল,
সবাই গাঁথিল মালা॥
ঠারে ঠারে চূড়া, গলে দিল মালা,
আসিয়ে পড়েছে বুকে।
ফুলের চাপানে, কুচ ঢাকা গেল,
চলিল পরম সুখে॥
কেহ পীত ধটী, কেহ লয়ে লাঠি,
গর্জ্জন শবদ দেয়।
চণ্ডিদাস ভণে, গহন কাননে,
শ্যাম ভেটিবারে যায়॥ ১০৪॥

বিভাব।

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
শাওলী ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল॥
কোন গ্রামে বসতি রে কোন গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিয় অন্তর॥
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল।
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিহ্বল॥
রাধা অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়
আপদ মস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়॥

ললিতা হাসিয়া বলে শুন শ্যাম ধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥
চণ্ডিদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনী।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণী॥১০৫

প্রবাস।(১)

নিকট প্রবাস—গোষ্ঠবিহার।

কামোদ।

ব্রজ কুলবালা, রাজ পথে আইলা,
লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখীগণ, আর বলরাম,
শ্রীদাম সুদাম ভাল॥
সুবল সঙ্গেতে, তার কান্দে হাত,
আরোপি নাগর রায়।
হাসিতে হাসিতে, সঙ্কেত বাঁশীতে,
এই দুই আখর গায়॥

---

(১) পূর্ব্ব সঙ্গতয়ে র্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভি।
ব্যবধানন্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে।
পূর্ব্ব সঙ্গত নায়ক নায়িকার দেশান্তরাদি হইতে যে বিচ্ছেদ হয়, তাহাকেই প্রবাস বলে।

বুদ্ধি পূর্ব্ব ও অবুদ্ধি পূর্ব্ব ভেদে সেই প্রবাস দ্বিবিধ। কার্য্যানুরোধে দূর গমনকে বুদ্ধি পূর্ব্ব বলে, সেই গমন আবার দুই প্রকার যথা; কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন,—
"কিঞ্চিদ্দূরে ব্রজাদ্বৃন্দাবন প্রদেশ।
সুদূরে ব্রজান্মথুরা দ্বারকাদৌ।"
অর্থাৎ ব্রজ হইতে গোচারণাদি নিমিত্ত বৃন্দাবন প্রদেশে গমন, ইহার নাম কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস। ব্রজ হইতে মথুরা দ্বারকাদি গমনকে সুদূর প্রবাস বলা যায়।

এ কথা আনেতে, না পারে বুঝিতে,
স্থবল কিছু সে জানে।
হৈ হৈ বলি, রাজ পথে চলি,
গমন করিছে বনে॥
গবাক্ষে বদন, দিয়া প্রেমময়ী,
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোঁহার নয়নে, নয়ন মিলিল,
হৃদয়ে হৃদয় ধরে॥
দেখিতে শ্রীমুখ, মণ্ডল স্থন্দর,
ব্যথিত হইলা রাধা।
এ হেন সম্পদ, বনে পাঠাইতে,
তিলেক না করে বাধা॥
কেমনে যশোদা, মায়ের পরাণ,
পুতলী ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রয়েছে, গৃহমাঝে বসি,
চণ্ডিদাসে কহে ইহা॥ ১০৬॥

দূর প্রবাস—ধানশী।

পথিরে মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি, পুন না আসিল,
কুলিশ পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আশে, লিখিলুঁ দিবসে,
খোয়ালুঁ নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে,
দু আঁখি হইল অন্ধ॥
এ ব্রজমণ্ডলে, কেহ কি না বলে,
আসিবে কি নন্দলাল।
মিছা পরিহার, তেজিয়া বিহার,
রহিব কতেক কাল॥
চণ্ডিদাস কহে, মিছা আসা আশে,
থাকিব কতেক দিন।
যে থাকে কপালে, করি একে কালে,
মিটা'ব আখর তিন॥ ১০৭॥

স্থহই।

কান্নু অঙ্গ পরশে শীতল হব কবে।
মদন দহন জ্বালা কবে সে ঘুচিবে॥
বয়ানে বয়ান হরি কবে সে ধরিবে।
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে॥
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে।
দুখ দশা ঘুচি তবে স্থখ উপজিবে॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে।
চণ্ডিদাসের মনোদুখ তবে সে ঘুচিবে॥১০

ধানশী।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাঁটা,
তাহারে কেমনে রাখি॥
জোয়ারের পাণি, নবীন যৌবন,
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন, বিফলে গোঙালুঁ,
বঁধু ফিরে নাহি এল॥

যাও সহচরি, জানিয়া আইসহ,
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি,
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস ॥ ১০৯ ॥

সিন্ধুড়া।

সখিরে, বরষ বহিয়া গেল, বসন্ত আওল,
ফুটল মাধবীলতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরে,
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা ॥
আমার মাথার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহা নব যৌবন, পরশ রতন ধন,
কাচের সমান ভেল ॥
কোন্‌সে নগরে, নাগর রহল,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে,
লুবধ ভ্রমর মোর ॥
যাও সহচরি, মথুরা মণ্ডলে,
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে, আইসে না আইসে,
জানিয়া আইস হেথা ॥
বিধুমুখী বোলে, সহচরী বলে,
নিদয় নিঠুর পাশ।
সহচরি সনে, ভণয়ে ভৎসয়ে,
কবি বড়ু চণ্ডিদাস ॥ ১১০ ॥

কানড়া।

সখি! কহিব কানুর পায়।
সে সুখ সাগর, দৈবে শুখাওল,
তিয়াষে পরাণ যায় ॥
সখি! ধরিব কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি,
মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি! যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে, করিলুঁ ভাবনে,
বিধি সে করল বাদ ॥
সখি! হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন, হৃদয়ে দ্বিগুণ,
সহন নাহিক যায় ॥
সখি! বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে, আইসে করিবে,
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণ ॥ ১১১ ॥

মাথুর।

ধানশী।

শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি,
রাই, ধরিল নয়ান ফান্দে।
হৃদয় পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে,
মনোহি শিকলে বান্ধি ॥
প্রেম সুধা নিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি,
ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥
এখন, হয়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আঁকুশি,
পলায়ে এসেছে পুরে।

সন্ধান করিতে, পাইলুঁ শুনিতে,
কুবুজা রেখেছে ধরে ॥
কহে, চণ্ডিদাস দ্বিজে, তব ভজবিজে,
পেতে পারে কিনা পারে ॥ ১১২ ॥

সুহিনী।

হে কুবুজার বন্ধু।
পাসরেছ রাই মুখ ইন্দু ॥
হে পাগ ধারি।
পাসরেছ নবীন কিশোরী ॥
রাই পাঠাল মোরে।
দাস খত দেখাবার তরে ॥
যাতে মোরা আছি সাখী।
পদতলে নাম দিলে লেখি ॥
তুমি ব্রজে যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে ॥
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে ॥ ১১৩ ॥

শ্রীরাগ।

বিরহ কাতরা, বিনোদিনী রাই,
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া, আসিলুঁ হেথায়,
কহিতে তোঁহারি কাছে ॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এইক্ষণে, রাধার শপথ,
আর না করিও দেরি ॥
কালিন্দী পুলিনে, কমলের শেজে,
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখী অঙ্গে, লিখে শ্যাম নাম,
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥
কেহ কেহ তোর, বঁধুয়া আসিল,
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন, চৌদিকে নেহারে,
দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥
যখন হইলুঁ, যমুনা পার
দেখিলু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলে
রাই দেহ হরি বলি ॥
দেখিতে যদ্যপি, সাধ থাকে তব
ঝাট চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডিদাসে, বিলম্ব হইলে
আর না দেখিবে রাই ॥ ১১৪ ॥

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল, পিরীতি করিতে
মনে যদি এত ছিল ॥
ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস
না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলি, অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ ॥
অগাধ জলের, মকর যেমন
না জানে মিঠ কি তিত।
সুরস পায়স, চিনি পরিহরি
চিটাতে আদর এত ॥

চণ্ডিদাস ভণে, মনের বেদনে,
কহিতে পরাণ ফাটে।
তোমার, সোণার প্রতিমা,ধূলায়গড়াগড়ি,
কুবুজা বসিল খাটে ॥ ১১৫ ॥

—

বেলাবেলী।

রাইয়ের দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে ॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী ॥
অব, যতনে ধৈরজ ধরি।
বরজ গমন ইছিল হরি ॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার।
সখী পাঠাঅল কহিয়া সার ॥
এখনি আসিছি মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব না ভাব চিতে ॥
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়।
বড়ু চণ্ডিদাস তাহাই গায় ॥ ১১৬ ॥

—

ভাব সম্মিলন।

ধানশী।

সই! জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে, তুরিতে আওব,
কপাল কহিয়া গেল ॥
চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে,
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে,
দুলিছে হিয়ার হার ॥
প্রভাত সময়ে, কাক কোলা কুলি,
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, নাম সুধাইতে,
উড়িয়া বসিল তায় ॥
মুখের তাম্বুল, খসিয়া পড়িছে,
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডিদাস কহে, সব সুলক্ষণ,
বিহি ভেল অনুকূল ॥ ১১৭ ॥

—

বেলাবেলী।

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলিল আসিয়া হৃদয়ে জান ॥
যাহার যেমত পিরীতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া ॥
মথুরা হইতে এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি ॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা ॥
কোলেতে করিয়া নয়ান জলে।
সেচন করিয়া কান্দিয়া বলে ॥
আর দূর দেশে না যাবে তুমি।
মরিব তবে এবারে আমি ॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ ॥
ঐছন মিলিল সকল সখা।
আর কত জন কে করু লেখা ॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াইল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে ॥
তখন বুঝিয়া সময় পুন।
আওল যমুনা তীরক বন ॥

রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী।
বড়ু চণ্ডিদাস কহয়ে সতি ॥১১৮॥

সুহই।

শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলিল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইলুঁ বলি,লইয়া হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না সহে অবকাশ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইলচাঁদ, পাতিয়া পিরীত ফাঁদ,
কমলিনী পাইল মধুপ॥
রসভরে দুঁহু তনু, থর থর কাঁপই,
ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহুঁক মিলনে আজি, নিভাওল আনল,
পাওল বিরহক ওর (১)॥
রতন পালঙ্কপরে, বৈঠল দুহুঁজন,
দুহুঁমুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।
হরষ সলিল (১) ভরে, হেরই না পারই,
অনিমিষে রইল ধন্দে॥
আজি মলয়ানিল, মৃদু মৃদু বহত,
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।
ভাব ভরে গদগদ, চামর চুলাওত,
পাশে রহি চণ্ডিদাস॥ ১১৯॥

নিবেদন।

সুহই।

শুন শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া, যে সুখে আছিলুঁ,
নিবেদিয়ে তুয়া পায়॥
কি জানি কি ক্ষণে, কুমতি হইল,
গৌরবে ভরিয়া গেলুঁ॥
তোমা হেন বঁধু, হেলায় হারায়ে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মলুঁ॥
জনম অবধি, মায়ের সোহাগে,
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ, দেখে প্রাণ সম,
পরাণ বঁধুয়া তুমি॥
সখীগণে কহে, শ্যাম সোহাগিনী,
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব, তুহুঁ বাড়াওলি,
অব টুটাওব কে॥
তোমারি গরবে, গরবিণী হাম,
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডিদাস কহে, এমতি নহিলে,
পিরীতি কিসের সুখ॥ ১২০॥

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
অনেক পুণ্যফলে, গৌরী আরাধিয়ে,
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কিক্ষণে, দেখা তব সনে,
তেজিঞে সে পরাণে মরি॥
বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন ধনে,
বিধি মিলাওল আমি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
অধিক করিয়া মানি॥

---

(১) বিরহক ওর—বিরহের সীমা—অন্ত।
(২) হরষ সলিল—প্রেমাশ্রু।

গুরু গরবেতে, তারা বলে কত,
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে, গোকুল নগরে,
দুকুল হইল হাসি॥
চণ্ডিদাস বলে, শুনহ নাগর,
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের, চূড়ামণি হ'য়ে,
সদাই অন্তরে থাক॥ ১২১॥

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া,
নিচয়ে হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া ছিলাম, এতিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই;
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দুটী কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলুঁ, প্রাণনাথ বিনু,
গতি যে নাহিক আর॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাস কহে, পরশ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি॥ ১২২॥

সুহই।

শুন হে চিকণ কালা।
বলিব কি আর, চরণে তোমার,
অবলার যত জ্বালা॥
চরণ থাকিতে, না পারি চলিতে,
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে, তব কাছে এলে,
লোকে করে অপযশ॥
বদন থাকিতে, না পারি বলিতে,
তেঞি সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে, সদা দরশন,
না পেলেম নবীন শ্যাম॥
অবলার যত, দুখ প্রাণনাথ,
সব থাকে মনে মনে।
চণ্ডিদাস কয়, রসিক যে হয়,
সেই সে বেদনা জানে॥ ১২৩॥

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলি জানহে তুমি॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা,
আনন্দে ভাসিয়ে নিতি।

তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে,
বুঝিতে না পারি রীতি ॥
মায়ের যেমন, বাপের তেমন,
তেমতি বরজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে,
সে সব গোচর তোরে ॥
সতী বা অসতী, তাহে মোর পতি,
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোমারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি ॥
চণ্ডিদাস বলে, শুনহ সকলে,
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া, বচন কহিলে,
তুলনা নাহিক তার ॥ ১২৪ ॥

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে, পিরীতি করিয়া,
রহিতে না দিলি ঘরে ॥
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব,
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দ নন্দন,
তোমারে করিব রাধা ॥
পিরীত করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া, মুরলী বাজাব,
যখন যাইবে জলে ॥
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইয়া,
সহজে কুলের বালা।
চণ্ডিদাসে কয়, তখনি জানিবে,
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥ ১২৫ ॥

সুহই।

শুনহ সুনাগর, করি যোড়কর,
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর মেনে, ভাঙ্গে নাহি যেনে,
নবীন পিরীত খানি ॥
কুলশীল জাতি, ছাড়ি নিজ পতি,
কালি দিয়ে দুই কুলে।
এ নব যৌবন, পরশ রতন,
সঁপেছি চরণ তলে ॥
তিনহি আখর, করিয়ে আদর,
শিরেতে লয়েছি আমি।
অবলার আশ, না কর নৈরাশ,
সদাই পূরাবে তুমি ॥
তুমি রসরাজ, রসের সমাজ,
কি আর বলিব আমি।
চণ্ডিদাস কহে, জনমে জনমে,
বিমুখ না হও তুমি ॥ ১২৬ ॥

সুহই।

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোহাঁরে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনী,
না জানি ভজন পূজন ॥

পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডিদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণ খানি॥ ১২৭॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

রাই! তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমার কারণে,
বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে,
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোর, চারি দিক হেরি,
যেমত চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তবপ্রেমে হৈয়া ভোর॥
চণ্ডিদাস কয়, ঐছন পিরীতি,
জগতে আর কি হয়।
এমন পিরীতি, না দেখি কখন,
কখন হবার নয়॥ ১২৮॥

সুহই।

শ্রীরাধিকার উক্তি।

অনেক সাধের, পরাণ বঁধুয়া,
নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণির, মালাটী গাঁথিয়া,
হিয়ার মাঝারে লব॥
তুমি হেন ধন, দিয়া যে যৌবন,
কিনেছি বিশাখা জানে।
কেনা ধনে আর, অধিকার কার,
এ বড় গৌরব মনে॥
বাড়িতে বাড়িতে, ফল না বাড়িতে,
গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে, ভূমে না ফেলাও,
এই নিবেদন তোরে॥
এই নিবেদন, গলায় বসন,
দিয়া কহি শ্যাম রায়।
চণ্ডিদাস কয়, জীবনে মরণে,
না ঠেলিবে রাঙ্গা পায়॥ ১২৯॥

সুহই।

প্রাণ বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া,
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥

শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে,
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন, জীবন যৌবন,
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি, হয় শত কোটি,
সকলি করিবে ক্ষমা॥
না ঠেলিও বলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোমা বঁধু বিনে,
আর নাহি কেহ মোর॥
তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি,
তবে সে যে মরি আমি।
চণ্ডিদাস ভণে, অনুগত জনে,
দয়া না ছাড়িও তুমি॥ ১৩০॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সুহই।

আর এক বাণী, শুন বিনোদিনী,
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন, কিছুই না জানি,
সদাই ভাবি হে তোরে॥
ভজন সাধন, করে যেই জন,
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন, তোমার চরণ,
তুমি রসময়ী নিধি॥
নব সন্নিপাতি, দারুণ বিয়াধি,
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সায়রে, ডুবায়ে আমারে,
অমর করহ তুমি॥
যেবা কিছু আমি, সব জান তুমি,
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া, নায়ে কড়ি দিয়া,
ডুবে কি হইব পার॥
বিপদ পাথার, না জানি সাঁতার,
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডিদাসে,
যে হয় উচিত তোর॥ ১৩১॥

শ্রীরাধিকার উক্তি।

ভূপালী।

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে!
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলেত ভাল॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
সে সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পেলাম কোরে॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডিদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥১৩২॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সুহই।

জপিতে তোমার নাম, বংশীধরি অনুপাম,
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেমসাধি গোরি,আইলুঁ গোকুলপুরী,
বরজ মণ্ডলে পরকাশ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগশত, গুণ গাই অবিরত,
গাইয়া করিতে নারি শেষ॥
গঞ্জন বচন তোর, শুনি সুখের নাহি ওর,
সুধাময় লাগয়ে মরমে।
তরল কমল আঁখি, তেরছ নয়নে দেখি,
বিকাইলুঁ জনমে জনমে॥
তোমা বিনু যেবা যত,পিরীতি করিলুঁ কত,
সে পিরীতে না পূরল আশ।
তোমার পিরীতে বিনু,স্বতন্ত্র না হৈলতনু,
অনুভবে কহে চণ্ডিদাস॥ ১৩৩॥

শ্রীরাধিকার উক্তি।

সুহই।

শ্যাম সুন্দর, শরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন,
শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন,
শ্যাম দাসী হলো রাধা॥
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥
কোকিল ভ্রমর, করে পঞ্চস্বর,
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে, রাখিহ শ্যামেরে,
দ্বিজ চণ্ডিদাসে বোলে॥১৩৪॥

সুহিনী।

শ্যাম ছাড়িয়া না দিব তোরে।
পরাণ যেখানে, রাখিব সেখানে,
এমন মন মোর করে॥
লোক হাসি হউ, কুল জাতি যাউ,
তবু না ছাড়িয়া দিব।
তোমা হেন নিধি, ঘটাইছে বিধি,
আর তোমা কোথা পাব॥
কাহারে কহিব, কেবা পাতাইব,
আমার জ্বালা যে যত।
তোমার লাগিয়া, এতেক সহিয়া,
নহে পরমাদ হতো॥
রাধার বচন, শুনি সুনাগর,
গদ গদ ভেল দেহা॥
আমি সে তোমার, প্রেমে আছি বশ,
মরমে বাঁধিলে লেহা॥
চণ্ডিদাস কহে, সেত এক হয়,
হয় বা না হয় ভিন্নু।
বিরলে বসিয়া, দুহুঁ মিশাইয়া,
গড়ল একই তনু॥ ১৩৫॥*

---

* এই চিহ্নিত পদ পূর্ব্বে কখন মুদ্রিত হয় নাই। পাতাইব—প্রত্যয় করিব।

কামোদ।

শ্যাম আর কি বলিব আমি।
তোমা হেন ধন, অমূল্য রতন,
তোমার তুলনা তুমি॥
তুমি বিদগধ, গুণের সাগর,
রূপের নাহিক সীমা।
গুণে গুণবতী, বাঁধিছে পিরীতি,
অখল ব্রজের রামা॥
জাতি কুল দিয়া, আপনি নিছিয়া,
শরণ যে লইয়াছি।
যে কর সে কর, তোমার বড়াই,
এ দেহ তোরে সঁপিয়াছি॥
অনেক আছয়ে, আন জনার কত,
আমার কেবল তুমি।
ও দুটি চরণ, শীতল দেখিয়া,
শরণ লয়েছি আমি॥
চণ্ডিদাস বলে, শুন হে বিনোদ,
রাধারে না হও বাম।
লোক মুখে শুনি, তোমার মহিমা,
শরণ পঞ্জর নাম॥ ১৩৬॥*

সিন্ধুড়া।

তোমার পিরীতি, কি জানি কি রীতি,
অবলা কুলের বালা।
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিলুঁ,
পরিণামে পাছে হয় জ্বালা॥

* এই চিহ্নিত পদ পূর্ব্বে কখন মুদ্রিত হয় নাই।

অবলা জনার, দোষ না ধরিবে,
তিলে কত হয় দোষ।
তুমি কৃপা করি, দয়া না ছাড়িবে,
মোরে না করিবে রোষ॥
তুমি সে পুরুষ, ভুবন শকতি,
সকলি সহিতে হয়।
কুল কামিনীর, হেলা বাড়াইয়া,
ছাড়িতে উচিত নয়॥
তিলেক না দেখিয়া, ও চাঁদ বদন,
মরমে মরিয়া থাকি।
হয় নয় ইহা, দেখ শুধাইয়া,
চণ্ডিদাস আছে সাথী॥ ১৩৭॥*

ওহে শ্যাম তুমি নিদারুণ নও।
তোমার কারণে, এত পরমাদ,
নিচয় করিয়া কও॥
মনের বেদন, কহিতে কহিতে,
দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।
যেমন দাড়িম, ফাটিয়া পড়য়ে,
এমতি করিছে বুক॥
যদি বা কখন, কান্দি কোন ছলে,
শাশুড়ী ননদী তারা।
শ্যাম নাম ধরি, কান্দি কলঙ্কিনী,
এমতি তাহার ধারা॥
হেন করে মন, শুনি কুবচন,
গরল খাইয়া মরি।

* এই চিহ্নিত পদ পূর্ব্বে কখন মুদ্রিত হয় নাই।

তাহে নাহি দায়, শুন শ্যাম রায়,
তোমারে ছাড়িতে নারি ॥
তোমা হেন ধনে, ছাড়িব কেমনে,
তোমা কারে দিয়া যাব।
চণ্ডিদাস বলে, বিদগধ তোমা,
আর কোথা গেলে পাব ॥ ১৩৮ ॥*

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সুহই।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী নয়ন তারা ॥
গৃহমাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধা ময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধা ময় হলো আঁখি ॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে ॥
শ্যামের বচন, মাধুরী শুনিয়া,
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডিদাস কহে, দোঁহার পিরীতি,
পরাণে পরাণে বাঁধা ॥ ১৩৯ ॥

সুহই।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী চরণ সার ॥
শয়নে স্বপনে, গমনে কিশোরী,
ভোজনে কিশোরী আগে ॥
করে করে বাঁশী, ফিরে দিবা নিশি,
কিশোরীর অনুরাগে ॥
কিশোরী চরণে, পরাণ সঁপেছি,
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখহে কিশোরী, অনুগত জনে,
করোনা চরণ ছাড়া ॥
কিশোরী দাস, আমি পীতবাস,
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি, আমারে ভজয়ে,
বিফল ভজন তার ॥
কহিতে কহিতে, রসিক নাগর,
তিতল নয়ন জলে।
চণ্ডিদাস কহে, নবীন কিশোরী,
বঁধূরে করিল কোলে ॥ ১৪০ ॥

কল্যাণী।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী নয়ান তারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হারা ॥
রাধে ! ভিন্ন না ভাবিহ তুমি।

---

* এই চিহ্নিত পদ পূর্ব্বে কখন মুদ্রিত হয় নাই।

সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে,
শরণ লইলুঁ আমি ॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে,
কভু না পাশরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত, করিরে মিনতি,
সকলি করিব ক্ষমা ॥
গলায় বসন, আর নিবেদন,
বলিয়ে তুঁহারি ঠাঁই।
চণ্ডিদাসে ভণে, ও রাঙ্গা চরণে,
দয়া না ছাড়িহ রাই ॥ ১৪১ ॥

প্রেমের উৎকর্ষতা।*

সই পিরীতি অক্ষর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিরে রাত দিন ॥
পিরীতি পিরীতি, সব জনা কহে,
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি,
কেবা করে পরতীত ॥
পিরীতি মন্তর, জপে যেইজন,
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতে, আপনা বেচিলুঁ,
নিছি দিলুঁ জাতি কুল ॥
সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল,
সে গুণে বাহিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে,
নিবারিব কিনা দিয়া ॥
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডিদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
অনল দিয়ে দুয়ারে ॥ ১৪২ ॥

সুহিনী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন অক্ষর,
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া, ছানিয়া খাইলুঁ,
তিতায় তিতিল দে ॥
সই! এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর, বসতি করিয়া,
কখন কি জানি কহে ॥
পিয়ার পিরীতি, প্রথম আরতি,
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ, শমন সমান,
দয়ার নাহিক লেশ ॥
কপট পিরীতি, আরতি বাঢ়াঞা,
মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায়, কুল রাখা দায়,
জগত ভরিল লাজে ॥
হইতে হইতে, অধিক হইল,
সহিতে সহিতে মলুঁ।
কহিতে কহিতে, তনু জর জর,
পাগলী হইয়া গেলুঁ ॥
এমতি পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।

* প্রেমের উৎকর্ষতাকেই প্রেম বৈচিত্র্য কহা যায়; যথা,—
প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশেষ ধিয়ার্ত্তি স্তৎ প্রেম বৈচিত্র্য মুচ্যতে ॥

পিরীতি পরম, দুখময় হয়,
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয় ॥ ১৪৩ ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া,
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুখের বায় ॥
কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর,
নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টল মল ॥
গুরু জন জ্বালা, জলের শিহালা,
পড়সী জীয়ল মাছে।
ফুল পাণী ফল, কাঁটা যে সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক পালায়, সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে,
সুখে দুখ দিল বিধি ॥
কহে চণ্ডিদাস, শুন বিনোদিনী,
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঁই ॥ ১৪৪ ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, একটি কমল,
রসের সাগর মাঝে।
প্রেম পরিমল, লুবধ ভ্রমর,
ধায়ল আপন কাজে ॥
ভ্রমরা জানয়ে, কমল মাধুরী,
তেঞি সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী,
আনে কহে অপযশ ॥
সই! এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে,
কেমনে ধরিবে দে ॥ ধ্রু ॥
ধরম করম, পর চরচাতে,
একথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর, যাহার মরমে,
সেই সে বলিতে পারে ॥
চণ্ডিদাসে কহে, শুনলো সুন্দরি,
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক না হ'লে,
কি ছার পরাণ তার ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মুরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গঢ়ল কে ॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটিল,
পরাণ পুতলী যথা ॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বালিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইল নহে,
হিয়ায় রহিল শেল ॥

চণ্ডিদাসের বাণী, শুন বিনোদিনী,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা ॥ ১৪৬ ॥

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে, সুধাই কাহাতে,
ঘুচাই মনের ব্যথা ॥
পিরীতি মুরতি, পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিল।
সে ধনি কতেক, জনমে জনমে,
ভাগ্য করিয়া ছিল ॥
সই! পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা ॥
যে জন যা বিনে, না রহে পরাণে,
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেন তারে, কলঙ্কিনী বলে,
অবোধ গোকুল বাসী ॥
গোকুল নগরে, কে কি না করে,
অবোধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডিদাস ভণে, মরুক সে জনে,
পর চরচায় থাকে ॥ ১৪৭ ॥

ধানশী।

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিলুঁ,
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত, দুঃখ হবে বলে,
স্বপনে নাহিক জানি ॥ ধ্রু ॥
সে হেন কালিয়া, নিঠুর হইল,
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে, যে জন ফিরয়ে,
সে এত নিঠুর কেন ॥
বল না কি বুদ্ধি, করিব এখন,
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগ দগি, পরাণ পোড়নি,
কি দিলে হইবে ভাল ॥
চণ্ডিদাস কহে, শুন বিনোদিনী,
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের, সরবস ধন,
শ্যাম সে তোমার প্রাণ ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, রন্ধন করিলুঁ,
জ্বালাতে জ্বলিল দে।
স্বাদু নহিল, জাতি যে গেল,
ব্যঞ্জন খাইবে কে ॥
সই! ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি, হেন রসবতী,
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল ॥ ধ্রু ॥
পিরীতি রসের, নাগর দেখিয়া,
আরতি বাড়ালু তাতে।

তবে সে সজনি, দিবস রজনী,
অনল উঠিল চিতে ॥
উঠিতে উঠিতে, অধিক উঠিল,
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়ে, একত্র করিয়ে,
ঐছন কানুর লেহ ॥
চণ্ডিদাস কয়, হিয়ায় সহয়,
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা,
চিরঞ্জীবি দেহ কৈল ॥ ১৪৯ ॥

শ্রীরাগ।

সুখের পিরীতি, আনন্দ যে রীতি,
দেখিতে সুন্দর হায়।
মধুর পীযূষে, মদন সহিতে,
মাখিলে সে রসময় ॥
সই! কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগে, করি অনুরাগে,
কেমতে গঠিল দে ॥ ধ্রু ॥
তিন তিন গুণে, বান্ধিল সে ঘুণে,
পাঁজর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া, অবলা বধিতে,
আনিল এমতি শেল ॥
এমত অকাজ, করে কোন রাজ,
বুঝিতে নারিলুঁ মোরা।
কুলের ধরমে, ত্যজিলুঁ মরমে,
এমতি হউক তারা ॥
চণ্ডিদাস কয়, মিছা গালি হয়,
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি, বলহ কাহিনী,
আপন মনের সুখে ॥ ১৫০ ॥

শ্রীরাগ।

আপনা খাইলুঁ, সোণা যে কিনিলুঁ
ভূষণে ভূষিতে দেহ।
সোণা যে নহিল, পিত্তল হইল,
এমতি কানুর লেহ ॥
সই! মদন সোণারে না চিনে সোণা।
সোণা সে বলিয়া, পিত্তল আনিয়া,
গড়ি দিল যে গহনা ॥ ধ্রু ॥
প্রতি অঙ্গুলিতে, ঝলক দেখিতে,
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল, কাজ না হইল,
শেল রহি গেল বুকে ॥
যেন মোর মতি, তেমতি এ গতি,
ভাবিয়া দেখিলুঁ চিতে।
খলের কথায়, পাথারে সাঁতারি,
উঠিতে নারিলুঁ ভিতে ॥
অভাগিয়া জনে, ভাগ্য নাহি জানে,
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাই ঘরে, সাধ বহু করে,
বিধি করে অনুবাদ ॥
চণ্ডিদাস কয়, বাশুলী কৃপায়,
আর নিবেদিব কায়।
তবুত পিরীতি, নাহি পায় যদি,
পরাণে মরিয়া যায় ॥ ১৫১ ॥

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি,
ঘষিতে সৌরভ ময়।
ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে,
দাহন দ্বিগুণ হয়॥
সই! কে বলে পিরীতি হীরা।
সোণায় জড়িয়া, হিয়ায় করিতে,
সুখ উপজিল ফিরা॥ ধ্রু॥
পরশ পাথর, বড়ই শীতল,
কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী, লাগিল আগুনি,
পাইলুঁ এতেক দুখে॥
সব কুলবতী, করয়ে পিরীতি,
এমত না হয় কারে।
এ পাড়া পড়সী, ডাকিনী সদৃশী,
এমত না খায় তারে॥
গৃহের গৃহিণী, আর ননদিনী,
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায়, কি করি উপায়,
পরাণে সহিবে কত॥
নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে,
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাঁহার আদেশে, কহে চণ্ডিদাসে,
সুখ যে পাইব কোথা॥ ১৫২॥

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, মরমে বেয়াধি,
হইল এতেক দিনে।
নৈলে কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে,
কিনা করিল বিধানে॥
সই! জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুল শীল, সকলি ডুবিল,
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥
শয়নে স্বপনে, না করি যে মনে,
ধরম গণিয়া থাকি।
আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন,
অন্তরে জ্বালায় উকি॥
সরোবর মাঝে, মীন যে থাকয়ে,
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল, হাতে লই জাল,
ত্বরিতে ঝাপয়ে তারে॥
কানুর পিরীতি, কালের বসতি,
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে, জারে যেই জনে,
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥
চণ্ডিদাস মন, বাশুলী চরণ,
আদেশ রহুক নারী।
সহিতে সহিতে, কিছু না ভাবিবে,
রহিবে একান্ত করি॥ ১৫৩॥

ধানশী।

আমরা সরল, পিরীতি গরল,
লাগিল অমিয়া ময়।
মহানন্দ রতি, বিছুরিলুঁ পতি,
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই! দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল, পরাণ পুড়িল,
ঐছন পিরীতি রীতি॥

মাটী খোদাইয়া, খাল বনাইয়া,
উপরে দেয়ল চাপ।
আহার দিয়া, মরয়ে বাঁধিয়া,
এমন করয়ে পাপ ॥
নৌকাতে চড়াঞা, দরিয়াতে লৈঞা,
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি, ডুবিয়া না মরি,
উঠিতে নারিয়ে কূলে ॥
এমতি করিয়া, পরাণে মারিয়া,
চলিল আপন ঘরে।
চণ্ডিদাস কয়, এমনি সে নয়,
তুমি সে ভাবহ তারে ॥ ১৫৪ ॥

সুহিনী।

শুন সহচরি, না কর চাতুরী,
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি, কানুর পিরীতি,
কোথায় তাহার ঘর ॥
চলে কি বাহনে, টিকে কোন স্থানে,
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র ধরে, পারাবার করে,
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে ॥
পাইয়া সন্ধান, হব সাবধান,
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে, বচনে তেজিব,
সোঙরি তাহার পা ॥
সখী কহে সার, দেখি নরাকার,
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরী, বৈসে মনোপরি,
জাতির বাহির সে ॥
মন তাহার বাহন, রক্ষক মদন,
ভাবগণ তাহার সঙ্গে।
সুজন পাইলে, না দেয় ছাড়িয়া,
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে ॥
কহে চণ্ডিদাসে, বাশুলী আদেশে,
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরাতি নগরে, বসতি করেছ,
পরেছ পিরীতি বাস ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া,
গাঁথিল পিরীতি মালা।
শীতল নহিল, পরিমল গেল,
জ্বালাতে জ্বলিল গলা ॥
সই! মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া,
হিয়ার মাঝারে দিল ॥
জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে হিয়া,
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি, কি করিব সখি,
আগুন হইল ফুল ॥
ফুলের উপর, চন্দন লাগল,
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া, পোড়ালি হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥
ধসিতে ধসিতে, সকলি ধসিল,
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডিদাসে কয়, কহিলে না হয়,
ঐছন কানুর লেহ ॥ ১৫৬ ॥

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া, যতন করিয়া,
আনিলুঁ প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে, গাছ সে হইল,
সাধল মরণ নিজ॥
সই! প্রেম তনু কেন হৈল।
হাম অভাগিনী, দিবস রজনী,
সিচিতে জনম গেল॥
পিরীতি করিয়া, সুখ যে পাইব,
শুনিলুঁ সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া, গরল কিনিয়া,
খাইলুঁ আপন সুখে॥
অমিয়া হইতে, স্বাদু লাগিত,
ইহল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি, শেষ হেন রীতি,
জানিলুঁ পুণের বলে॥
যত মনে ছিল, সকলি পূরিল,
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডিদাস কহে, পরশন বিনে,
কেমনে ধরিব দেহা॥ ১৫৭॥

অনুরাগ। (১)

উভয়ত্রানুরাগ।

পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম
শুনহ বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই
না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ
দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লিখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে
নারি।
চণ্ডিদাস কহে হিয়ার রাখ স্থির
করি॥ ১৫৮॥

রূপানুরাগ।

তুড়ী।

কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়ানে যদি লাগে।
ত্যজিয়া সকল কাজ,জাতিকুক শীল লাজ,
মরিয়ে কালিয়া অনুরাগে॥
সই! আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ান কোণে,না চাহিওতার পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
আরতিপিরীতি মনে, যে করে কালিয়াসনে
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়ারভস কালা,মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জাগিয়া জাগিয়া প্রাণ গেল॥
নিশি দিশি অনুখন, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।

(১) সদানুভূত মপিযঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইত্যার্য্যতে॥
সর্ব্বদা নিকটস্থ থাকিলেও অননুভূতের ন্যায় নূতন বলিয়া বোধকে অনুরাগ বলে। অনুরাগ শব্দের অর্থ আসক্তি।

ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥
দারুণ মুরলী স্বর, না জানে আপন পর,
মরম ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়, তনু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে সেই পাকে ॥ ১৫৯ ॥

আক্ষেপানুরাগ। *

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। শ্রীরাগ।

বন্ধু সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি, করেছি পিরীতি,
কাহারে করিব রোষ ॥
সুধার সমুদ্র, সমুখে দেখিয়া,
আইলুঁ আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইব এতেক দুখে ॥
সে যদি জানিতাম, অলপ ইঙ্গিতে,
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল, সকলি মজিল,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
অনেক আশার, ভরসা মরুক,
দেখিতে করিয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতে, তাহার নাহিক,
বিভাগ আধের আধ ॥

* আক্ষেপানুরাগ নানাবিধ যথা,—
কৃষ্ণঞ্চ মুরলীঞ্চৈব আত্মানঞ্চ সখীন্ প্রতি।
দূত্যাং মাতরি কন্দর্পে তথা গুরুগণাদিষু ॥
অর্থাৎ আক্ষেপানুরাগ কৃষ্ণ, মুরলী, সখী, দূতী, বিধাতা, কন্দপ ও গুরুগণাদিতে প্রযুক্ত হয়।

যাহার লাগিয়া, যে জন মরয়ে,
সে যদি করয়ে আনে।
চণ্ডিদাস কহে, এমন পিরীতি,
করয়ে সুজন সনে ॥ ১৬০ ॥

ধানশী।

ভাদরে দেখিলুঁ নট চাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে ॥
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে ॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ী।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী ॥
ননদী দেখয়ে চখের বালী।
শ্যাম নাগর! তোমায় পাড়ে গালি ॥
এ দুখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিলুঁ এবে মরণ সে ভাল ॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে পুন কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয় ॥ ১৬১ ॥

সিন্ধুড়া।

যখন পিরীতি কৈলা, আনিচাঁদহাতেদিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ারউপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুল কামিনী,
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবুত আন,
আর কত কহিব বিশেষ ॥

নন্দী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা,
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডিদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়,
বঁধু তোর নহে অকরুণ ॥ ১৬২ ॥

ধানশী।

যখন নাগর, পিরীতি করিল,
সুখের না ছিল ওর।
সোঁতের সেঁওলা, ভাসাইয়া কালা,
কাটিয়া প্রেমের ডোর ॥
মুগ্ধিত অবলা, অখলা হৃদয়,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখাল আনি ॥
পিরীতি মূরতি, কোথা তার স্থিতি,
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এত পরমাদ করে ॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
ভুবনে আনিল কে।
অমৃত বলিয়া, গরল ভখিলুঁ,
বিষেতে জারিল দে ॥
নদীর উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপর, রসিকের বসতি,
পিরীতি না জানে কেউ ॥
চণ্ডিদাস কয়, দুই এক হয়,
ভাবেতে পিরীতি রয়।
নতু, খলের পিরীতি, তুষের অনল,
ধিকি ধিকি যেন বয় ॥ ১৬৩ ॥

ভাটীয়ারী।

তুমি ত নাগর, রসের সাগর,
যেমত ভ্রমর রীতি।
আমি ত দুখিনী, কুল কলঙ্কিনী,
হইলুঁ করিয়া প্রীতি ॥
গুরুজন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে,
তোমারে কহয়ে কত।
বিষম বেদন, কহিলে কি যায়,
পরাণ সহিছে যত ॥
অনেক সাধের, পিরীতি বঁধু হে,
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব,
এমনি সে মনে লয় ॥
চণ্ডিদাস কহে, পিরীতি বিষম,
শুন বড়ুয়ার বহু।
পিরীতি বিষাদ, হইলে বিপদ,
এমত না হউ কেহু ॥ ১৬৪ ॥

বঁধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী, বৈঠয়ে জগত মাঝে,
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ॥
লোকমুখেজানিলুঁ লেখিআগে না দেখিনু,
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করেকাজ, তারমুণ্ডে পড়েবাজ,
দুখ রহে জনম অবধি ॥
কেন হেন বেশ ধর, পরের পরাণ হর,
স্ত্রী বধেতে ভয় নাহি কর।
গগন ইন্দু আনিয়া, করে করে সমর্পিয়া,
এবে কেন এমতি আচর ॥

পিরীতি পরশে যার, হিয়া নাহি দরবয়ে,
সে কেন পিরীতি করে সাধ।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ॥ ১৬৫॥

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর॥
কোন বিধি সিরজিল সোঁতের সেওলী।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি আপন বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥ ১৬৬॥

তুড়ী।

তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোরআগেদাঁড়াও তোমার দেখিচাঁদমুখ॥
খাইতে সোয়াস নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়।
চণ্ডিদাসে কহে রাই ইহা না যুয়ায়॥১৬৭॥

সুহই।

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলে পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিলুঁ
মৈলাম লাজে মিছাকাজে দগদগি হৈলুঁ॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি মনোদুখে আর নানা কথা॥
শয়নে স্বপনে বঁধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডিদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥১৬৮

তাটীয়ারী।

তুমিত নাগর, রসের সাগর,
যেমত ভ্রমর রীত।
আমিত দুখিনী, কুল কলঙ্কিনী,
হইলুঁ করিয়া প্রীত॥
গুরুজন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে,
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদন, কহিলে কি যায়,
পরাণ সহিছে যত॥
অনেক সাধের, পিরীতি বঁধুহে,
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।

বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব,
এমনি সে মনে লয় ॥
চণ্ডিদাস কহে, পিরীতি বিষম,
শুন বড়ুয়ার বহু
পিরীতি বিষাদ, হইলে বিপদ,
অমত না হউ কেহু ॥ ১৬৯

সখি সম্বোধনে।

সজনি লো সই।
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই।
শ্যামের বাঁশী, দুপুরে ডাকাতি,
সরবস হরি নৈল।
হিয়া দগদগী, পরাণ পোড়নি,
কেন বা এমতি কৈল ॥
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি, করিল বাউরী,
মাঝয়ে যেমন দাসী ॥
কুলের করম, ধৈরজ ধরম,
সরম মরম ফাঁসি।
চণ্ডিদাস ভণে, এই সে কারণে,
কানুর সরবস বাঁশী ॥ ১৭০ ॥

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥
কেশ ধরি লয়ে যায় শ্যামের নিকটে
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে শঙ্কটে ॥
হাঁরে সই! শুনি যবে বাঁশীর নিদান:।
গৃহ কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান ॥
সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরু লতা গণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডিদাস সব নাটের গুরু কালা ॥ ১৭১

ধানশী।

কুলের বৈরী, হইল মুরলী,
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতি, মধুর যুবতী,
ধরিতে আইল দেশে ॥
সই! জীবন মন লয় বাঁশী।
পিরীতি আটা, ননদী কাঁটা,
পড়সি হইল ফাঁসী ॥
বৃন্দাবন মাঝে, বেড়ায় সাজে,
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে, গাছের তলে,
বসিয়া করিল থানা ॥
এক পাশ হয়ে, থাকি লুকাইয়া,
দেখি যে বসিল পাখী।
আনলা চালায় দেখি ॥
গাছের ডালে, বসিয়া ভালে,
তাক করে এক দিঠে।
জড়াল আটা, লাগয় কাঁটা,
লাগিল পাখীর পিঠে ॥
পড়িয়া ভূমিতে, ধর কড়াইতে,
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া, বাঁধিল টানিয়া,
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥

চণ্ডিদাস কয়, মহাজন হয়,
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া দেয়, পাখায় ধোয়ায়,
তবে সে এড়ান দেখি ॥ ১৭২ ॥

তুড়ী।

মুরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে,
গোকুল যুবতীগণে।
আকুল হইয়া, বাহির হইবে,
না চাবে কুলের পানে ॥
কি রঙ্গলীলা, মিলায় শিলা,
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন, থকিত গমন,
ভুবন মোহিত গানে ॥
আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়,
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমে জ্বালা, জীবে কি অবলা,
হানয়ে মদন বাণে ॥
কুলবতী কুল, করে নিরমূল,
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডিদাস ভণে, রাখিও মরমে,
কি মোহিনী কালা জানে ॥ ১৭৩ ॥

ধানশী।

কালা গরলের জ্বালা, আর তাহে অবলা,
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
গুপতে গুমরি মরি মরি ॥
সখি হে! বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে ॥
মুরলী সরল হয়ে, বাঁকার মুখেতে রয়ে,
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়,সঙ্গ দোষে কি না হয়,
রাহু মুখে শশী মসি লাভ ॥ ১৭৪ ॥

ধানশী।

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশি দিশি কাঁদি কিন্তু হাসি লোকলাজে ॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী ॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল ॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তার লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে ॥১৭৫

সিন্ধুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥
ফিরে ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে ॥

কানু অনুরাগ রাঙা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডিদাস কহে কেন হইলে উদাস।
মরণের সাথি যেই সেকি ছাড়েপাশ॥১৭৬

সুহই।

কাল জল ঢালিতে সই! কালা পড়ে মনে
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কালকেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পারি॥
আলো সই! মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥
মনের দুখের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল সে শ্যাম শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডিদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥১৭৭॥

তুড়ী।

আগুনি জ্বালিয়া, মরিব পুড়িয়া,
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া, মো পুন মরিব,
নতুবা লউক শমন॥
সই! জ্বালহ অনল চিতা।
সীমন্তিনী লৈয়া, কেশ সাজাইয়া,
সিন্দুর দেহ যে সিঁথায়॥
ভস্ম তেয়াগিয়া, সিদ্ধ যে হইব,
সাধিব মনের যত।
মরিলে সে পতি, আসিবে সংহতি,
আমারে সেবিবে কত॥
তখনি জানিবে, বিরহ বেদনা,
পরের লাগিয়া যত।
তাপিত হইলে, তাপ যে জানয়ে,
তাপ হয় যে কত॥
বিরহ বেদন, না জানে আপন,
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডিদাস ভণে, পর দরদের,
দরদী হইলে হয়॥ ১৭৮॥

ধানশী।

সই! না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি, যাহার লাগিল,
জনম হইতে ব্যথা॥
কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি,
বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগয়ে,
কালা হইল জপমালা॥
বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব,
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে, বিদায় হইয়া,
যাইব গহন বনে॥
গুরু পরিজন, বলে কুবচন,
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডিদাস কহে, কানুর পিরীতি,
জাতি কুলশীল ছাড়া॥ ১৭৯॥

তুড়ী।

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো
না দেখি তাহার রূপ মন কেন টানে গো

খাইতে বসিয়ে যদি খাইতে কেন নারিগো
কেশপানে চাহি যদি নয়ান কেন ঝুরে গো॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে জাগে গো॥
ঘরে মোর সাধ নাই কোথা আমি যাবগো
না জানি তাহার সঙ্গ কোথাগেলে পাবগো
চণ্ডিদাস কহে মন নিবারিয়া থাক গো।
সেজনা তোমার চিতে সদা লাগি
আছে গো॥ ১৮০॥

বরাড়ী।

কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে যেখানেযাই,সকললোকের ঠাই,
কাণাকাণি শুনি ওই কথা॥
সই! লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা সিনানে যাই,আঁখিমিলিনাহি চাই,
তরুয়া কদম্বতলা পানে।
যথা তথা বসে থাকি,বাঁশীটী শুনিয়ে যদি,
ছুটী হাত দিয়া থাকি কাণে॥
চণ্ডিদাস ইথে কহে, সদাই অন্তর দহে,
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতেদেখিতেহরে, তনু মন চুরি করে,
না চিনি যে কালা কিবা গোরা॥১৮১॥

সুহই।

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হয় নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডিদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়েতিলেক॥

শ্রীরাগ।

কানু পরিবাদ, মনে ছিল সাধ,
সকল করিল বিধি।
কুজন বচনে, ছাড়িতে নারিব,
সে হেন গুণের নিধি॥
বঁধুর পিরীতি, শেলের ঘা,
পহিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে, ব্যথাটী বাড়িল,
এ দুঃখ কহিব কাকে॥
অন্য কথা নয়, বোধে শোধে যায়,
হিয়ার মাঝারে থুইয়া।
কোন কুলবতী, কুল মজাইয়া,
কেমনে রয়েছে শুইয়া॥
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
চণ্ডিদাস কহে, কানুর পিরীতি,
কেবল দুখের ঘর॥ ১৮৩॥

তুড়ী।

আমার মনের কথা শুন গো সজনী।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥

কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কাঁদে॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
চণ্ডিদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুলধর্ম্ম লোকলজ্জা নাহি মানে চিত॥১৮৪

ধানশী।

সখিরে—
মনের বেদনা, কাহারে কহিব,
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে, ঝুরি দিবা রাতি,
সদাই চমকে চিত॥
কুল তেয়াগিলুঁ, ভরম ছাড়িলুঁ,
লইলুঁ কলঙ্কের ডালা।
যে জন যে বল, আমারে বল,
ছাড়িতে নারিব কালা॥
সে, ডালি মাথায় করি, দেশে দেশেফিরি,
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী চরচার, কুলের বিচার,
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডিদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়,
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কি তার আপন পরে॥ ১৮৫॥

এক জ্বালা গুরুজন আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে সারা হৈল তনু॥
কোথায় যাইব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কালার পিরীত॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে॥
লোক মাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
দ্বিজ চণ্ডিদাস কহে বাশুলী আদেশে॥১৮৬

ধানশী।

জাতি যৌবন ধন কালা।
তোমরা আমারে, যে বল সে বল,
কালিয়া গলার মালা॥
সই! ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
যে দিন যেখানে, সে সব পিরীতি,
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী, হইয়া রহিলুঁ,
শুনিতাম মধুর বেণু॥
এত রূপে নহে, হিয়া পরতীত,
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডিদাস কহে, এত প্রাণে সহে,
বচন বিষের জ্বালা॥ ১৮৭॥

সিন্ধুড়া।

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুঞি শ্যাম চিকণ ধন॥
সে রূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লৈয়া যায় পাছে॥

সই! সদা ওই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি॥
অলস আইসে নিদ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোক বলে
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে॥
কালা রূপের নিছনি নিছিয়া দিলুঁ কুলে।
এত দিনে বিধি মোরে হৈল অনুকূলে॥
পূরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
চণ্ডিদাস বলে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥ ১৮৮॥

সিন্ধুড়া।

এ দেশে বসতি নৈল যাব কোন দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে॥
বলনা উপায় সই বলনা উপায়।
জনম অবধি দুঃখ রহল হিয়ায়॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥
বিষ খাঞা দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহেদ্বিজচণ্ডিদাসে॥১৮৯॥

সিন্ধুড়া।

সই! একি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
শুনিলা আপন কাণে॥
পরের কথায়, এত কথা কয়,
ইহাতে করিব কি।
কানু পরিবাদে, ভুবন ভুলিল,
বৃথায় জীবন জী॥
কানুরে পাইত, এ সব কহিত,
তবে বা সে বোলে ভাল।
মিছা পরিবাদে, বাদিনী হইয়া,
জর জর প্রাণ হৈল॥
কে আছে বুঝাঞা, শ্যামেরে কহিয়া,
এ দুখে করিবে পার।
চণ্ডিদাস কহে, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কে কিবা করিবে কার॥ ১৯০॥

পঠমঞ্জরী।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
বিনি ছলে ছলয়ে সদাই ধরে চুলি।
হেন মনে করি জলে প্রবেশিয়া মরি॥
সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোড়ালোকনাজানেপিরীতিবোলেকারে।
তুমি যদি বল সমাধান দেহ ঘরে॥
চণ্ডিদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিকজ্বালাযারতার অধিকপিরীতি॥১৯১॥

সিন্ধুড়া।

তাহারে বুঝাই সই পেলে তার লাগি।
ননদীর বচনে যেন বুকে উঠে আগি॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাগি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সী॥

কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা॥
যতদূরে যায় মন ততদূরে যাব।
পিরীতি পরাণ ভাগী কোথা গেলে পাব।
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডিদাসে কহে তবে জুড়াইতে হিয়া॥১৯২

শ্রীরাগ।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণ ধন,
এ দুটি নয়ানের তারা।
হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি,
নিমিখে, নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বঁধু বিনে,
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, ধরম করম,
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হৈয়া, পিরীতি আরতি,
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম, কপালে আছিল,
বিধি মিলাঅল তাই।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
থাক ঘরে কুল লই॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিলু,
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়সি দুর্জ্জন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডিদাসে কয়, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ১৯৩॥

ধানশী।

সই! কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
সে বঁধু কালিয়া, না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর, যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিলুঁ,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি:কার হয়॥
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ, হরণ করিলে,
কাহার পরাণে সয়॥
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙ্গাইয়া,
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ, যেমতি করিছে,
তেমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডিদাস, করহ বিশ্বাস,
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দরী,
দিয়া পর মনে দুখে॥ ১৯৪॥

গান্ধার।

দেখিব যে দিনে, আপন নয়নে,
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করিব, কেশ ঘুচাইব,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
সই! কেমনে ধরিব হিয়া।
এমত সাধের, বঁধুয়া আমার,
দেখিলে না চায় ফিরিয়া॥
সে হেন কালিয়া, যাবিনে কহিয়া,
এমতি করিল কে।
হৃদি সীদতি, আমার যে মতি,
তেমতি পুড়ুক সে॥
কহে চণ্ডিদাস, কেন কর ত্রাস,
সে ধন তোমারি বটে।
তার মুখে ছাই, দিয়া সে কানাই,
আসিবে তোমা নিকটে॥ ১৯৫॥

ধানশী।

সই! তাহারে বলিব কি।
যেমতি করিয়া, শপথি করিল,
বৃথায় জীবনে জী॥
ধরম গুণে, ভয় না মানে,
এমতি ডাকাতি সেহ।
বুঝিলাম মনে, ডাকাতিয়া সনে,
ঘুচিল ভাল যে দেহ॥
যিনি যে পরখি, রূপ যে নিরখি,
ভুলিলুঁ পরের বোলে।
পিরীতি করিয়া, কলঙ্ক হইল,
ডুবিলুঁ অগাধ জলে॥
গুরুর গঞ্জন, সহি সদাতন,
না জানিলুঁ সেই রসে।
অমিয়া হইয়া, গরল হইল,
এমতি বুঝিলাম শেষে॥
আগে যদি জানিতুঁ, সতর্কে থাকিতুঁ,
এমত না করিতুঁ মনে।
সে হেন পিরীতি, হবে বিপরীত,
এমন মনে কে জানে॥
চণ্ডিদাস কহে, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কাহারে না কহ কথা।
কথা যে কহিবে, যথা সে যাইবে,
মনেতে পাইবে ব্যথা॥ ১৯৬॥

ধানশী।

পিরীতি পসার, লইয়া ব্যাভার,
দেখিয়ে জগত ময়।
যতেক নাগরী, কুলের কুমারী,
কলঙ্কী আমারে কয়॥
সই! জানি কি হইবে মোর।
সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর,
কেমনে বাসিব পর॥
সে, গুণ সঙরিতে, যাহা করে চিতে,
তাহা বা কহিব কত।
গুরুজনা কুলে, ডুবাইয়া মূলে,
তাহাতে হইব রত॥
থাকিলে যে দেশে, আমারে হাসে,
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে, ভত দেয় শোকে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥

কহে চণ্ডিদাস, বাশুলীর পাশ,
এমন, যদি হয় মনের রীত।
যার সনে হয়, পিরীতি করয়,
কহিলে সে হয় পরতীত ॥ ১৯৭ ॥

শ্রীরাগ।

সই! মরম কহিয়ে তোকে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
কভু না আনিব মুখে ॥
পিরীতি মূরতি, কভু না হেরিব,
এ দুটি নয়ান কোণে।
পিরীতি বলিয়া, নাম শুনাইতে,
মুদিয়া রহিব কাণে ॥
পিরীতি নগরে, বসিতে তেজিয়া,
থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
যেন না পড়য়ে মনে ॥
পিরীতি পাবক, পরশ করিয়া,
পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পিরীতি বিচ্ছেদ, সহনে না যায়,
কহে চণ্ডিদাস কিবা ॥ ১৯৮ ॥

ধানশী।

শুন শুন সই কহিয়ে তোরে।
পিরীতি করিয়া কি হৈল মোরে ॥
পিরীতি পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত ॥
পিরীতি দুরন্ত কে বলে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল ॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর।
নিলজ পরাণে না বান্ধে থির ॥
দোসর ধাতা পিরীতি হৈল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল ॥
চণ্ডিদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগে সকল সিধি ॥ ১৯৯

শ্রীরাগ।

ও সই! আর বলিহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, দারুণ আখর,
বলিতে নয়ন ঝুরে ॥
পিরীতি আরতি, কভু না স্মরিব,
শয়নে স্বপনে মনে।
পিরীতি নগরে, বসতি তেজিব,
রহিব গহন বনে ॥
পিরীতি অবশ, পরাণ লাগিয়া,
তেজিব নিকুঞ্জ বাস।
পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে,
ভালে জানে চণ্ডিদাস ॥ ২০০ ॥

পাঠমঞ্জরী।

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি,
পাপ পিরীতি কথা ॥
সই! কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
কাঁদিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী পিরীতি করে।

তুষের অনল, যেন সাজাইয়া,
এমতি পুড়িয়া মরে ॥
হাম অভাগিনী, এ তুখে তুখিনী,
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডিদাস কহে, যেমতি হইল,
পরাণে সংশয় দেখি ॥ ২০১ ॥

সিন্ধুড়া।

এদেশে না রব সই দূরদেশে যাব।
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব ॥
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম ব্যথা জ্বালি দিবে সে ॥
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কেহ তাহার আর না হেরি বয়ানে ॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কহে ইহার গুরু তুমি॥২০২

ভাসিয়া যায়, ঘুচয়ে দায়,
এ বোল ছার লোকে।
চণ্ডিদাস কহে, এমতি হইলে,
মরিবে তাহার শোকে ॥ ২০৩ ॥

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা ॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দাও পিরীতির ডোরি ॥
তেমতি নহিলে যার এমতি ব্যভার।
কলঙ্ক কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার ॥
চণ্ডিদাস কহে ইহা বাশুলী কৃপায়।
পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায় ॥

শ্রীরাগ।

যাবত জনমে, কি হৈল মরমে,
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে, পশিয়া রহিল,
কেমনে হইবে ভাল ॥
সই! বলনা উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে, নারি আচরিতে,
মরম কহিলুঁ তোরে ॥
ননদী বচনে, জ্বলিছে পরাণে,
আপাদ মস্তক তুল।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
পাথারে ভাসাব কুল ॥

শ্রীরাগ।

আপনা আপনি, দিবস রজনী,
ভাবিয়ে কতেক তুখ।
যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই,
না দেখাই পাপ মুখ ॥
সই! বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া, আশ না পূরিল,
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে ॥
হাম অভাগিনী, তাতে একাকিনী,
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে, যত বলে মোকে,
তাহা যে না যায় শুনা ॥

বিধি, যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডিদাসে কয়, এমতি হইলে,
পিরীতির কিবা সুখ ॥ ২০৫ ॥

শ্রীরাগ।

শুন গো মরম সই।
যখন আমার, জনম হইল,
নয়ন মুদিয়া রই ॥
দিতে ক্ষীর ধার, জননী আমার,
নয়ন মুদিত দেখি।
জননী আমার, করে হাহাকার,
কহিলা সকলে ডাকি ॥
শুনি সেই কথা, জননী যশোদা,
বঁধুকে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে, আইল তুরিতে,
সূতিক মন্দির দ্বারে ॥
দেখিয়া জননী, কহিছেন বাণী,
এই কি ছিল কপালে।
করিয়া সাধনা, পেলাম অন্ধকন্যা,
বিধি এত দুখ দিলে ॥
উঠ উঠ বলি, করে ধরি তুলে,
বসান যতন করে।
হেনই সময়ে, মায়ে তেয়াগিয়া,
বন্ধু পরশিল মোরে ॥
গায়ে দিতে হাত, মোর প্রাণনাথ,
অন্তরে বাঢ়ল সুখ।
হাসিয়া কান্দিয়া, আঁখি প্রকাশিয়া,
দেখিলুঁ বন্ধুর মুখ ॥
ঘুচিল অন্ধ, বাড়িল আনন্দ,
জননী যশোদার মনে।
আমার কল্যাণে, আনন্দিত মনে,
করিল বিবিধ দানে ॥
সুজন যেজন, জানে সেইজন,
কুজন নাহিক জানি।
অনুরাগে মন, সদাই মগন,
দ্বিজ চণ্ডিদাসে ভণে ॥ ২০৬ ॥

আত্ম সম্বোধনে।

গান্ধার।

কেন বা পিরীতি কৈলুঁ কালা কানুর সনে
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে ॥
কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি ॥
না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে ॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি।
আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডিদাস মিলিবে হেথাই ॥২০৭॥

তুড়ী।

কি হৈল কি হইল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি।
শুইলে সোয়াথ নাহি নিঁদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥

নবীন পানির মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে ॥
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল
হৃদয়ে রহিল মোর কানু প্রেম শেল ॥
নিগূঢ় পিরীতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডিদাস বড় হইল ফাঁফর ॥ ২০৮ ॥

সুহই।

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত ॥
পরে পরে কিনা বলে করিব হাম কি।
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী ॥
বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে।
হেন মনে করি বিষ খাইয়া মরিতে ॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানু পরিবাদ হৈল পুড়্যা মরি শোকে ॥
খাইতে নারিয়ে কিছু রৈতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাল অন্তরে ॥
জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডিদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির ॥২০৯ ॥

সুহই।

আনিয়া অমিঞা পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মিঠ তেয়াগিয়া ॥
তিতায় তিতল দেহ মিঠ হবে কেন।
জ্বলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পরাণ ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সর্ব্ব লোকে।
অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে ॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে।
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডিদাসে ॥২১০॥

ধানশী।

সেই হৈতে মোর মন, নাহি হয় সম্বরণ,
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি ॥ ধ্রু ॥
একলামন্দিরেথাকি,কভুতারে নাহি দেখি,
সে কভু না দেখে আমারে।
আমিকুলবতীবামা,সেকেমনে জানেআমা,
কোন ধনী কহি দিল তারে ॥
না দেখিয়াছিলুঁ ভাল, দেখিয়াঅকাজহৈল,
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে।
চণ্ডিদাস কহে ধনি, কানু সে পরশমণি,
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁদে ॥ ২১১ ॥

ধানশী।

কাহারে কহিব, মনের মরম,
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা,
সদাই চমকে চিত ॥
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নিহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি ॥
সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে,
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝল মল,
তাহে কি পরাণ রয় ॥
কুলের ধরম, রাখিতে নারিলুঁ,
কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডিদাস, শ্যাম সুনাগর,
সদাই হিয়ায় জাগে ॥ ২১২ ॥

পঠমঞ্জরী।

এক কাল হৈল মোর অনল যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরিগোবর্দ্ধন॥
এত কাল বনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব একজন॥২১৩

সুহই।

কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিলুঁ।
না ঘুচে দারুণ লেহা বুঝিবা মরিলুঁ॥
আর জ্বালা সৈতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃস্থত নহে মুখে খেলে সাপ॥
জন্ম হৈতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিলুঁ পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার॥
করমের দোষে এ জনমে কিবা করে।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস বাশুলীর বরে॥২১৪॥

শ্রীরাগ।

যাহার সহিত, যাহার পিরীত,
সেই সে মরম জানে।
লোক চরচায়, ফিরিয়া না চায়,
সদাই অন্তর টানে॥
গৃহ কর্ম্মে থাকি, সদাই চমকি,
গুমরে গুমরে মরি।
নাহি হেন জন, করে নিবারণ,
যেমন চোরের নারী॥
ঘরে গুরুজনা, গঞ্জয়ে নানা,
তাহা বা কহিব কি।
মরণ সমান, করে অপমান,
বঁধুর কারণ সে॥
কাহারে কহিব, কেবা নিবারিব,
কে জানে মরম দুখ।
চণ্ডিদাসে কহে, করহ ঘোষণা,
তবে সে পাইবে সুখ॥ ২১৫॥

সুহই।

পিরীতি লাগিয়া দিলুঁ পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দুকাণে নাহি শুনি॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সঙরিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবা রাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তারে কুল শীল জাতি॥
আর যত অভিমান দিলুঁ বঁধুর পায়।
বড়ু চণ্ডিদাস কহে যেবা যারে ভায়॥২১৬

গান্ধার।

ধিক রহুঁ জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হৈয়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এ পাপ লিখিল।
সুধার সাগরে মোর গরল হইল॥

অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলুঁ কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএব সে এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিশ্চয় ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে॥
চণ্ডিদাস কহে দৈব গতি নাহি জানে।
দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণে॥ ২১৭

শ্রীরাগ।

কালিয়া কালিয়া, বলিয়া বলিয়া,
জনম বিফল পাইলুঁ।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
মনের অনলে মলুঁ॥
মরিলুঁ মরিলুঁ, মরিয়া গেলুঁ,
ঠেকিলুঁ পিরীতি রসে।
আর কেহ জানি, এ রসে ভুলেনা,
ঠেকিলে জানিবে শেষে॥
এ ঘর করণ, বিহি নিদারুণ,
বসতি পরের বশে।
মাগো এই বর, মরণ সফল,
কি আর এ সব আশে॥
অনেক যতনে, পেয়েছি সে ধনে,
তাহা জানে চণ্ডিদাসে।
এখনি জানিলে, আর কি জানিবে,
জানিবে পিরীতি শেষে॥ ২১৮॥

শ্রীরাগ।

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী॥
ধিক্ রহুঁ হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥
বড় ডাকে কথাটি যে কহিতে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনের মুঞি ঘুচাইলুঁ আশ।
চণ্ডিদাস কহে কেন ভাবহ উদাস॥২১৯॥

গান্ধার।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে যে কানু পথে ধায়রে
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পর সঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহুঁ এছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডিদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কাহে জানি পুছ॥ ২২০

শ্রীরাগ।

কাহারে কহিব দুখ কে জানে অন্তর।
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিলুঁ সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুণ সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূর দেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজচণ্ডিদাসে॥২২১

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, শ্রবণে শুনিলুঁ,
সহজে পিরীতি কথা।
সেই হৈতে মোর, তনু জর জর,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে, বন্ধুর সহিতে,
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান, বেদের বিধান,
ধৈরজ ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল বলি, দিলাম তিলাঞ্জলি,
ছাড়িলুঁ পতির আশ।
ধরম করম, সরম ভরম,
সকলি করিলুঁ নাশ॥
কুলে কলঙ্কিনী, বলি দেয় গালি,
গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে,
লৈলুঁ কলঙ্কের ডালি॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কান্দিতে নারে।
কুলবতী হয়ে, পিরীতি করিলে,
এমতি ঘটিবে তারে॥
মুঞি অভাগিনী, কেবল দুখিনী,
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া, পিরীতি করিলুঁ,
লোকে শুনি কেন হাসে॥
চণ্ডিদাস বলে, পিরীতি লক্ষণ,
শুনলো বরজ নারী।
পিরীতি ঝুলিটি, কাঁধেতে করিয়া,
পিরীতি নগরে ফিরি॥ ২২২॥

শ্রীরাগ।

কালার পিরীতি, গরল সমান,
না খাইলে থাকে সুখে।
পিরীতি অনলে, পুড়িয়া মরে যে,
জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে, তখনি মরণ,
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছট ফট, ঘুরুণি নিপট,
লট পট তার বেশ॥
নয়নের কোণে, চাহে যাহা পানে,
সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল,
কহে বড়ু চণ্ডিদাস॥ ২২৩॥

সিন্ধুড়া

যে জন না জানে, পিরীতি মরম,
সে কেন পিরীতি করে।
আপনি না বুঝে, পরকে মজায়,
পিরীতি রাখিতে নারে॥
যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত, করিয়া যতন,
মনকে প্রবোধ দিব॥
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক, করিতে পারিলে,
তবে সে পিরীতি রয়॥
কহে চণ্ডিদাসে, মনের উল্লাসে,
এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন, পাইবে সে জন,
সহজ মানুষ সে॥ ২২৪॥

সিন্ধুড়া।

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণ, মিলাইতে জানে,
তবে সে পিরীতি ভাল॥
ভ্রমরা সমান, আছে কতজন,
মধুলোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে, উড়ি যায় চলি,
এমতি তাদের রীত॥
হেন ভ্রমরার, সাধ নহে কভু,
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে, পারয়ে কি কভু,
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান॥
মনের সহিত, যে করে পিরীতি,
তারে প্রেম কৃপা হয়।
সেই সে রসিক, অটল রূপের,
ভাগ্যে দরশন পায়॥
মনের সহিতে, করিয়া পিরীতি,
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে, ও রূপ পাইব,
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে॥ ২২৫॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিধি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল পি।
রসের সাগর, মথন করিতে,
তাহে উপজিল রী॥
পুন যে মথিয়া, আমিয়া হইল,
তাহে ভিয়াইল তি।
সকল সুখের, এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি॥
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার॥
এহেন পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়॥ ২২৬॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, মধুর পিরীতি,
এ তিন ভুবনে কয়।
পিরীতি করিয়া, দেখিলাম ভাবিয়া,
কেবল গরলময় ॥
পিরীতির কথা, শুনিব হে যথা,
তথাতে নাহিক যাব।
মনের সহিত, করিয়া পিরীত,
স্বরূপে চাহিয়া রব ॥
এমতি করিয়া, স্থমতি হইয়া,
রহিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ প্রভাবে, সে রূপ মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে ॥ ২২৭ ॥

শ্রীরাগ।

এ ছার দেশে, বসতি নহিল,
নাহিক দোসর জনা।
মরমের মরমী, নহিলে না জানে,
মরমের বেদনা ॥
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে।
ননদী বচনে মোর পাঁজর বিঁধে ঘুণে ॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধূ হৈল বিমুখ, ননদী হৈল বৈরী ॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায় ॥
বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডিদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত ॥ ২২৮ ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল, নহে ত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন, লভিল সে জন,
বড় ভাগ্যবান সে ॥
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥
পিরীতি সাধন, বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস।
দুই ঘুচাইয়া, এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ ॥ ২২৯ ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল, সেই সে জানিল,
কি তার কুলভয় লাজে ॥
বেদ বিধি পর, সব অগোচর,
ইহা কি জানয়ে আনে।
রসে গর গর, রসের অন্তর,
সেই সে মরম জানে ॥
দুহুঁক অধর, সুধারস বাণী,
তাহে উপজিল পি।

হিয়ায় হিয়ায়, পরশ করিতে,
তাহার তুলনা কি ॥
কহে চণ্ডিদাস, শুন বিনোদিনী,
পিরীতি রসেতে ভোর।
পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে নারিবা,
আপনি হইবা চোর ॥ ২৩০ ॥

সুহিনী।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গঢ়ল কে ॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটিল,
পরাণ পুতলী যথা ॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইলে নহে,
হিয়ার রহল শেল ॥
চণ্ডিদাস বাণী, শুন বিনোদিনী,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি গিলয়ে তথা ॥ ২৩১ ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি নগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া, পড়সি করিব,
তা বিনু সকলি পর ॥
পিরীতি দ্বারের, কবাট করিব,
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে, সদাই থাকিব,
পিরীতি গোঙাব কাল ॥
পিরীতি পালঙ্কে, শয়ন করিব,
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিশে, আলিশ ত্যজিব,
থাকিব পিরীতি সাথে ॥
পিরীতে সরসে, সিনান করিব,
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম, পিরীতি করম,
পিরীতে পরাণ দিব ॥
পিরীতি নাসার, বেশর করিব,
দুলিবে নয়ান কোণে।
পিরীতি অঞ্জন, লোচনে পরিব,
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণে ॥ ২৩২ ॥

সাধন প্রণালী।

স্বরূপে আরোপ যার, রসিক নাগর তার,
প্রাপ্তি হবে মদন মোহন।
গ্রাম্যদেববাশুলীরে, জিজ্ঞাসগেক [illegible],
রামী কহে শৃঙ্গার সাধন ॥
চণ্ডিদাস করযোড়ে, বাশুলীর পায় ধরে,
মিনতি করিয়া কহে বাণী।
শুন মাতা ধর্ম্মমতি, বাউল হইনু অতি,
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী ॥

হাসিয়া বাশুলী কয়, শুন চণ্ডি মহাশয়,
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রাম দেবতা আমি,ইহা জানে রজকিনী
জিজ্ঞাসগে যতনে তাহারে ॥
সে দেশের রজকিনী,হয় রসের অধিকারী,
রাধিকা স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি রমণের গুরু, সহ রসের কল্পতরু,
তার সনে সদা অভিমান ॥
চণ্ডিদাস কহে মাতা, কহিলে সাধন কথা,
রামী সত্য প্রাণ প্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধন গুরু, সেই রসের কল্পতরু,
তার প্রেমে চণ্ডিদাস মৈল ॥ ২৩৩ ॥

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য ॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে ॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পিরীতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি ॥
রাগের উদয় বসতি কোথা।
মদন মাদন শোষণ যথা ॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে ॥
শোষণ বাণেতে উন্মানে যাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই ॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডিদাস কয় রসের রীতি ॥ ২৩৪ ॥

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ ॥
তাহা দেখে দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্র পটে ॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চমণি।
কীটের স্বভাব দোষে তাহে নহে ধনী ॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু।
কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু ॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঞি।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই ॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপালপানে চেয়ে
চিত্র পটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে ॥
নিশিযোগে শুক সারী সেই কথা কয়।
চণ্ডিদাস কহে কিছু বাশুলী কৃপায় ॥২৩৫

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে।
সব রস সার শৃঙ্গার এ ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে ॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা!
সকল রসের শৃঙ্গার সারা ॥
কিশোরা কিশোরী দুইটী জন।
শৃঙ্গার রসের মুরতি হন ॥
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়।
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায় ॥
কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সেই সদাই যজে ॥

চণ্ডিদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ ॥ ২৩৬ ॥

—

রসিক রসিক, সবাই কহয়ে,
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া দেখিলে,
কোটিতে গোটিত হয় ॥
সখি হে! রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মশলা, রসেতে মিশায়,
রসিক বলিয়ে তারে ॥
রস পরিপাটী, সুবর্ণের ঘটী,
সম্মুখে পুরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে,
তাহাতে ডুবিয়া থাকে ॥
সে রস পান, রজনী দিবসে,
অঞ্জলি পুরিয়া খায় ॥
খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে,
উছলিয়া বহি যায় ॥
চণ্ডিদাস কহে, শুন রসবতী,
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা, রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ ॥ ২৩৭ ॥

—

রসিকা নাগরী রসের ভরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা ॥
অবলা মুরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাঢ়াঞা পরশ মাগে ॥
দরশে পরশে রস প্রকাশ।
চণ্ডিদাস কহে রস বিলাস ॥ ২৩৮ ॥

—

রসের কারণ, রসিকা রসিক,
কায়াটী ঘটনে রস।
রসিক কারণ, রসিকা হোয়ত,
যাহাতে প্রেম বিলাস ॥
স্থূলত পুরুষে, কাম সূক্ষ্ম গতি,
স্থূলত প্রকৃতি রতি।
দুহুঁক ঘটনে, যে রস হোয়ত,
এবে তাহে নাহি গতি ॥
দুহুঁক যোটনে, বিনহি কথন,
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে, যো কিছু হোয়ত,
রতি প্রেম পরচারি ॥
পুরুষ অবশ, প্রকৃতি সবশ,
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি সুখ কালে, অধিক সুখ হি,
তা নাকি পুরুষে পায়ে ॥
দুহুঁক নয়নে, নিকষয়ে বাণ,
বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ, নাহিক কথন,
তবে কৈছে নিকষয় ॥
কাম দাবানল, রতি সে শীতল,
সলিল প্রণয় পাত্র।
কুল কাঠ খড়, প্রেম যে আধেয়,
পচনে পিরীতি মাত্র ॥

পচনে পচনে, লোভ উপজিয়ে,
যবে ভেল দ্রব ময়।
সেই বস্তু এবে, বিলাসে উপজে,
তাহারে রস যে কয়॥
বাশুলী আদেশে, চণ্ডিদাস তথি,
রূপ নারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন, করল তখন,
ভাসিল প্রেম তরঙ্গে॥ ২৩৯॥

প্রেমের আকৃতি, দেখিয়া মূরতি,
মন যদি তাতে ধায়।
তবেত সেজন, রসিক কেমন,
বুঝিতে বিষম তায়॥
আপন মাধুরী, দেখিতে না পাই,
সদাই অন্তরে জ্বলে।
আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি,
কি হৈল কি হৈল বলে॥
মানুষ অভাবে, মন মরিচিয়া,
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া, করে ছটফট,
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ, জানে কোন জন,
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে, সেই সে জীয়য়ে,
মরণ বাঁটিয়া লেই॥
বাঁটিলে মরণ, জীয়ে দুইজন,
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি, করে ছটফটি,
চণ্ডিদাসে ইহা ভণে॥ ২৪০॥

প্রেমের যাজন, শুন সর্ব্বজন
অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন, করিবা তখন
এড়ায় টানিবা শ্বাস॥
তাহা হইলে, মন বায়ু
আপনি হইবে বশ।
তাহা হৈলে কখন, না হৈবে পতন
জগতে ঘোষিবে যশ॥
বেদ বিধি পার, এমন আচার
যাজন করিবে যে।
ব্রজের নিত্য ধন, পায় সেইজন
তাহার উপর কে॥
সদানন্দ হৃদয়ে, নয়নে দেখায়
যুগল কিশোর রূপ।
প্রেমের আচার, নয়ন গোচর
জানয়ে রসের কূপ॥
চণ্ডিদাস কয়, নিত্য বিলাস ময়
হৃদয় আনন্দ ভোরা।
নয়নে নয়নে, থাকে দুই জনে
যেন জীয়ন্তে মরা॥ ২৪১॥

শুন শুন দিদি, প্রেম সুধা নি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার, গভীর গম্ভী
উপরে শেহালা দল॥
কেমন ডুবারু, ডুবেছে তাহাে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়ে রতন, চিনিতে নারিলা
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥

আমি মনে করি, আছে কত ভারি,
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন, কিশোরা কিশোরী,
চমকি চমকি হাসে ॥
সখীগণ মেলি, দেয় করতালি,
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে, রূপে মিশাইয়ে,
ভাবিয়া দেখিলে হয় ॥
ভাবের ভাবনা, আশ্রয় যে জনা,
ডুবিয়া রহিল সে।
আপনি তরিয়ে, জগত তরায়,
তাহাকে তরাবে কে ॥
চণ্ডিদাস বলে, লাখে এক মিলে,
জীবের লাগয়ে ধান্ধা।
শ্রীরূপ করুণা, যাহারে হৈয়াছে,
সেই সে সহজ বান্ধা ॥ ২৪২ ॥

আপনা বুঝিয়া, সুজন দেখিয়া,
পিরীতি করিব তায়।
পিরীতি রতন, করিব যতন,
যদি, সমানে সমানে হয় ॥
সখি হে! পিরীতি বড়।
যদি, পরাণে পরাণে, মিশাইতে পারে,
তবে সে পিরীতি দড় ॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন,
মধু লোভে কার প্রীত।
মধু পান করি, উড়িয়া পলায়,
এমতি কাহার রীত ॥
বিধুর সহিত, কুমুদের পিরীতি,
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে সুজনে, পিরীতি হইলে,
এমতি পরাণ ঝুরে ॥
সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে,
সদাই দুখের ঘর।
আপন সুখেতে, যে করে পিরীতি,
তাহারে বাসিব পর ॥
সুজনে সুজনে, অনন্ত পিরীতি,
শুনিতে বাড়য়ে আশ।
তাহার চরণে, নিছনি লইয়া,
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস ॥ ২৪৩ ॥

সুজনের সনে, আনের পিরীতি,
কহিতে পরাণ ফাটে।
জিহ্বার সহিত, দন্তের পিরীতি,
সময় পাইলে কাটে ॥
সখি হে! কেমন পিরীতি লেহা।
আনের সহিত, করিয়া পিরীতি,
গরলে ভরিল দেহা ॥
বিষম চাতুরী, বিষের গাগরী,
সদাই পরাধীন।
আত্ম সমর্পণ, জীবন যৌবন,
তথাচ ভাবয়ে ভিন ॥
সকাম লাগিয়া, ফেরয়ে ঘুরিয়া,
পর তত্ত্বে নাহি চায়।
করিয়া চাতুরী, মধু পান করি,
শেষে উড়িয়া পালায় ॥
সখি! না কর পিরীতি আশ।
ঝুটিয়া পিরীতি, কেবল কুরীতি,
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস ॥ ২৪৪ ॥

শুন গো সজনি আমার বাত।
পিরীতি করবি সুজন সাত ॥
সুজন পিরীতি পাষাণ রেখ।
পরিণামে কভু না হবে টোট ॥
ঘসিতে ঘসিতে চন্দন সার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার ॥
চণ্ডিদাস কহে পিরীতি রীত।
বুঝিয়া সজনী করহ প্রীত ॥ ২৪৫ ॥

জনি দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ পিরীতি বলিব তারে ॥
সহজে রসিক করয়ে প্রীত।
রাগের ভজন এমন রীত ॥
এখানে সেখানে এক হৈলে।
সহজ পিরীতি না ছাড়ে মৈলে ॥
সহজ বুঝিবে যে হয় রত।
তাহার মহিমা কহিব কত ॥
চণ্ডিদাস কহে সহজ রীত।
বুঝিয়া নাগরী করহ প্রীত ॥ ২৪৬ ॥

সতের সঙ্গে, পিরীতি করিলে,
সতের বরণ হয়।
অসতের বাতাস, অঙ্গেতে লাগিলে,
সকলি পলায়ে যায় ॥
সোণার ভিতরে, তামার বসতি,
যেমন বরণ দেখি।
রাগের ঘরেতে, বৈধি থাকিলে,
রসিক নাহিক লেখি ॥
রসিকের প্রাণ, যেমতি করয়ে,
এমতি কহিব কারে।
টলিয়া না টলে, এমতি বুঝিয়া,
মরম কহিব তারে ॥
এমতি করণ, যাহার দেখিব,
তাহার নিকটে বসি।
চণ্ডিদাস কয়, জনমে জনমে,
হয়ে রব তার দাসী ॥ ২৪৭ ॥

সহজ আচার, সহজ বিচার,
সহজ বলিয়ে কায়।
কেমন বরণ, কিসের গঠন,
বিবরিয়া কহ তায় ॥
শুনি নন্দসুত, কহিতে লাগিলা,
শুন বৃষভানু ঝি।
সহজ পিরীতি, কোথা তার স্থিতি,
আমি না জেনেছি শুনেছি ॥
আনন্দের আলস, ক্ষীরোদ সায়র,
প্রেম বিন্দু উপজিল।
গদ্য পদ্য হয়ে, কামের সহিতে,
বেগেতে ধাইয়া গেল ॥
বিজুরী জিনিয়া, বরণ যাহার,
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে, করয়ে উদয়,
সে অঙ্গ করয়ে ভার ॥
এমতি আচার, ভজন যে করে,
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডিদাস কহে, ইহার উপরে,
আর দেখ কিছু নাই ॥ ২৪৮ ॥

সহজ সহজ, সবাই কহয়ে,
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার,
সহজ জেনেছে সে॥
চাঁদের কাছে, অবলা আছে,
সেই সে পিরীতি সার।
বিষে অমৃতে, মিলন একত্রে,
কে, বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার, একটী দুয়ারে,
ভিতরে তিনটী আছে।
চতুর হইয়া, দুইকে ছাড়িয়া,
থাকিবে একের কাছে॥
যেন আম্র ফল, অতি সে রসাল,
বাহিরে কুশি ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন, বুঝে যেই জন,
করহ তাহার আশা॥
রূপ করুণাতে, পারিবে মিলিতে,
ঘুচিবে মনের ধান্ধা।
কহে চণ্ডিদাস, পূরিবেক আশ,
তবে ত পাইবে সুধা॥ ২৪৯॥

সই, সহজ মানুষ নিত্যের দেশে।
মনের ভিতর কেমনে আইসে॥
ব্যাসের আচার করিবে যেই।
বিরজা উপরে যাইবে সেই॥
রাগ তত্ত্ব লৈয়া যে জন ভজে।
সেই সে তাহার সন্ধান খুজে॥
সহজ ভজন বিষম হয়।
অনুগত বিনা কেহ না পায়॥
চণ্ডিদাস কহে এ সার কথা।
বুঝিলে পাইবে মনের ব্যথা॥২৫০॥

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যেজন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি, যে জন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে॥
পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
জানিবে ভজন সার।
রাগমার্গে যেই, ভজন করয়ে,
প্রাপ্তি হইবে তার॥
মৃত্তিকার উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে, পিরীতের বসতি,
তাহা কি জানয়ে কেউ॥
রসের পিরীতি, রসিক জানয়ে,
রস উগরিল কে।
সকল ত্যজিয়া, যুগল হইয়া,
গোলোকে রহিল সে॥
পুত্র পরিজন, সংসার আপন,
সকল ত্যজিয়া লেখ।
পিরীতি করিলে, তাহারে পাইবে,
মনেতে ভাবিয়া দেখ॥
পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে,
হইবে একই মত॥
পরকীয়া ধন, সকল প্রধান,
যতন করিয়া লই।

নৈষ্ঠিক হইয়া, ভজন করিলে,
পদ্ধতি সাধক হই ॥
পদ্ধতি হইয়া, রস আস্বাদিয়া,
নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ, হৃদয়ে ধরিয়া,
দ্বিজ চণ্ডিদাস কয় ॥ ২৫১ ॥

সাধন শরণ, এ বড় কঠিন,
বড়ই বিষম দায়।
লব সাধু সঙ্গ, যদি হয় ভঙ্গ,
জীবের জনম তায় ॥
অনর্থ নিবৃত্তি, সভে দুরগতি,
ভজন ক্রিয়াতে রতি।
প্রেম গাঢ় রতি, হয় দিবা রাতি,
হয় যে যাহাতে প্রীতি ॥
আসক উকত, সবে দুরগত,
সদ্‌গুরু আশ্রয় হবে।
রতি আস্বাদনে, করহ যতন,
সখীর সঙ্গিনী হবে ॥
দেহ রতি ক্ষয়, কুপত রতি হয়,
সাধক সাধন পাকে।
চণ্ডিদাসে কয়, বিনা দুখে নয়,
কিশোরী চরণ দেখে ॥ ২৫২ ॥

কাতরা অধিকা, দেখিয়া রাধিকা,
বিশাখা কহিল তায়।
চিতে এত ধনি, ব্যাকুল হইল,
ধরম সরম যায় ॥
ধনি! কহব তোমার ঠাঞি।
পরকিয়া রস, করিতে হে বশ,
অধিক চাতুরী চাঞি ॥
যাইবি দক্ষিণে, থাকিবি পশ্চিমে,
বলিবি পূরব মুখে।
গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি,
থাকিবি মনের সুখে ॥
গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি,
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে, ভেকেরে নাচাবি,
তবেত রসিক রাজ ॥
যে জন চতুর, সুমেরু শিখর,
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকড়সার জালে, মাতঙ্গ বাঁধিলে,
এ রস মিলয়ে তারে ॥
পিরীতি যা সনে, আদর সে ধনে,
সতত না লবি ঘর।
অন্তরে পরাণ, বাটিয়া দেওবি,
বাহিরে বাসিবি পর ॥
বেদা বেদান্তের, না করিলি বিচার,
না লৈবি বেদেরি রস।
হইবি সতী, না হবি অসতী,
না হবি কাহার বশ ॥
হইবি কুলটা, কুল তেয়াগিবি,
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পর পতি, হেম কান্তি রতি,
সপতি ভাবিবি লেহা ॥
কলঙ্ক সাগরে, সিনান করিবি,
এলাঞা মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি, জল না ছুঁইবি,
সম দুখ সুখ ক্লেশ ॥

কহে চণ্ডিদাসে, বাশুলী আদেশে,
বাশুলী চরণে পড়ি।
হইবি গিন্নি, ব্যঞ্জন বাঁটিবি,
না ছুঁইবি হাঁড়ি ॥ ২৫৩ ॥

—

রতির করণ, রবির কিরণ,
যেমত জলেতে লাগে।
অন্তরে অন্তরে, শুষ্ক করে তারে,
আকর্ষয়ে ঊর্দ্ধভাগে ॥
পুরুষ প্রকৃতি, দুঁহে এক রীতি,
সে রতি সাধিতে হয়।
পুরুষেরি যুতে, নায়িকার রীতে,
যেমতে সংযোগ পায় ॥
পুরুষ সিংহেতে, পদ্মিনী নারীতে,
সে সাধন উপজয়।
স্বজাতি অনুগা, সোণাতে সোহাগা,
পাইলে গলিয়া যায় ॥
যে জাতি যুবতী, সাধিতে সে রতি,
কুজাতি পুরুষে ধরে।
কণ্টকে যেমত, পুষ্প হয় ক্ষত,
হৃদয় ফাটিয়া মরে ॥
পুরুষ তেমতি, নারী হীন জাতি,
রতির আশ্রয় লয়।
ভূতে ধরে তারে, মরে ঘুরে ফিরে,
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয় ॥ ২৫৪ ॥

—

হইলে সুজাতি, পুরুষের রীতি,
যে জাতি নায়িকা হয়।
আশ্রয় লইলে, সিদ্ধ রতি মিলে,
কথন বিফল নয় ॥
তেমতি নায়িকা, হইলে রসিকা,
হীন জাতি পুরুষেরে।
স্বভাব লওয়ায়, স্বজাতি ধরায়,
যেমত কাচ পোকা করে ॥
সহজ করণ, রতি নিরূপণ,
যে জন পরীক্ষা জানে।
সেই ত রসিক, হয় ব্যবসিক,
দ্বিজ চণ্ডিদাসে ভণে ॥ ২৫৫ ॥

—

সে কেমন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুন্দর সুমতি সার।
হিয়ার মাঝারে, নায়কে লুকাঞা,
ভব নদী হয় পার ॥
ব্যভিচারী নারী, না হবে কাণ্ডারী,
নায়কে বাচিয়া লবে।
তার অবছায়া, পরশ করিলে,
পুরুষ ধরম যাবে ॥
সে কেমন পুরুষ, পরশ রতন,
সে বা কোন গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে, পাষাণ পড়িলে,
পরশ পাষাণময় ॥
সাতের বাড়ীতে, ক্ষীরোদ নদী,
নারায়ণ শুভ যোগ।
সেই যোগেতে, স্থাপন করিলে
হব, রজনী মনহ যোগ ॥
রমণ রমণী, তারা দুই জন
কাঁচা পাকা দুটি থাকে।
এ রজ্জু, খসিয়া পড়িলে
রসিক মিলয়ে তাকে ॥

মনের আগুন, উঠিছে দ্বিগুণ,
তোলা পাড়া হবে সার।
চণ্ডিদাস কহে, ধন্য সেই নারী,
তলাটে নাহিক আর ॥ ২৫৬ ॥

নারীর সৃজন, অতি সে কঠিন,
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি, নারিলেক বিধি,
বিষামৃতে একত্র রয় ॥
যেমত দীপিকা, উজরে অধিকা,
ভিতরে অনল শিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া,
পুড়িয়া মরয়ে পাখা ॥
জগত ঘুরিয়া, তেমতি পড়িয়া,
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন, সে করয়ে পান,
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে ॥
হংস চক্রবাক, ছাড়িয়া উদক,
মৃণাল দুগ্ধ সদা খায়।
তেমতি নহিলে, কোথা প্রেম মিলে,
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয় ॥ ২৫৭ ॥

"A strange flower ... this barren field." 'NAMITA'

এ তিন ভুবনে ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে পরে শকতি ॥
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
মানুষ ভজন কেমনে হয় ॥
সাক্ষাত নহিলে কিছুই নয়।
মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয় ॥
কহে চণ্ডিদাস বুঝয়ে যে।
ইহার অধিক পুছয়ে যে ॥ ২৫৮ ॥

এরূপ মাধুরী যাহার মনে।
তাহার মরম সেই সে জানে ॥
তিনটী দুয়ারে যাহার আশ।
আনন্দ সাগরে তাহার বাস ॥
প্রেম সরোবরে দুইটী ধারা।
আস্বাদন করে রসিক যারা ॥
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক একত্রে দেখে ॥
প্রেমে ভোর হয়ে করয়ে আন।
নিরবধি রসিক করয়ে পান ॥
কহে চণ্ডিদাস ইহার সাক্ষী।
এরূপ সাগরে ডুবিয়া থাকি ॥ ২৫৯ ॥

স্বরূপ বিহনে, রূপের জনম,
কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিনে, কার্য্য সিদ্ধি,
কেমনে সাধকে কয় ॥
কেবা অনুগত, কাহার সহিত,
জানিবে কেমনে শুনে।
মনে অনুগত, মঞ্জরী সহিত,
ভাবিয়া দেখহ মনে ॥
দুই চারি করি, আটটা আঁখর,
তিনের জনম তায়।
এপার আঁখরে, মূল বস্তু জানিলে,
একটী আঁখর হয় ॥
* চণ্ডিদাস কহে শুন মানুষ ভাই।
সবার উপর, মানুষ সত্য,
তাহার উপর নাই ॥ ২৬০ ॥

---

*"A strange word slipped out of this mouth by a strange way!" — NAMITA

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
নাগাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে ॥
নাগান আনন্দ মন কহিয়ে নির্দ্ধারি।
পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভে ভরি ॥
সেই পূর্ণ কুম্ভ যৈছে সেবে পাতে ঢালি।
সর্ব্বাঙ্গে মস্তকে পাদ করয়ে শীতলি ॥
তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য।
তারুণ্যামৃত ধারা তার নাম কৈল ধার্য্য ॥
লাবণ্যামৃত ধারা কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।
কারুণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে ॥
সংক্ষেপে কহিল তিন স্নানের বিধান।
সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ ॥
অটল পরেতে এই পদ গুরু ধর্ম্ম।
চণ্ডিদাসে লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম ॥২৬১

দদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন ॥
পঞ্চভূত ক্ষেত্র, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, আপ
ষড়্ রিপু কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ,
মাৎসর্য্য, দম্ভ ॥
দশ ইন্দ্রিয় ক্ষত তারা হয়ত পৃথক।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় বিবিধ নামাত্মক ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়—জিহ্বা, কর্ণ, নাসা,
ত্বক, চক্ষু।
কর্ম্মেন্দ্রিয়—হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ, বপু ॥
মহাভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এই ত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ ॥
কিবা কারিগরের আজব কারিগরী।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পূরি ॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল ॥
নাসা মূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষি।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শদল পদ্ম দিল রাখি ॥
হৃদপদ্ম নির্ম্মিত আছে শতদলে।
কুলকুণ্ডলিনী দশদল হয় নাভি মূলে ॥
নাভির নিম্নভাগে হয় সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর ॥
তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটি ॥
লিঙ্গ মূলে ষড়্দালাম্বুজ নিয়োজিত।
গুহ্য মূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত ॥
এই অষ্টপদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়।
মতান্তরে হৃৎপদ্ম দ্বাদশদল কয় ॥
সহস্রদল অষ্টদল দেহ মধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয় ॥
ষট্ চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অন্ত ॥
দন্ত দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে।
মধ্যস্থিত সুষুম্না সদা প্রবল বহে ॥
মূল চক্র হয় হংস যোগের আধার।
অষ্টদল চক্রে হয় লীলার সঞ্চার ॥
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর।
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার ॥
প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান।
কণ্ঠাম্বুজাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান ॥
কণ্ঠপরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সমাধান ॥
চতুর্দ্দলে অপান সর্ব্বভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান ॥

অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম ঊর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥
প্রবর্ত্ত সাধক হৃৎনাভি পদ্মের আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়॥
রতিস্থির প্রেম সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডিদাস বলে॥ ২৬২

মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়।
মস্তক উপরে সহস্রদল পদ্ম কয়॥
ভ্রূ মধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে ষোলদল।
হৃদি মধ্যে দ্বাদশ নাভি মূলে দশদল॥
লিঙ্গ মূলে ষড়দল চতুর্দ্দশ গুহ্য মূলে।
বস্তু ভেদ আছে তার চণ্ডিদাস বলে॥২৬৩

নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে,
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া,
চণ্ডিদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপ তপ, করহ আরোপ,
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি,
শুনহ চৌষট্টি সনে॥
বস্তুতে গৃহেতে, করিয়া একত্রে,
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে, সদাই যজিতে,
সহজের এই রীতি॥
দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে,
যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
আনন্দ থাকিবে তবে॥
রতি পরকীয়া, যাহারে কহিয়া,
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক ঝিয়ারী,
রামিনী নাম যাহার॥
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডিদাসে,
শুনহ দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না, না জানে যে জনা,
সেই সে কলির ভূত॥ ২৬৪॥

শুন রজকিনী রামি।
ও দুটি চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি॥
তুমি বেদ বাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি যে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকশিত হেম,
বড়ু চণ্ডিদাস গায়॥ ২৬৫॥

এক নিবেদন, করি পুন পুন,
শুন রজকিনী রামি।
যুগল চরণ, শীতল দেখিয়া,
শরণ লইলাম আমি॥

রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন, করে উচাটন,
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন,
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্বাদিনী, হরের রমণী,
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতাল পর্ব্বত,
তুমি সে নয়ানের তারা॥
তোমা বিনে মোর, সকল আঁধার,
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিনে না দেখি, ও চাঁদ বদন,
মরমে মরিয়া থাকি॥
ওরূপ মাধুরী, পাশরিতে নারি,
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র,
তুমি উপাসনা রস॥
ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে,
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডিদাসে,
ধোপানী চরণ সার॥ ২৬৬॥

যাহা কহ বাণী, শুনহ রামিনী,
একথা ভুবন সার।
পরকীয়া রতি, করহ আরতি,
সেই সে ভজন সার॥
চণ্ডিদাস নামে, আছে একজন,
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে, নিত্য ধাম পাবে,
আমার বচন ধর॥
নেত্রে বেদ দিয়া, সদাই ভজিবা,
আনন্দে থাকিবা তবে।
সমুদ্রে ছাড়িয়া, নরকে যাইবে,
ভজন নাহিক হবে॥
আর তিন দিয়া, কেদে মিশাইয়া,
সতত তাহাই যজ।
নিত্য একমনে, ভাব রাত্রি দিনে,
মম পদ সদা ভজ॥
ব্যভিচারী হৈলে, প্রাপ্তি নাহি মিলে,
নরকে যাইবে তবে।
রতি স্থির মনে, ভাব রাত্রিদিনে,
সহজ পাইবে তবে॥
আর একবাণী, শুনহ রামিনি,
একথা রাখিও মনে।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডিদাসে,
একথা পাছে কে শুনে॥ ২৬৭॥

পুন আর বার, আসি তরাতর,
রামিনী জগত মাতা।
ধরিয়া রামিনী, কহিছেন বাণী,
শুনহ আমার কথা॥

কহিছে রজকিনী রামী, শুন চণ্ডিদাস তুমি,
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলী কহিছে যাহা, সত্য করি মান তাহা
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥

আমিত আশ্রয় হই, বিষয় তোমার কই,
রমণ কালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন, তোমায় রতি ধ্যান,
তেঞি সে তোমায় গুরু করি মানি॥
সহজ মানুষ হব, রসিক নগরে যাব,
থাকিব প্রণয় রস ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা,হইব তাহার প্রজা,
ডুবিব রসের সরোবরে॥
সেই সরোবরে গিয়া, মন পদ্ম প্রকাশিয়া,
হংস প্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধা মাধব সঙ্গে, আনন্দ কৌতুক রঙ্গে,
জনমে মরণে তুয়া পাব॥
শুন চণ্ডিদাস প্রভু, ভজন না হয় কভু,
মনের বিকার ধর্ম্ম জানে।
সাধন শৃঙ্গার রস, ইহাতে হইবে বশ,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥ ২৬৮॥

চণ্ডিদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কলপতরু॥
যে প্রেম রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥
ধন জন দারা সোঁপিলুঁ তোরে।
দয়া না ছাড়িও কখন মোরে॥
ধরম করম কিছু না জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি॥
এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কিরূপ হব॥
বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক ঝি॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হৈয়ে নিত্যতে যাবে॥
চণ্ডিদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হৈলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যতে গেলা॥২৬৯॥

চণ্ডিদাস কহে শুনহ মাতা।
কহিলে আমারে সাধন কথা॥
সাতাশী উপরে তিনের স্থিতি।
সে তিন রহয়ে কাহার গতি॥
এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয়।
কি বীজ সাধিয়া সাধক কয়॥
রতির আকৃতি বলিয়ে যারে।
রসের প্রকার কহিবে মোরে॥
কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি॥
সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে॥
সামান্য বিশেষ একতা রতি।
এ কথা শুনিয়া সন্দেহ মতি॥
সামান্য রতিতে কি বীজ হয়।
বিশেষ রতিতে কি বীজ হয়॥
সামান্য রসকে কি রস যজে।
কি বীজ প্রকারে বিশেষ মজে॥
তিনটী দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে॥
চণ্ডিদাস কহে কহিবে মোরে।
বাশুলী কহিছে কহিব তোরে॥২৭০॥

এ দেহ সে দেহ একই রূপ।
তবে সে জানিবে রসের কূপ॥
এ বীজে সে বীজে একতা হবে।
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে॥
সে বীজে যজিয়ে এ বীজ ভজে।
সেই সে প্রেমের সাগরে মজে॥
রতিতে রসেতে একতা করি।
সাধিবে সাধক বিচার করি॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বিশুদ্ধ রতিতে করণ কি।
সাধহ সতত রজক ঝী॥
সাতাশী উপরে তাহার ঘর।
তিনটী দুয়ার তাহার পর॥
বীজে মিশাইয়া রামিনী যজ।
রসিক মণ্ডলে সতত ভজ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে।
সাধিতে নারিলে নরকে যাবে॥
বাশুলী কহয়ে এই সে হয়।
চণ্ডিদাস কহে অন্যথা নয়॥ ২৭১॥

বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন বীজ॥
প্রথম দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়।
কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি সে হই॥
সাতাশী আখরে সাধিবে তিন।
একত্র করিয়া আপন মন॥
রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটী আখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আখরে বাণকে ভজি॥
দ্বিতীয় আসকে সামান্য রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ আখর সামান্য রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রস সমুদ্রে বেদান্ত পার॥ ২৭২॥

চৌদ্দভুবনে ভুবন তিন।
সপ্ত আখরে তাহার চিন॥
দুইটি আখরে সদা পিরীতি।
তিনটি পরশে উপজে রতি॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটী আখর পাঁচের পর॥
কনক আসন আছয়ে তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপন কালে॥
তাপিত জন সে আনন্দ পায়।
শীত ভীত জন ভয়ে পলায়॥
পঞ্চরস আদি একত্রে মেলি।
যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি॥
অষ্ট আখর একত্রে সবে।
কনক আসন জানিবে তবে॥

পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডিদাস বিধেয় কয়॥ ২৭৩

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন॥
পূর্ব্বরাগ হৈতে সীমা সমৃদ্ধি মান আদি।
রসের ভঙ্গিত ক্রমে যাতক অবধি॥
পতি উপপতি ভবে দ্বাদশ যে রস।
পুন যে দ্বিগুণ হয়ে কর‍য়ে প্রকাশ॥
কন্যার বিবাহ আর অন্যের উপপতি।
ভাবভেদে এই হয় চব্বিশ রস রীতি॥

পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ কই॥
এই সব নাম ভেদে নায়কের ভেদ॥
পুন হয় তাহার লক্ষণ বিভেদ॥
এই সব গুণ কৃষ্ণচন্দ্রে একা বর্ত্তে।
চণ্ডিদাস কহে রসভেদ একপাত্রে॥ ২৭৪*

---

* সাধন প্রণালীর পদগুলির অর্থ রসিক ভক্ত জনবেদ্য, এই জন্য সাধারণে প্রকাশ করা গেল না, ইহা নিজ নিজ গুরুমুখে শ্রোতব্য।

চণ্ডিদাস সমাপ্ত।

মহাজনী পদাবলী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিদ্যাপতি।

শ্রীরাধিকা প্রতি সখীর বাক্য।

ধানশী।

ধনি ধনি রমণী জনম ধনি তোর।
সব জন কানু, কানু করি ঝুরইয়,
সে তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি, তিয়াষল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দ্রা।
তরু লতিকা, অবলম্বনকারী,
মঝু মনে লাগল ধন্ধা॥
কেশ পসারি, যবহুঁ তুহুঁ আছলি,
উরপর অম্বর আধা।
সো সব সঙরিতে, কানু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা
হসইতে কব তুহুঁ, দশন দেখাঅলি,
করে কর যোড়হি মোড়।
অলখিতে দিঠি কব, হৃদয়ে পসারলি,
পুন হেরী সখী কলি কোর॥

শব্দার্থ।

ধনি ধনি—ধন্য ধন্য। ধনি—হে ধন্যা। ঝুরই—ভাবনা করে। সো—সে। তুয়া—তোমার। বিভোর—বাহ্যজ্ঞান রহিত। তিয়াষল—পিপাসিত হইল। চন্দ্রা—চন্দ্র। মঝু—আমার। ধন্ধা—ধাঁধা। পসারি—প্রসারিত করিয়া। যবহুঁ—যখন। তুহুঁ—তুমি। আছলি—ছিলে। উরপর—বক্ষঃস্থলে। অম্বর—বস্ত্র। আধা—অর্দ্ধ। সঙরিতে—স্মরণ করিতে। ভেল—হইল। ইথে—ইহাতে। হসইতে—হাসিতে। কব—কবে। দেখাঅলি—দেখাইলি। করযোড়হি—করযোড় করিয়া। মোর—মুড়িয়া। অলখিতে—অলক্ষ্য ভাবে। দিঠি—দৃষ্টি কলি—করিলি। কোর—

এতহুঁ নিদেশ, কহলুঁ তুহে সুন্দরি,
জানি ইহ করহুঁ বিধান।
হৃদয় পুতলি তুহুঁ, সো শূন কলেবর,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদ দশা বর্ণন।

তুড়ী।

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনু উনমত কান॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক্ হা ধিক্ বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপ নারায়ণ সাখী॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণের তানব দশা বর্ণন।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধব সাধে॥ ধ্রু॥
চাঁদ দিনহি দিন হীনা।
সে পুন পালটি খেণে খেণে ক্ষীণা॥
অঙ্গুরি বলয়া পুন ফেরি।
ভাঙ্গি গঢ়াঅব বুঝি কত বেরি॥
তোঁহার চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি॥ ৩॥

ক্রোড়। এতহুঁ—এই সকল। নিদেশ—নির্দ্দেশ। কহলুঁ—কহিলাম। তুহে—তোমাকে। ইহ—ইহা। করহুঁ—কর। শূনকলেবর—শূন্যদেহ। ভাণ—ভণ ধাতু কথনে॥ ১॥

ভাবার্থ।

শ্রীরাধিকার নিকটে কোন সখী আসিয়া সর্ব্বনায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের লালসাদশা ও উদ্বেগদশা বর্ণন করিতেছেন। তৃষ্ণাতিরেককে লালসা কহে। উদ্বেগদশার লক্ষণ ১২ পৃষ্ঠা দেখ। হে ধন্যা চাতক, চকোর ও লতা ইহারা মেঘ, চন্দ্র ও তরুর জন্য ব্যাকুল হয়, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মেঘ চন্দ্র ও তরু ইহারা চাতক, চকোর ও লতার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে॥ ১॥

শব্দার্থ।

তো বিনু—তোমা ব্যতীত। উনমত—উন্মত্ত। কান—কৃষ্ণ। দুরবল—দুর্ব্বল। ধরই না পারই—ধরিতে পারে না। ভাখি—ভাষি॥ ২॥

ভাবার্থ।

সখী কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদদশা বর্ণিত হইতেছে। উন্মাদের লক্ষণ-"সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্ক তয়া সদা। অতস্মিং স্তদতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্ত্যতে। অত্রেষ্ট দ্বেষ নিশ্বাস নিমেষ বিরহাদয়ঃ॥ কারণ ব্যতীত হাস্য ইহাই ভ্রান্তি॥ ২॥

শব্দার্থ।

মাধব—শ্রীকৃষ্ণ। কি সাধব সাধে—কোন সাধ সিদ্ধ করিবে অর্থাৎ মিটাইবে। দিনহি দিন—দিন দিন। পালটি—পুনঃ। খেণে খেণে—ক্ষণে ক্ষণে॥ ৩॥

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহইতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছন বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
সবহুঁ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুষ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥ ৪॥

ভাবার্থ।

সখী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের তানবদশা বর্ণিত হইতেছে—তানবদশার লক্ষণ—"তানবং কৃশতা-গাত্রে দৌর্ব্বল্যং ভ্রমণাদিকৃৎ।" যেমন চাঁদ দিন-দিন ক্ষীণ হয়, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ হইতেছেন, ইহাই গাত্রের কৃশতা। হে রাধে! কৃষ্ণ এতই কৃশ হইতেছেন যে, তাঁহার অঙ্গুরীয় এখন বলয় হইয়াছে, বোধ করি, তাহাও পুনরায় কতবার ভাঙ্গিয়া গড়াইতে হইবে॥ ৩॥

শব্দার্থ।

সুপুরুখ—সুপুরুষ। সুজনক—সুজনের। দহইতে—পোড়াইতে। কনক—স্বর্ণ। মূল—মূল্য। টুটইতে—ভাঙ্গিতে। যৈছন—যেমন। সবহুঁ—সকল। মতঙ্গজ—হস্তী। মোতি—মৌক্তিক॥ ৪॥

সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি।

ধানশী।

না জানি প্রেমরস নাহি রতি রঙ্গ।
কেমনে মিলব ধনি সুপুরুখ সঙ্গ॥
তুহারি বচনে যদি করব পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ জীত॥
সখিহে, হাম অব কি বোলব তোয়।
তা সঞে রভস রস কভু নাহি হোয়॥
সো বর নাগর নব অনুরাগী।
পাঁচশরে মদন মনোরথ জাগি॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সেহি।
জীউ নিকষব যব রাখব কেহি॥
বিদ্যাপতি কহে মিছই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥ ৫॥

শ্রীরাধিকার প্রতি সখী বাক্য।

শঙ্করাভরণ।

জাবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব যৌবন যব সুপুরুখ অঙ্গ॥

শব্দার্থ।

মিলব—মিলিত হইব। তুহারি—তোমার। করব—করিব। হাম—আমি। অব—এখন। তা সঞে—তাহার সঙ্গে। রভস—রহস্য। দরশে—দর্শনকালে। জীউ—জীবন। নিকষব—বাহির হইবে। যব—যখন। রাখব কেহি—কে রাখিবে। মিছই—মিথ্যা। তরাস—ত্রাস। ঐছে—ঐরূপ। তাক—তাহার॥ ৫॥

শব্দার্থ।

চাহি—হইতে। কবহুঁ—কখনও। চাঁদ কলা

সুপুরুখ প্রেম কবহুঁ নাহি ছাড়ি।
দিনে দিনে চাঁদ কলা সম বাঢ়ি॥
তুহুঁ যৈছে রসবতী কানু রসকন্দ।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহুঁ যদি কহসি করিয়ে অনুষঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহ ইথে নাহি লাজ।
রূপ গুণবতী কহ ইহ বড় কাজ॥৬॥

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি।

ভাটিয়ারি।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥
বচন চাতুরি হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না বুঝিয়ে মান॥
সহচরী মেলি বনাওত বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত।
কৈছে মিলিব হাম মাধব সাথ॥
সো বরনাগর রসিক সুজান।
হাম অবলামতি অলপ গেয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়।
অবকে মীলন সমুচিত হোয়॥ ৭॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি।

সখী শিক্ষা।

কানড়া।

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখাওব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকা তিলকা করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর বিরাজ॥
যাওবি বসনে ঢাকি সব অঙ্গ।
দূরে রহিব যেন বাত বিভঙ্গ॥
সজনি, পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়ানে ধনি মদন জাগাবি॥
ঝাপবি কুচ দরশাওবি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ॥

সম বাঢ়ি—শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হয়। তুহুঁ যৈছে—তুমি যেমন। কন্দ—মূল। অনুষঙ্গ—প্রসঙ্গ। চৌরি পিরীতি—গুপ্তপ্রেম। বরজ সমাজ—ব্রজসমাজ॥ ৬॥

ভাবার্থ।

কোন সখী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিতেছেন। হে রাধে! জীবন হইতে যৌবন শ্রেষ্ঠ; আবার সেই যৌবন যদি সুপুরুষ সঙ্গ হয়, তাহা আরও শ্রেষ্ঠ; সুপুরুষের সহিত প্রেম কর্ত্তব্য, কদাচ ত্যজ্য নহে॥ ৬॥

শব্দার্থ।

পরণাম—প্রণাম। হাম—আমি। যাওব—যাইব। পিয়া—প্রিয়। ঠাম—ঠাঁই। কছু—কিছু। বনাওত—প্রস্তুত করে॥ ৭॥

শব্দার্থ।

মঝু উপদেশ—আমার উপদেশ। পহিলহি—প্রথম। নিয়ড়ে—নিকটে। ঝাপবি—আচ্ছা-

মান করবি কিছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যো গুণবন্ত সোই ফল পাব॥ ৮॥

—

ভূপালী।

শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেঅব তোহে উপদেশ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম॥
পরশিতে দুহুঁ করে ঠেলবি পাণি।
মৌন রহবি পহুঁ পুছইতে বাণী॥
যব হাম সোঁপব করে কর আপি।
সাধসে উলটী ধরবি মোহে কাঁপি॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট।
কামগুরু হোই শিখাঅব পাঠ॥ ৯॥

—

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

ধানশী।

গেলি কামিনী, গজহুঁ গামিনী,
বিহসি পালটী নিহার।
ইন্দ্র জালক, কুসুম সায়ক,
কুহকী ভেল বর নারী॥
জোড়ি ভুজ যুগ, মোড়ি বেড়ল,
ততহি বয়ন সুছন্দ।
দাম চম্পকে, কাম পূজল,
যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল, ঝাপি চঞ্চল,
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে, শরদ ঘন জনু,
বেকত কয়ল সুমেরু॥
পুনহি দশনে, জীবন জুড়অব,
টুটক বিরহকি ওর।
চরণে যাবক, হৃদয়ে পাবক,
দহই সব অঙ্গ মোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি,
চিত থির নাহি হোয়।

দিত করিবি। দরশাঅবি —দর্শন করাইবি। কন্দ—মূলদেশ। নীবিহক—ঘাগ্‌রার॥ ৮॥

শব্দার্থ।

আজু—অদ্য। দেয়ব—দিব। বৈঠবি—উপবেশন করিবি। শয়নক—শয্যায়। মোড়বি গীম—গ্রীবা বক্র করিবি। পুহুঁ—নায়ক। পুছইতে—জিজ্ঞাসা করিতে। সোঁপব—সমর্পণ করিব। আপি—অর্পণ করিয়া। সাধসে—সাধ্বসে। মোহে আমাকে। ঠাট—সমূহ॥ ৯॥

শব্দার্থ।

গেলি—গেল। বিহসি—হাসিয়া। ইন্দ্রজালক—ঐন্দ্রজালিক। কুসুমসায়ক—কন্দর্প। কুহকী—ভেল্কি। জোড়—যোড় করিয়া। ততহি—তাহাতে। বয়ন—বদন। সুছন্দ—সুন্দর। দাম—মালা। উরহি—বক্ষঃস্থলে। ঝাপি—আবৃত করিয়া। হেরু—দেখিতে লাগিল। জনু—যেন। বেকত—ব্যক্ত। কয়ল—করিল। টুটব—নষ্ট

সে যে রমণী, পরম গুণমণি,
পুন কি মলিব মোয় ॥ ১০ ॥

ধানশী।

অপরূপ পেখলুঁ রামা।
কনকলতা, অবলম্বনে উয়ল,
হরিণ হীন হিমধামা ॥
নয়ন নলিন দৌ, অঞ্জনে রঞ্জই,
ভাঙ বিভঙ্গ বিলাস।
চকিত চকোর, যোড় বিধি বান্ধল,
কেবল কাজর পাশ ॥
গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিতে,
গীম গজমোতিম হারা।
কাম কম্বু ভরি, কনয়াশম্ভুপরি,
ঢারত সুরধুনী ধারা ॥
পয়সি পয়াগে, যাগ শত যাগই,
সোই পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহে, গোকুল নায়ক,
গোপীজন অনুরাগী ॥ ১১ ॥

হইবে। বিরহকি—বিরহের। ওর—সীমা। যাবক—অলক্ত। দহই—দগ্ধ করে ॥ ১০ ॥

ভাবার্থ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া প্রিয় নর্ম্ম গজেন্দ্রগামিনী ঈষৎহাস্যযুক্ত কটাক্ষ করিয়া গমন করিল, তখন বোধ হইল, যেন কন্দর্পের ঐন্দ্রজালিকা একটী রমণী চলিয়া গেল। আবার যখন করযুগল যোড় করিয়া মুড়িয়া বদনের সম্মুখে ধরিল, তখন বোধ হইল, যেন কামদেব চম্পকমালা দ্বারা চন্দ্রকে পূজা করিল। যখন চঞ্চল হইয়া অঞ্চল দ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া আবার বসন মুক্ত করতঃ পয়োধরের অর্দ্ধভাগ দেখিতে লাগিল, তখন বোধ হইল, যেন শরৎকালীন মেঘ পবন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতকে পরিব্যক্ত করিল। হে সখে, তাহা পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া বিরহ জ্বালা কি জুড়াইতে পারিব? তাহার চরণে অলক্ত বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে তাহা অগ্নির ন্যায় হইয়া দাহন করিতেছে ॥ ১০ ॥

শব্দার্থ।

পদামৃত সমুদ্রে "অপরূব" শব্দ প্রয়োগ আছে, তাহার টীকায় রাধামোহন বলেন যে, সংস্কৃত অপূর্ব্ব শব্দের অপভ্রংশে অপরূব শব্দ হইয়াছে। ইহা যুক্তিসঙ্গত হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় এই শব্দ প্রসিদ্ধ নহে, এই জন্য অপরূপ শব্দই ব্যবহৃত হইল। পেখলুঁ—দেখিলাম। উয়ল—উদিত হইল। হরিণ হীন—কলঙ্ক হীন। হিমধাম—চন্দ্র। দৌ—দুই। রঞ্জই—রঞ্জিত ভাঙ বিভঙ্গ—ভ্রূভঙ্গী। বান্ধল—বন্ধন করিল পাশ—বন্ধন রজ্জু। গুরুয়া—বৃহৎ। গীম—গ্রীবা। গজমোতিম হারা—গজমৌক্তিক হার কাম—কন্দর্প। কম্বু—শঙ্খ। কনয়াশম্ভু—সুবর্ণ শিবলিঙ্গ। ঢারত—ঢালিতেছে। পয়সি পয়াগে—প্রয়াগের জলে। যাগ শত—যজ্ঞ শত যাগই—যজন করে। সোই—সেই। পাওয়ে—প্রাপ্ত হয়। বহুভাগী—বহু ভাগ্যবান্ ॥ ১১ ॥

ভাবার্থ।

সখে! আমি অপূর্ব্ব রমণী দর্শন করিলাম। রমণীর অপূর্ব্বত্ব এইরূপ—একটী সুবর্ণ লতা অবলম্বন করিয়া নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র রহিয়াছে এখানে সুবর্ণলতা শ্রীরাধিকার দেহ, সেই দেহ অতি ক্ষীণা তাহাই ব্যক্ত হইল। আবার তাহার নয়ন দুটী অঞ্জন রঞ্জিত (ইহাতে নয়

যথা রাগ।

অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চাঁদ উজোরি ॥
কুটিল কটাখ ছুটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বরে ভেল ॥
কাহার রমণী ও কে উহ জান।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ ॥
লীলা কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চলিল ধনি চকিত নেহারি ॥
তে ভেল বেকত পয়োধর শোভা।
কনক কমল হেরি কাহে মনোলোভা ॥
আধ লুকাঅলি আধ উদাস।
কুচ কুম্ভ কহি গেও আপনক আশ ॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন শর কাহে না লাগ ॥ ১২ ॥

নর নিম্ন দেশে কৃষ্ণবর্ণ একটী চিহ্ন) ভ্রূ ভঙ্গীর বিলাস অতি মনোহর (ইহাতে নয়নের উপরিভাগেও কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখা যাইতেছে) ইহাতে বোধ হইতেছে—পাছে দুইটী চকোরে দোর জন্য দ্বন্দ্ব করে, তাই বিধাতা কজ্জল-রূপ রজ্জু দ্বারা উভয়কে বান্ধিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীরাধার গলদেশে যে গজমৌক্তিকমালা, যাহা গুরু পয়োধরের উপরে দুলিতেছে, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন কন্দর্পদেব শঙ্খ জলপূর্ণ করিয়া সুবর্ণ নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের উপর ঢালিতেছেন। এখানে শঙ্খের সহিত কণ্ঠের সাদৃশ্য দর্শিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়া সেই রমণী রত্ন লাভের উপায় বলিতেছেন। হে সখে! যে বহু ভাগ্যবান প্রয়াগের জলে শত শত যজ্ঞ করে, সেই ব্যক্তিই এই রমণী রত্ন লাভে সমর্থ ॥ ১১ ॥

শব্দার্থ।

অলখিতে—অলক্ষ্যে। হামে—আমাকে। বিহসলি থোরি—ঈষৎ হাস্য করিল। জনু—যেন। ভেল—হইল। উজোরি—উজ্জ্বল। কটাখ—কটাক্ষ। ডম্বর—সমূহ। অম্বরে—আকাশে। কাহে—কেন ॥ ১২ ॥

ভাবার্থ।

হে সখে! এ কাহার রমণী, তাহা কেই বা জানে। সে আমার প্রাণ আকুল করিয়া গেল। আবার অলক্ষ্য ভাবে ঈষৎ হাস্য করিল, তাহাতে যেন রাত্রিতে চাঁদের উদয় হইল। তাহার কুটিল কটাক্ষ আমার প্রতি বারম্বার নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন আকাশ মার্গে কতকগুলি মধুকর উড়িতেছে।

তাহার করকমলস্থিত লীলাকমল দ্বারা ভ্রমর রাজিকে নিবারণ করিয়া চকিতের ন্যায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার পয়োধর শোভা পরিব্যক্ত হইল। কেন বলিতে পারি না, সেই কনক কমল দর্শন করিয়া আমার মন লুব্ধ হইল। তাহা অর্দ্ধাবৃত দেখিয়া বোধ হইল তাহাকে পাইবার আশা আছে ॥ ১২ ॥

কামোদ।

সজনি ভাল করি পেখি না ভেল।
মেঘমাল সঞে, তড়িত লতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥

শব্দার্থ।

পেখি না ভেল—দেখা হইল না। মেঘমাল সঞে—মেঘ সমূহ হইতে। তড়িত লতা—বিদ্যুৎ

আধ আচর খসি, আধ বদনে হাসি,
আধহি নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি,
তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥
একে তনু গোরা, কনক কটোরা,
অতনু কাঁচলা উপাম।
হাসে হরল মন, জনু বুঝি ঐছন,
ফাস পসারল কাম ॥
দশন মুকুতা পাঁতি, অধরু মিলাঅত,
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতএব সে দুখরহ,
হেরি হেরি না পূরল আশা ॥ ১৩ ॥

ধানশী।

কিয়ে মঝু দিঠি পড়ল শশি বয়না।
নিমিখ নিবারি রহল দুঅ নয়না ॥
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর ॥
কাল হই কিয়ে উপজল গোর ॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভাব জাগি ॥

লতা। আঁচর—অঞ্চল। হসি—হাসিয়া। দগধে—দগ্ধ করে। অতনু—কন্দর্প ॥ ১৩ ॥

শব্দার্থ।

কিয়ে—কি। মঝু—আমার। দিঠি—নয়নে। পড়ল—পড়িল। শশিবয়না—চন্দ্রবদনী। নিমিখ—নিমিষ। রহল—রহিল। দুঅ—দুই। বঙ্ক বিলোকন—বাঁকা চাহনি। থোর—অল্প। মনো-

শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব।
চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব ॥
আশা পাশ না তেজই অঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম তরঙ্গ ॥ ১৪ ॥

তিরোতা ধানশী।

নবনুঙাবদনী ধনি বচন কহই হাসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূর্ণিমাশশী ॥
অপরূপ রূপ রমণী মণি।
যাইতে পেখলুঁ গজরাজ গমনী ধনি ॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিণি।
তনু অতি কোমলিনী ॥

ভব—কন্দর্প। ঐছে—ঐ প্রকার। রাব—রব যাব—যায় ॥ ১৪ ॥

ভাবার্থ।

সখে! কি (অদৃষ্টপূর্ব্বা) চন্দ্রবদনী আমা নয়ন গোচর হইল। সেই কামিনী নির্নিমেষ নয়নদ্ব আমাকে অল্প বক্রভাবে অবলোকন করিল। জানি, কি যেন কালস্বরূপ হইয়া আমার হৃদ প্রকাশিত হইল। আমার মানস তাহার হৃদ লাগিয়া রহিল বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে কন্দ জাগিয়া রহিল, তাহার বাক্য শ্রবণ করিবার জ আমার শ্রবণদ্বয় নিযুক্ত রহিল, আমি চলিয়া আসিত চাহিলেও আমার চরণদ্বয় চলিল না, অধিক বলিব, আমি সে আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না ॥ ১৪ ॥

শব্দার্থ।

নবনুঙা—নবনীত। কহই—কহে। হাসি—হাসিয়া। অমিয়া—অমৃত। বরিখে—বর্ষণ করে জনু—যেন। শরদ পূর্ণিমাশশী—শরৎকালের পূ চন্দ্র। রমণীমণি—রমণী-শ্রেষ্ঠ। পেখলুঁ—দেখি

কুচ্ ছিরি ফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে
জনি ॥
কাজরে রঞ্জিত বনি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিলল কমল পর ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাইরূপ হেরি গরগর অন্তর ॥ ১৫ ॥

বেলোয়ার।

যব গোধূলি সময় বেলি,
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধরে, বিজুরী রেহা,
দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলি ॥
ধনি অল্প বয়স বালা,
জনু গাথনি পুহপ মালা।
থোরি দরশনে, আশ না পূরল,
বাঢ়ল মদন জ্বালা ॥
ধনি গোরী কলেবর লুনা,
জনু আচরে উজোর সোণা।
কেশরী জিনিয়া, মাঝারি খিণী,
দুলহ লোচন কোণা ॥
ধনি ঈষত হাসনি সনে,
মঝু হানল নয়ান বাণে ॥
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর,
কবি বিদ্যাপতি ভাণে ॥ ১৬ ॥

গান্ধার।

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ ॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা ॥
তিতিল বসন তনু লাগি।
মুনিহক মানস মনমথ জাগি ॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা ॥
ইথে শঙ্কা ভুজ পাশে।
বাঁধি ধয়ল তনু উড়ব তরাসে ॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিকজন পাওয়ে ॥ ১৭

লাম। মাঝারি খিণী—মধ্যক্ষীণা। ছিরিফল—শ্রীফল। জনি—যেন। রঞ্জিত বনি—রঞ্জিত করিয়া। ভুলল জনু—ভুলিল যেন ॥ ১৫ ॥

শব্দার্থ।

যব—যখন। বেলি—বেলা। ভেলি—হইল। বিজুরী—বিদ্যুৎ। রেহা—রেখা। গেলি—গেল। জনু—হেন। পুহপমালা—পুষ্পমালা। থোরি—অল্প। বাঢ়ল—বাড়িল। লুনা—ক্ষীণা। আচরে—আচরণ করে। উজোর—উজ্জ্বল। মাঝারিখিণী—মধ্য ক্ষীণা। দুলহ—দুর্লভ। দুলহ লোচন কোণা—অর্থাৎ নয়ন কোণেরও দুর্লভ। মুঝে—আমাকে। হানল—হানিল ॥ ১৬ ॥

শব্দার্থ।

সিনান—স্নান। কিয়ে—বুঝি। রোয়ে—রোদন করে। আন্ধিয়ারা—অন্ধকার। তিতল—ভিজা। মুনিহক—মুনিদিগের। চকেবা—চক্রবাক। নিজ কুলে—স্বীয় কুলে বা এককুলে। ধয়ল—ধরিল। উড়ব—উড়িয়া যাইবে। তরাসে—ত্রাসে বা ভয়ে ॥ ১৭ ॥

ভাবার্থ।

কোন সখার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য। হে সখে! সেই কামিনী যমুনা জলে স্নান করিতেছিল, তাহা আমি দর্শন করিতেই আমার হৃদয়ে পাঁচবাণ (মদন, মাদন, শোষণ, মোহন ও স্তম্ভন) বিদ্ধ করিল। তাহার কেশ রাশিতে জল ধারা পতিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, তাহার মুখ চন্দ্রের ভয়ে অন্ধকার রোদন করিতেছে। আর অভিষিক্ত সূক্ষ্ম বস্ত্র তাহার শরীরে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিলে মুনিদিগের মনেও মন্মথ জাগরিত হয়। কুচ যুগল মনোহর, তখন স্নান কাল—রাত্রির শেষ যাম হইলেও যেন দৈব কর্ত্তৃক চক্রবাক ও চক্রবাকী নদীর এক কূলে মিলিত হইয়াছে। সেই চক্রবাক ও চক্রবাকী পাছে উড়িয়া যায়, এই ভয়ে যেন সেই রমণী ভুজ পাশ দ্বারা তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে।

বিদ্যাপতির পদগুলি মৈথিলী ভাষায় রচিত হইলেও অনুমান চারিশত বর্ষকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মুখে গীত হইতেছে, সুতরাং ইহার অনেক অংশ বাঙ্গালার আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আধুনিক সংগ্রহকার শ্রীযুক্ত গিয়ার্সন সাহেব এই পদটী মিথিলা হইতে কিরূপ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই দেখান যাইতেছে। যথা—

কামিনী করু অসনানে।
হেরইতে হিদয় হনল পচবানে॥
তিতিল বসন তন লাগু।
মুনিহুঁক মন সমস্ত ভয় জাগু॥
চিকুর বহে জল ধারে।
জনি শশি বিমু মোহি লাগত আন্ধারে॥
কুচ যুগ চারু চকেবা।
নিজ কর কমল আনি ভুজ দেবা॥
তেঁসঁসে ভুজ ফাঁসে।
বাঁধি ধরিঅ লাগত অকাসে॥
ভণহিঁ বিদ্যাপতি ভানে।
সুপুরুখ কবহুঁ ন হোয়ত ন দানে॥ ১৭॥

ধানশী।

যাইতে পেখলুঁ নাহলি গোরি।
কতি সঞে রূপ আনলি চোরি॥
কেশ নিঙারিতে বহে জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা॥
অলকহি তিতল তঁহি অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেড়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর পয়োধর সীমা।
কনক বেলে জনু পড়িগেও হিমা॥
তুলকি কহতহিঁ চাহি দেখা।
অবহি ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা।
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ও রূপ নেহারি॥ ১৮॥

শব্দার্থ।

কতিসঞে—কোথা হইতে। অলক—চূ কুন্তল। তিতল—অভিষিক্ত বা ভিজা। নী নিরঞ্জন—জলে ধৌত হইয়া নয়ন অঞ্জন শূ হইয়াছে। রাতা—রাঙা। কনক বেলে—সুব বিম্ব ফলে। জনু—যেন। পড়িগেও—পড়িয়াছে হিমা—শিশির। তুলকি—কার্পাস বস্ত্র। ক তুহি—কহিতেছে। চাহি দেহা—দেহকে চাহিয়া অবহি—এখনি। মোহে—আমাকে। লেহা—

সিন্দুড়া।

আজু মঝু শুভদিন ভেলা।
কামিনী পেখলুঁ সিননে ক বেলা ॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা ॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধঅল জনু কনক মুকুর ॥
তেঁ উদসল কুচ জোড়া।
পালটী বৈঠাঅল কনক কটোরা ॥
নীবিবন্ধ করল উদেশ।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ ॥১৯॥

বর্ষণ করে। মোতিম হারা—মৌক্তিকমালা। মোছহ—মার্জ্জনা করিল। পরচুর—প্রচুর। ধঅল—ধরিল বা রাখিল। কনক মুকুর—স্বর্ণ দর্পণ। তেঁ—তাহাতে। উদসল—উদাস হইল। জোড়া—যুগল। নীবিবন্ধ—ঘাগরা বন্ধন রজ্জু। করল—করিল। উদেশ—শিথিল ॥ ১৯ ॥

ভালবাসা। ঐছে—ঐরূপ। ফেরি—পুনর্ব্বার। ইথে লাগি—এই জন্য ॥ ১৮ ॥

ভাবার্থ।

আমি যাইতে দেখিলাম, গৌরী স্নান করিতেছে, এমন রূপ সে কোথা হইতে চুরি করিয়া আনিল? যখন দেখিলাম, কেশ নিঙড়াইতেছে, তখন যেন চামরে মুক্তার হার বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইহাতে শ্রীমতীর কেশের প্রাচুর্য্য বর্ণিত হইল। আবার তাহার ভিজা অলকাগুলির শোভাই বা কি বলিব? যেন মধু লোভে ভ্রমর সমূহ কমলকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এখানে শ্রীমতীর মুখকে কমল ও অলকাবলিকে ভ্রমর রূপে বর্ণিত হইয়াছে, বারিকর্ত্তৃক তাহার নয়ন অঞ্জন বিদূরিত হইয়াছে, সুতরাং লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে। তাহাতে যেন পদ্ম পুষ্পের দলে সিন্দূর মাখান বলিয়া বোধ হইতেছে। বক্ষঃস্থলে আর্দ্র বস্ত্র থাকায় বোধ হইল, যেন বিল্বফলে শিশিরবিন্দু নিপতিত হইয়াছে। শ্রীমতীর অঙ্গের আর্দ্রবস্ত্র হইতে জলধারা পড়িতেছে, তাহা দেখিয়া বুঝিলাম যে, বস্ত্র দেহকে বলিতেছে, "অহে দেহ, তুমিত আমাকে এখনই পরিত্যাগ করিবা, কিন্তু আমি আর কখনও এমন রস পাইব না" এই জন্যই যেন জলধারাচ্ছলে সেই বস্ত্র ক্রন্দন করিতেছে ॥ ১৮ ॥

শব্দার্থ।

আজু—অদ্য। মঝু—আমার। ভেলা—হইল। পেখলুঁ—দেখিলাম। মেহ—মেঘ। বরিখে—

তিরোতা।

নাহিয়া উঠল তীরে সো ধনি রাই।
নঝুমুখ সুন্দরী অবনত চাই ॥
একলি চলিল ধনি হই আগুয়ান।
উমতি কহয়ে সখি করহ পয়ান ॥
এ সখি পেখলুঁ অপরূপ গৌরী।
বল করি চিত চোরাঅলি মোরি ॥
কিয়ে ধনি রাগি বিরাগিণী হোয়।
আশ নৈরাশ দগধে তনু মোয় ॥

শব্দার্থ।

নাহিয়া—স্নান করিয়া। উঠল—উঠিল। সো—সেই। ধনি—ধন্যা। রাই—রাধিকা। মঝু—আমার। চাই—চাহিয়া। একলি—একাকিনী। আগুয়ান—অগ্রবর্ত্তিনী। উমতি—চমকি। পয়ণ—প্রয়াণ। পেখলুঁ—দেখিলাম। অপরূপ—অপূর্ব্ব। গৌরী—গৌরবর্ণা স্ত্রী।

কৈছে মিলব মোহে সো ধনি অবলা
চিত নয়ন মঝু তুহুঁ তাহে রহলা ॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারি।
ধৈরজ করহ মিলব বর নারী ॥ ২০ ॥

পুরবী।

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী তরঙ্গ ॥
কি হেরিলোঁ অপরূপ গোরী।
পৈঠল হিয়মাহা মোরি ॥ ধ্রু ॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ ॥
যাঁহা লহু হাস সঞ্চায়।
তাঁহা তাঁহা অমিয়া বিকার ॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তাঁহি মদন শর লাখ ॥
হেরইতে সোধনি থোর।
অব তিন ভুবন আগোর ॥
পুন কিয়ে দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুখ যাব ॥

বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি ॥ ২১ ॥

* বয়ঃ সন্ধি।

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ ॥
শুন শুন মাধব তোঁহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলুঁ রাই ॥ ধ্রু ॥
মুখ রুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলী কমলক সঙ্গ ॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মাধু (১) মাতাল কিয়ে উড়ই না পার ॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দূতিক বচনে।
বিকসল অঙ্গ না যাঅত ধরণে ॥ ২২ ॥

চোরাঅলি—চুরি করিব। মোরি—আমার। অন্যান্য শব্দার্থ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য ॥ ২০ ॥

শব্দার্থ।

হেরিলোঁ—দেখিলাম। পৈঠল—প্রবেশ করিল। হিয়মাহা—হৃদয় মধ্যে। মোরি—আমারই। লহু—লঘু। অমিয়া—অমৃত। বিকার—বিকৃতি বা রূপান্তর। কটাখ—কটাক্ষ। লাখ-লক্ষ। আগোর—শ্রেষ্ঠ। পাব—পাইব। যাব—যাইবে। দেয়ব দিবে ॥ ২১ ॥

* বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্ব্বয়সন্ধিরিতীর্য্যতে। মধুর রসে বয়স চারি প্রকার যথা—বয়ঃসন্ধি, নব্য যৌবন, ব্যক্ত যৌবন ও পূর্ণ যৌবন। তন্মধ্যে বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলকে বয়ঃসন্ধি বলে।

(১) যেন মত্ত মধুকর উড়িতে পারিতেছে না। ভাঙক ভঙ্গিম—ভ্রুভঙ্গী। থোর জনি—যেন অল্প বা ঈষৎ। কাজরে সাজল মদন—কন্দর্পের ধনু যেন কজ্জল দ্বারা মার্জ্জিত করিয়াছে ॥ ২২ ॥

তিরথা।

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন লেল॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥
মুকুর লেই অব করত শিঙ্গার।
সখীরে পুছয়ে সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত আপত পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ॥
মাধব পেখলুঁ অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
দুহ একযোগ ইহকো কহে সিয়ানি॥২৩॥

তথা রাগ।

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ না ঝাপয়ে লাজে॥
বালা জন সঞে যব রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তঁহি করই॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটল রমণী।
কো কহে বালা কো কহে তরুণী॥
কেলি রসভ যব শুনে।
আন নাহি হেরি ততহি দেই কানে॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালা চরিত রসিক জন জানে॥২৪॥

শুনহ নাগর কান।
রাজার কুমারী রাধিকা নাম॥
জটিলার বধূ নবীন বালা।
আপন স্বভাবে করয়ে খেলা॥
রস না পরশে তাকর অঙ্গ।
কৈছনে হোয়ব তোঁহারি সঙ্গ॥
ভণে বিদ্যাপতি না শুনে নীত।
তা বিনু কানু কি ধয়ব চিত॥ ২৫॥

শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন লেল—ইহা দ্বারা নয়নদ্বয় আকর্ণ বিশ্রান্ত ইহাই বুঝাইল। ধরণীয়ে—পৃথিবীতে। শিঙ্গার—বেশ বিন্যাস। নিরজনে—নির্জ্জনে। আগোরল—অধিকার করিল। কোন সখী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, মাধব পেখলুঁ অপরূপ বালা—হে মাধব! অপূর্ব্ব বালিকা দর্শন করিলাম॥ ২৩॥

ভাবার্থ—হে মাধব! তোমার জন্য শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিলাম,—"কো কহে বালা কো কহে তরুণী" অর্থাৎ কেহ বালিকা কেহবা তরুণী বলে, কিন্তু আমি দেখিলাম, তাহার বালভাব দুর্ব্বল হইয়াছে, কেন না "না রহে গুরুজন মাঝে" আবার "তরুণী পাই পরিহাস তঁহি করই" অর্থাৎ যুবতী পাইলেই তাহার সহিত পরিহাস করে। যখন কেলি রহস্য শ্রবণ করে, তখন অন্য কিছু না দেখিয়া কেবল সেই রহস্য কথাতেই শ্রবণ নিযুক্ত করে, ইহাতেও বাল্যের দৌর্ব্বল্য বিবৃত হইল। "ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি। কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি।" (পরচারি—প্রচার।) রোদনের সহিত হাস্য করিয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করে। ইহাতেও যৌবনের প্রাবল্য বর্ণিত হইয়াছে॥ ২৪॥ অর্থ সরল॥ ২৫॥

ধানশী।

শুন শুন এ সখি কহন না হোই।
রাই রাই করি তনু মন খোই॥
করইতে নাম প্রেমে ভই ভোর।
পুলক কম্প তনু ঘরমহি লোর॥
গদগদ ভাখি কহই বর কান।
রাই দরশ বিনু নিকশে পরাণ॥
যব নাহি হেরব তাকর মুখ।
তব জীউ ভার ধরণ কোন সুখ॥
তুহুঁ বিনু আন নাহিক ইথে কোই।
বিছুরিতে চাহি বিছুরি নাহি হোই॥
বিদ্যাপতি কহে নাহিক বিবাদ।
পূরব তোঁহারই সব মন সাধ॥ ২৬॥

শ্রীমতীর প্রতি সখীর উক্তি।

মুদিত নয়নে হিয়ে ভুজযুগ চাপি।
শুতি রহল তঁহি কছু না আলাপি॥
পরসঙ্গে করলহি নাম হি তোর।
তবহি মিলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোর॥
শুন ধনি ইথে নাহি কহি আনছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ॥
যোই নয়ন ভঙ্গী না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে এবে লোর তরঙ্গ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নীরস ভেল দীঘনিশাস॥
বিদ্যাপতি ভণ মিছ নহি ভাখি।
গোবিন্দ দাস কহ তুহুঁ তঁহি সাখী॥২৭॥

শব্দার্থ।

কহন না হোই—বলা যায় না। খোই—ক্ষয় করিয়াছে। করইতে—করিতে। ভই—হইয়া। ভোর—একাগ্রচিত্ত। ঘরম—ঘর্ম্ম। লোর—নীর। ভাখি—ভাষি। নিকশে—বাহির হয়। যব—যতক্ষণ। হেরব—দেখিব। তাকর—তাহার। তব—ততক্ষণ। জীউভার—জীবনভার। ধরণ—ধারণ করা। তুহুঁ—তুমি। আন—অন্য। ইথে—ইহাতে। কোই—কেহ। বিছুরিতে—বিস্মৃত হইতে॥ ২৬॥

শব্দার্থ।

হিয়ে—হৃদয়ে। শুতি রহল—শয়ন করিয়া রাইল। তঁহি—তদ্বিষয়ে। কছু—কিছু। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে। করলহি—করিলাম। তবহিঁ—তখন আনছন্দ—অন্য প্রকার। তোহে—তোমাতে ভেল—হইল। যোই—যে। সোই—সে। এ[বে] —এখন। লোর—অশ্রু। তরঙ্গ—ঢেউ। ভেল—হইল। দীর্ঘনিশাস—দীর্ঘনিশ্বাস। মিছ না[হি] ভাখি—মিথ্যা বলিতেছি না। তুহুঁ—তুমি তহিঁ—তাহাতে। সাখী—সাক্ষী॥ ২৭॥

ভাবার্থ।

কোন সখী শ্রীকৃষ্ণের লালসা যুক্ত অনুরা[গিণী] শ্রীমতীকে কহিতেছেন। হে প্রিয় সখি! কুলাঙ্গন[া]দিগের অন্য সঙ্গ যদিও অন্যায্য, তথাপি শ্রীকৃষ্ণে[র] অনুরাগ দেখিয়াই তোমাকে ইহা বলিতেছি শ্রীকৃষ্ণ তোমার অনুরাগে নয়ন মুদিত করি[য়া] হৃদয়ে ভুজ-যুগল স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করি[য়া] রহিয়াছেন, কোনই আলাপ করিতেছেন না যথন প্রসঙ্গ ক্রমে তোমার (রাধা) নাম করিলা[ম] তথন নয়ন-যুগল বিস্তার করিয়া আমার মু[খ] পানে চাহিতে লাগিলেন। হে ধন্যা! আ[মি] তোমাকে কোন প্রতারণা করিতেছি না, শ্রীশ্যা[ম] চন্দ্র নিশ্চয় তোমাতে অনুরত হইয়াছেন। তোমা[র] প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগের আরও লক্ষণ বলিতে[ছি]

ধানশী।

খেণে খেণে নয়ন কোন অনুসরই।
খেণে খেণে বসন ধূলী তনু ভরই॥
খেণে খেণে দশন ছটা ছটি হাস।
খেণে খেণে অধর আগে গহু বাস॥
চৌঁকি চলই খেণে খেণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয় মুকুলিত হেরি হেরি থোর।
খেণে আঁচর দেই খেণে হয় ভোর॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥ ২৮॥

শ্রবণ কর। যাহার নয়ন ভঙ্গিতে অনঙ্গও মুর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, সেই নয়নে এখন অশ্রু তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। যে অধরে সর্ব্বদাই হাস্য বিরাজ করিত, এখন সেই অধর উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস-দ্বারা নীরস হইয়াছে। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন, "আমি মিথ্যা বলিতেছি না।"

এই পর্য্যন্তই বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত। গোবিন্দ কবিরাজ বিদ্যাপতি কৃত অসম্পূর্ণ পদ গুলি সম্পুর্ণ করেন, এই পদটী তাহারই একটি "গোবিন্দ দাস কহ তুহুঁ উঁহি সাখী" এই অংশ টুকু গোবিন্দ কবিরাজের রচিত। ইহার অর্থ—হে বিদ্যাপতি! তাহাতে তুমিই সাক্ষী॥ ২৭॥

শব্দার্থ।

অনুসরই—অনুসরণ করে। ভরই—পূর্ণ করে। ছটা ছটি হাস—হাসির ছটা। গহু—ধারণ করে। চৌঁকি—চমকিয়া। পহিল—প্রথম। অনুবন্ধ—সম্বন্ধ। তারুণ—তারুণ্য। ভেট—দর্শন। জেঠ—জ্যেষ্ঠ। কনেঠ—কনিষ্ঠ॥ ২৮॥

ভাবার্থ।

কোন সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীমতীর বয়ঃসন্ধি বর্ণন করিতেছেন। প্রথমতঃ নয়নকোণের চাঞ্চল্য বর্ণন দ্বারা তারুণ্যের প্রাবল্য। কখন কখন ধূলি ধূসরিত বর্ণনে বাল্যের প্রাবল্য। দ্বিতীয় পদ্যে প্রথমার্দ্ধে বাল্যের প্রধানত্ব, দ্বিতীয়ার্দ্ধে অধর বস্ত্রাচ্ছাদিত করায় "যৌবনের প্রাবল্য" বর্ণিত হইল। এই পদ্যে বাল্যেরই প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে॥ ২৮॥

ধানশী।

দিন দিন উন্নত পয়োধর পীন।
বাড়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীণ॥
অবকে মদম বাঢ়াঅল দিঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥
শৈশব ছোড়ল শশিমুখিদেহ।
খতদেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহ॥ ধ্রু
এবে ভেল যৌবন বঙ্কিম দিঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ॥

শব্দার্থ।

বাড়ল—বৃদ্ধি হইল। মাঝ—মধ্য। ভেল—হইল। খীণ—ক্ষীণ। অবকি—এক্ষণে। বাঢ়ওল—বর্দ্ধিত করিল। দিঠ—দৃষ্টি। চমকি দিল পীঠ—চমকিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। ছোড়ল—পরিত্যাগ করিল। শশিমুখিদেহ—শ্রীমতীর দেহ, রাজ্য। খত—লেখ অর্থাৎ স্বীকার পত্র বা রাজিনামা। তেজল—পরিত্যাগ করিল। ত্রিবলি—নাভির নিম্নদেশস্থ লোমাবলি। তিন রেহ—তিনটী রেখা। এবে ভেল—এখন হইল। বঙ্কিম দিঠ—বক্র দৃষ্টি। উপজিল—জন্মিল। লাজ—লজ্জা। হাস—হাস্য। ভেল—হইল। মিঠ—মিষ্ট বা সুন্দর। আগোরল

দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ।
দলপতি পরাভবে সৈনক ভঙ্গ॥
তাকর আগে তুঁহারি পরসঙ্গ।
বুঝি করব যৈছে নহ কাজ ভঙ্গ॥
সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুন কোয়।
রাধা রতন তুয়া যৈছে হোয়॥ ২৯॥

—অধিকার করিল। দলপতি—সেনাধ্যক্ষ। সৈনক—সৈন্যের। তাকর—তাহার। তুঁহারি—তোমারই। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ। করব—করিব। যৈছে—যেন। নহ কাজভঙ্গ—কার্য্যভঙ্গ না হয়। কোয়—স্ফুরিয়া বা বিস্তারিয়া॥ ২৯॥

ভাবার্থ।

পূর্ব্বপদে শ্রীরাধার বাল্যাবস্থা শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি অন্য কোন সখী আসিয়া "শ্রীমতীর এখন আর শৈশবাবস্থা নাই" ইহাই বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। এই পদের প্রথম চারি চরণে শৈশবের দৌর্ব্বল্য এবং যৌবনের প্রাবল্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠচরণে "শৈশব শ্রীরাধার দেহরাজ্যের রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু এখন যৌবনের নিকটে শৈশব পরাজিত হওত ত্রিবলি রূপ খত প্রদান পূর্ব্বক পৃষ্ঠ প্রদর্শন অর্থাৎ পলায়ন করিয়াছে।" এই কথা বলা হইল। অন্যান্য চরণের অর্থ এই, যেমন সেনাধ্যক্ষ পরাজিত হইলে সৈন্য সকলও রণে ভঙ্গ দেয়, তদ্রূপ শৈশবরাজের পলায়নে তাহার চঞ্চলতা ও লজ্জাহীনতা প্রভৃতি সৈন্যগণও পলায়ন করিয়াছেন। ইত্যাদি॥ ২৯॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

শুন লো রাজার ঝি,
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি॥
বেলি অবসান কালে,
তুমি কবে গিয়াছিলি জলে।
তাহারে দেখিয়া, ঈষত হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে॥
দেখাএয়া বদন চাঁদে,
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে।
তুহুঁ তুরিতে আইলি, লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে॥
তারে হৃদয় দরশি থোরি,
তার মন কআলি চুরি।
বিদ্যাপতি কহ, শুন লো সুন্দরি
কানু জীআব মোরি॥ ৩০॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সখীর বাক্য।

কি কহব মাধব পুণ ফল তোর।
তুঁহারি মুরলী রবে রাই বিভোর॥
তাহে পুন শুনল নাম তোঁহারি।
সো সব ভাব হাম কহই না পারি॥

শব্দার্থ।

তুহুঁ—তুমি। তুরিতে—ত্বরিত। লখিতে—লক্ষ্য করিতে। দরশি—দর্শন করাইয়া। থোরি—অল্প। কআলি—করিলি। জীআব—জীবিত করিবে। মোরি—আমারই॥ ৩০॥

শব্দার্থ।

পুণ ফল তোর—তোমার পুণ্যফল॥ ৩১॥

অঙ্গ অবশ ভেল কাঁপি আগেয়ান।
মূরছিত ভেল ধনি কিছুই না জান ॥
বুঝিতে না পারিয়ে কৈছন রীত।
কাহে হওল কছু নহ পরতীত ॥
চলত সোই সব কাল পেয়ে আজ।
বিদ্যাপতি কহ চলিলে হু কাজ ॥ ৩১ ॥

নায়িকার অভিসার।

সহচরী বাত ধঅল ধনি শ্রবণে।
হৃদয় উল্লাস কহত নাহি বচনে ॥
সহচরী সমুঝল মরমক বাত।
সাজাঅল যৈছে কছু নখই না যাত ॥
শ্বেতাম্বরে তনু আবরি দেলি।
বাহু পবন গতি সঙ্গে করি নেলি ॥
যৈছনে চাঁদ পবনে চলি যায়।
ঐছনে কুঞ্জে উদয় ভেলি রাই ॥
কানু ধরল যব রাইক হাত।
বৈঠল সুবদনী কহ লহু বাত ॥
কুচ যুগ পরশে তরসি মুখ মোড়।
ভণয়ে বিদ্যাপতি আনন্দ ওর ॥ ৩২ ॥

দূতীর উক্তি।

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোঁহে সোঁপলু ধনি না[illegible]।
কমলী কোমল কলেবরা।
তুঁহি সে লুবধ মধুকর ॥
সহজে করবি মধু পান।
ভুলহ জনি পাঁচ বাণ ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জরে জনু সরোরুহ ॥
গণইতে মোতিম হারা।
ছলে পরশবি কুচ ভারা ॥
না বুঝয়ে রতি রস রঙ্গ।
খেণে অনুমতি খেণে ভঙ্গ ॥
শিরিষ কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহাবি ফুল ধনু ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
দোতিক মিনতি ভুয়া পায়ে ॥ ৩৩ ॥

সম্ভোগ।

বালা রমণী রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ ॥
সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়ই নিশ্বাস ॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনে জনু বাল ভুজঙ্গ ॥
বেরি এক করে ধনি মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔষদ পান ॥
তিল আধ দুঃখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুহুঁ মোড়সি মুখ ॥

শব্দার্থ।

বাত—বাক্য। ধঅল—ধারণ করিল। সমুঝল—বুঝিল। মরমক বাত—মর্ম্মবাক্য। যৈছে—যাহাতে। কছু—কিছু। নখই—লক্ষ্য করা। না যায়—যায় না। আবরি দেলি—আবৃত করিয়া দিল। নেলি—লইল। বৈঠল—উপবেশন করিল। লহু বাত—লঘু বাক্য। তরসি—ত্রাসে। মোড়—মুড়িয়া। ওর—সীমা॥ ৩২॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহুঁ রস সাগর মুগধিনি নারী॥৩৪॥

যথা রাগ।

পহিলেহি রাধা মাধব ভেট।
চকিত হি চাহি বদন করু হেট॥
অনুনয় কাকুতি করতহি কান।
নবীন রমণী ধনি রস নাহি জান॥
হেরি হেরি নাগর পুলকিত ভেল।
কাঁপি উঠই তনু স্বেদ বহি গেল॥
অথির শ্যাম ধরু রাইক হাত।
করে কর বারি লেই ধনি মাথ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নহ মন মান।
রাজা শিবসিংহ দেবী পরমাণ॥৩৫॥

ভূপালী।

একে ধনি পদুমিনী সহজেই ছোটি।
কর ধরইতে কত করুণা কোটি॥
হঠ পরিরম্ভণে নহি নহি বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি হিয়ে ডোল॥
বালি বিলাসিনী আকুল কান।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান।
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধামাধব পহিলহি সঙ্গ॥ ৩৬॥

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

হৃদয়ে আরতি বহু ভয়ে তনু কাঁপ।
নূতন হরিণী জনু হরিণ করু ঝাঁপ॥
ভুখা চকোর জনু পিবইতে আশ।
ঐছে সময়ে মেঘ নাহি পরকাশ॥
পহিল সমাগম রস নাহি জান।
কত কত কাকুতি করতহি কান॥
পরিরম্ভন বেরি উঠই তরাস।
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ নাহি ভায়।
যো রসবন্ত সোই রস পায়॥ ৩৭॥

শব্দার্থ।

পহিলহি—প্রথম। ভেট—দর্শন। কান—কৃষ্ণ। স্বেদ—ঘর্ম। অথির—অস্থির। বারি—বারণ করিয়া। লেই—লইল। নহ মন মান—মন মানে না। দেবী—লছিমা অর্থাৎ রাজা শিবসিংহের পত্নী॥ ৩৫॥

এই কবিতাটী গ্রন্থান্তরে এইরূপ পাঠ আছে।
ও ধনি পদুমিনী সহজই ছোটি।
কর ধরইতে করু করুণা কোটি॥
বালি বিলাসিনী আকুল কান।
মদন কৌতুকী হরি হঠ নাহি মান॥
নয়ানে নীর ঝরে নহি নহি বোল।
হরিউরে হরিণ নয়ানী মন ডোল॥
বিদ্যাপতি কবি হই রস গানে।
বালা নবরস অমিয়া সিনানে॥

শব্দার্থ।

পদুমিনী—পদ্মিনী। হরি ডরে—সিংহ ডরে ডোল—আনন্দিত হয়। বালি—বালিকা॥ ৩৬॥

নায়িকা প্রতি সখী।

শুন শুন সুন্দরি নারী।
মদন ভাণ্ডার কো নিল কাড়ি॥
কুন্তল কুসুম অতীতে।
হার তোড়ল কোন রীতে॥
হেরইতে নখর বিধানে।
বুঝি মঝু না টুটে পিন্ধানে॥
অলক তিলক মিটি গেল।
সিন্দুর বিন্দুহি বিগলিত ভেল॥
বিদ্যাপতি রস গায়।
প্রথম সমাগম পুন রতি পায়॥ ৩৮॥

সখীর উক্তি।

পঠমঞ্জরী।

আজি কেন তোমা এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব অবঘাত হয়েছে পারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছ সাখী॥
বিদ্যাপতি কহে একথা দঢ়।
গোপত পিরীতি বিষম বড়॥ ৩৯॥

শ্রীরাধিকার রসোদগার।

বিভাষ।

কি কহব রে সখি রজনিক বাত।
বহু দুখে গোঙায়লুঁ মাধব সাথ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধু পান।
বদনে দশন দিয়া বধয়ে পরাণ॥
নব যৌবন তাহে রস পরচার।
রতি রস না জানয়ে কানু সে গোঙার॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
তুহুঁ মুগধিনী সোই লুবধ মুরারি॥ ৪০॥

শ্রীরাধার উক্তি।

এক দিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজি অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥
শুন সজনি, ও নাগর শ্যামরাজ।
মূল বিনু পরধন মাগয়ে বিয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখে আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥

শব্দার্থ।

নিয়ড়ে—নিকটে। মূল—মূল্য। আন—অন্য। বৈদগধি কলা—চতুঃষষ্টি কলা বিস্তার যাহার চিত্ত মাখামাখি, তাহাকে বিদগ্ধ কহে। এই বিদগ্ধ নায়কের গীত, গুম্ফন, নৃত্য ও প্রহেলী কথা

আপনা নেহারি নেহারে তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
খেণে খেণে বৈদগধি কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয়া পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহ আরতি ওর।
বুঝই না বুঝহ ইহ রস বোল॥ ৪১॥

রামকেলী।

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
সোই কজ্জল সোই নাগর রাজ॥
পহিল বয়স মঝু নাহি রতি রঙ্গ।
দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ মতি তাহে করু ঝাঁপ॥
চেতন হরল মোর আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রস কেলি॥
হঠ করি নাহ কহল কত কাজ।
সো কি কহব ইহ সখিনী সমাজ॥
জানসি তব কাহে করসি পুছারি।
সো ধনি যো থির তাহে নিহারি॥
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস।
ঐছন হোঅল পহিল বিলাস॥ ৪২॥

যথা রাগ।

মন্দিরে আছিলুঁ সহচরী মেলি।
পরসঙ্গে রজনী অধিক ভৈ গেলি॥
যব সখী চললহুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিঁদে ভরল সব দেহ॥
শুতি রহলুঁ হাম করি এক চিত।
দৈব বিপাকে ভেল বিপরীত॥
না বোল সজনি শুন স্বপন সম্বাদ।
হসইতে কেহ জানি করে পরিবাদ॥
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচাঅলু নীবিক কাজ॥
এক পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক দাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চির আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥
অতএ করব কেহ অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহ কো পাতিয়াব॥৪৩॥

প্রভৃতি কার্য্যকে বৈদগ্ধ কলা বলে। অনুপাম—উপমা রহিত। আরতি—আর্ত্তি। ওর—সীমা॥ ৪১॥

শব্দার্থ।

করসি—কর। পুছারি—জিজ্ঞাসা। সো ধনি ইত্যাদি অর্থ সেই ধন্যা, যে স্থিরভাবে তাহাকে দর্শন করে। তরাস—ত্রাস॥ ৪২॥

শব্দার্থ।

আছিলুঁ—ছিলাম। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে। ভৈগেলি—হইয়া গেল। চললহুঁ—চলিলাম। নিঁদে—নিদ্রায়। ভরল—পূর্ণ হইল। শুতি রহলুঁ—শয়ন করিয়া রহিলাম। পরিবাদ—প্রবাদ। ঘুচাঅলুঁ—মুক্ত করিলাম। চিকুরচির—কেশ ও বস্ত্র। আনহি—অন্যত্র। ভেল—হইল। গাব—গাইবে। কো পাতিয়াব—কে প্রত্যয় করিবে॥৪৩॥

সখীগণের উক্তি।

পুছমো এ সখি পুছমো তোয়।
কেলি কলারস কহবি মোয়॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পুর।
অলকা তিলক মিটি গেলহি দূর॥
কুসুম কুল সব ভেল ভিন ভিন।
অধরহি লাগল দশনক চিন॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা হা শম্ভু ভগন ভৈ গেল॥
অলসহি পূরল সকলহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন করু বা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সব রস লেঅল রসিক মুরারি॥ ৪৪॥

শ্রীরাগ।

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
কি করব হাম তাক পরবোধে॥
অলপ বয়স হাম কানু সে তরুণা।
অতিহুঁ লাজ ডর অতিহুঁ সে করুণা॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি॥

হঠ ভেল রঙ্গ হাস হরল গেয়ান।
নীবিবন্ধ তোড়ল কণ্ঠ কো জান॥
দেলহি আলিঙ্গন কুচযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি॥
নয়নে বারি দরশাঅলু রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই॥
অধর নীরস মঝু কয়লহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা॥
কুচযুগে দেঅল নখ পরিহারে।
কেশরী জনু গজ কুম্ভ বিদারে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী নারি।
তুহুঁ সে অচেতনী লুবধ মুরারি॥ ৪৫॥

তথা রাগ।

হাম অতি ভাতা রহলুঁ তনু গোই।
সো রস সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাহি হোঅল কয়ল যে শাতি।
দমন লতা জনু দংশল হাতি॥
পুন কত কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয় মঝু নাহি ভুল॥

শব্দার্থ।

পুছমো—আমি জিজ্ঞাসা করি। তোয়—আমাকে। পুর—পূর্ণ। গেলহি—গেল। ভিন ভিন—ভিন্ন ভিন্ন। চিন—চিহ্ন। ভগন—ভগ্ন। অলসহি—অলসে। গা—গাত্র। লেই—লইয়া। বা—বায়ু। লেঅল—লইল॥ ৪৪॥

হাম—আমি। তাক—তাহাকে। পরবোধ—প্রবোধ। অতিহুঁ—অতিশয়। তোড়ল—ছিন্ন করিল। কো জান—কে জানে। দরশাঅলুঁ—দর্শন করিলাম। রোই—রোদন করিয়া। উপশম—নিবৃত্ত। কয়লহি—করিল। গরাসি—গ্রাস করিয়া। চন্দা—চন্দ্র। কেশরী—সিংহ। গজকুম্ভ—হস্তির মস্তকস্থ স্থানবিশেষ॥ ৪৫॥

গোই—গোপন করিয়া। শাতি—শাস্তি। দমন—দনা। হাতি—হাস্তি। তবহুঁ—তথাপি।

হামারি আছিল কত পূরব কি ভাগি।
ফেরি আওলুঁ হাম সে ফল লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ না করহ খেদ।
ঐছন ছোঅল পহিল সম্ভেদ॥ ৪৬॥

বালা ধানশী।

সখীগণের উক্তি।

কহ কথি সাঙরি ঝামরি দেহা।
কোন পুরুষ সঞে ন্যায়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার।
কোন লুঠল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার॥
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গৌর।
মাজি ধরল জনু কনয়া কটোর॥
না যাইহ সো পিয়া তহি একগুণে।
ফেরি আওলি তুহুঁ পূরবক পুণে॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিব সিংহ লছিমা পরমাণে॥৪৭॥

ভূপালী।

নবকুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব কমলে ভ্রমরা করু ঝাঁপে॥
চুটল গীমক মোতিম হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার॥
সুন্দর পয়োধর নখ ক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইহ ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পূরাইহ কাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
আনলে পুড়িলে পুনআনলেসেকাজ॥৪৮

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার।

ধানশী।

করে কর ধরি, যো কিছু কহল,
বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিমকর, মৃগ পরিহরি,
কুমুদ করল কোর॥
রামাহে শপথি করহুঁ তোর।
সেই গুণবতী, গুণ গণি গণি,
না জানি কি গতি মোর॥ ধ্রু॥
গলিত বসন, লোলিত ভূষণ,
ফুয়ল কবরী ভার।

পাপাহিয়—পাপ হৃদয় (এখানে শ্রীকৃষ্ণ)। পূরবকি, ভাগী—পূর্বজন্মের ভাগ্য। ফেরি—ফিরিয়া। আওলুঁ—আসিলাম। সে ফল—সেই পুণ্য॥ ৪৬॥

শব্দার্থ।

কথি—কেন। সাঙরি—শ্যামলী। ঝামরি—মলিনা। ন্যায়লী—লইলি। পাঠান্তর—নয়লী—নূতন। লেহা—প্রেম। পঙার—প্রবাল। মাজি—মাজিয়া। ধরল—রাখিল। কনয়া কটোর—সোণার বাটী। তহি—সেখানে। একগুণে—এক বারও। ফেরি—ফিরিয়া। আওলি—আসিলে। তুহুঁ—তুমি। পূরবক—পূর্ব্বের। পুণে—পুণ্যে॥ ৪৭॥

শব্দার্থ।

যো—যে। কহল—কহিল। বিহসি—হাসিয়া থোর—মন্দ। যৈছে—যেমন। হিমকর—চন্দ্র মৃগ—কলঙ্ক। কোর—ক্রোড়। রামা হে—হে সখি। শপথি—দিব্য। লোলিত—বিগলিত ফুয়ল—স্ফুরিত অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন। তাহা কি

আহা উহু করি, যে কিছু কহল,
তাহা কি বিছুরি পার ॥
নিভৃত কেতনে, হরল চেতনে,
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভণে বিদ্যাপতি, ভালে সে উমতি,
বিপতি পড়ল রাধা ॥ ৪৯ ॥

সুহই।

বেললসঞে যব, বসন উতারলুঁ,
লাজে লাজায়লি গোরি।
করে কুচ ঝাপিতে, বিহস বয়নি ধনি,
অঙ্গ কয়ল কত মোড়ি ॥ ধ্রু ॥
নীবিবন্ধ খসইতে, করে কর ধরু ধনি,
পুন বেকত কুচ জোড়।
দুঅ সমাধানে, বিকল ভেল শশি মুখী,
তব হাম কোরে আগোর ॥
এত কহি বিষাদ, ভাবি রহু মাধব,
রাইক প্রেম ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস তথি,
পূরল ইহ রস জোর ॥ ৫০ ॥

বিছুরি পার—তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি? নিভৃত কেতনে—নির্জ্জন কুঞ্জে। হরল—হরণ করিল। বাধা—পীড়া। বিপতি—বিপত্তি ॥ ৪৯ ॥

ভাবার্থ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখী ধনিষ্ঠা বৃন্দাদি কেহ সেই স্থানে আগমন করিলে, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, রামাহে ইত্যাদি ॥ ৪৯ ॥

শব্দার্থ।

বেললসঞে—নির্লজ্জ হইয়া। উতারলুঁ—উত্তীর্ণ করিলাম। লাজায়লি—লজ্জিতা হইল ॥ ৫০ ॥

মান প্রকরণ।

ধানশী।

এ ধনি মানিনি করহ সঙ্গাত।
তুয়া কুচ হেম ঘট, হার ভুজঙ্গিনী,
তাক উপরি ধরি হাত ॥ ধ্রু ॥
তোহে ছাড়ি যদি হাম পরশ করোঁ কোয়
তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয় ॥
হামারি বচনে যদি নহে পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত ॥
ভুজপাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর পাথর হিয়ে দেহ ভারি ॥
উর কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি ॥ ৫১ ॥

ধানশী।

জটিলা শাশ, ফুকরি তহি বোলত,
বহুরি বেরি কাহে থারি।
ললিতা কহত, অমঙ্গল শুনলুঁ,
সতীপতি ভয় অব গাড়ি ॥

শব্দার্থ।

তুয়া—তোমার। তাক—তাহার। পরশ—স্পর্শ। করোঁ—করি। কোয়—কাহাকে। হার নাগিনী—হাররূপা সর্পিণী। কাটব—দংশন করিবে। মোয়—আমাকে। পরতীত—প্রতীত। শাতি—শাস্তি। তাড়ি—পীড়ন করিয়া। ভারি—ভার। উর—বক্ষঃ। পাঠান্তর উক্ত স্পষ্ট। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ইহাই উচিত শাস্তি ॥ ৫১ ॥

শব্দার্থ।

জটিলা শাশ—শ্রীরাধিকার শ্বশ্রূ। ফুকরি—উচ্চৈঃস্বরে। বোলত—বলিতেছিলেন। বহুরি—বধূ। বেরি—বাহিরে। কাহে থারি—কেন

শুনি কহে জটিলা, ঘটিল কিয়ে অকুশল,
ঘরসঞে বাহির হোয়।
বহুরিক পাণি, পাণি ধরি হের হ,
কিঁয়ে অকুশল কহ মোয় ॥
যোগেশ্বর ফেরি, বহুরি পাণি ধরি,
কুশল করব বনদেব।
এহ এক অঙ্ক, বঙ্ক নিশঙ্কউ,
বনহুঁ পশুপতি সেব ॥
পূজক মন্ত্র, তন্ত্র বহু আছয়ে,
সো ইহ কছু নাহি জান।
জটিলা কহ আন, দেব কাঁহা পাঅব,
তুঁহু বীজ কর ইথে দান ॥
এত কহি তুহুঁক, মন্দিরে পরবেশল,
দুঁহু জন ভেল এক ঠাম।
মনোমথ মন্ত্র, পঢ়াঅল দুঁহজন,
পূরল দুঁহু মন কাম ॥
পুন দুঁহু জন, মন্দিরসঞে নিকশল,
জটিলা সনে কহে ভাখি।
যব ইহ গৌরী, আরাধনে যাঅব,
বিধবা জন ঘরে রাখি ॥

দাঁড়াইয়া আছ। গাঢ়ি—গাঢ়। ঘরসঞে—ঘর হইতে। বহুরিক—বধূর। পাণি—হস্ত। হেরহ—দেখ। কিয়ে—কি। মোয়—আমাকে। যোগেশ্বর—যোগিরূপী শ্রীকৃষ্ণ। ফেরি—পুনঃ। বহুরি পানি ধরি—বধূর (রাধার) হস্ত ধরিয়া। এহ—এই। এক অঙ্ক—একটী রেখা। বঙ্ক—বাঁকা। নিশঙ্কউ—নিঃশঙ্ক হও। বনহুঁ—বনে গিয়া। পশুপতি—শিব, শ্লেষে শ্রীকৃষ্ণ। ইহ—এই বধূ। আন দেব—অন্য ব্রাহ্মণ। তুঁহু—তুমি। বীজ—মন্ত্র। ইথে—ইহাকে। দুহুঁক—দুই

এত কহি যবহু, চললি নিজ মন্দিরে,
যোগী চরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহ, নটবর শেখর,
সাধি চলল মন কাম ॥ ৫২ ॥

পঠমঞ্জরী।

সবহুঁ আপন ভবন গেল।
সুবদনী চিত চমক ভেল ॥
নাসা পরশি রহল ধন্দ।
ঈষত হাসয়ে বয়ন চন্দ ॥
সখিহে, অপরূপ বর কান।
কাঁহা গেও মঝু সে হেন মান ॥ ধ্রু ॥
যে কিছু কয়ল রসিক রাজ।
কহিতে অবহুঁ বাসিয়ে লাজ ॥

জনকে। পরবেশল—প্রবেশ করিল। দুইজন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ। ঠাম—ঠাঁই। মন্দিরসঞে—মন্দির হইতে। নিকশল—বাহির হইল। ভাখি—ভাষি কহিলেন ॥ ৫২ ॥

ভাবার্থ।

শ্রীমতি মানবতী হইলে শ্রীকৃষ্ণ যোগি-বেশে রাধা সমীপে গমন করিলেন দেখিয়া শ্রীরাধা বাহিরে আসিয়াছেন, তাহা দেখিয়া জটিলা বলিলেন "বধূ বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন?" শ্রীরাধার প্রিয় সখী ললিতা তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন,—সতীর পতির অকুশল হইয়াছে এই কথা যোগীবর বলিতেছেন। জটিলা তাহা শ্রবণ করিয়া ব্যগ্রভাবে যোগীকে কহিলেন "বহুরিক পাণি পাণি ধরি হেরহ" ইত্যাদি ॥ ৫২ ॥

"বিদ্যাপতি কহ ঐছন কান" এই পর্য্যন্তই

বিদ্যাপতি কহে ঐছন কান।
দাস গোবিন্দ ও রস ভাণ ॥ ৫৩ ॥

গান্ধার।

কি কহসি মোহে নিদান।
কহইতে দহই পরাণ ॥
তেজলুঁ গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক ॥
বিহি মোহে দারুণ ভেল।
কানু নিঠুর ভই গেল ॥
হাম অবলামতি বাম।
না গণিলুঁ ইহ পরিণাম ॥
কি করব ইহ অনুযোগ।
আপন কামক দোখ ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
তুরিতে মিলাঅব কান ॥ ৫৪ ॥

ধানশী।

চরণনখ রমণী রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটাঅল গোকুল চাঁদ ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন লোর।
কত রূপে মিনতি কঅল পহুঁ মোর ॥
লাগল কুদিন করলুঁ হাম মান।
অবহুঁ না নিকশয়ে কঠিন পরাণ ॥
রোখ তিমির এত বৈরিক জান।
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভাণ ॥
নারী জনমে হাম না করিলুঁ ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মান কি লাগি ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোঅসি কাহে কহ ভালে সমুঝাই ॥৫৫॥

তথা রাগ।

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাগর নিকটে সখী করল পয়ানি ॥
দূরসঞে সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম নেহারই ফেরি ॥
হেরইতে নাগর আঅল তাঁহি।
কি করহ এ সখি আওলি কাঁহি ॥
হামারি বচন কছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সে মানিনী ঠাম ॥

বিদ্যাপতির রচিত। নিম্নের চরণ গোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর পূর্ণ করিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

ভাবার্থ।

কোন সখী মান ত্যাগ করিতে বলিলে শ্রীমতী তাহার উত্তর করিতেছেন—আমাকে কি বলিতেছ, আমার কথা কহিতে প্রাণ দগ্ধ হয়। আমি গুরু-কুল ত্যাগ করিলাম, তাহাতে দুই কুলে কলঙ্ক পূর্ণ হইল, বিধাতা আমাকে দারুণ হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণও নিঠুর হইয়াছেন ॥ ৫৪ ॥

রোখ তিমির ইত্যাদি—রোখ—রোষ অর্থাৎ ক্রোধরূপ তিমির (অন্ধকার) কি আমার বৈরি—শত্রু ছিল। কেন? না রতনক ভৈগেল গৈরিক ভাণ—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ রত্নকে আমার গৈরিক (গিরিমাটী) বলিয়া বোধ হইল ॥ ৫৫ ॥

শুনি কহে সো সখী নাগর পাশ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ ॥ ৫৬ ॥

—

ভূপালী।

অপরূপ রাধা মাধব রঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী মান ভেল ভঙ্গ ॥
চুম্বই মাধব রাই বয়ান।
হেরই মুখশশী সজল নয়ান ॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুঁজন মন মাহা মনসিজ গেল ॥
দুহুঁজন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর ॥ ৫৭ ॥

—

শ্রীরাগ।

দিবস তিল আধ, রাখবি যৌবন,
বহই দিবস সব যাব।
ভাল মন্দ দুই, সঙ্গে চলি যাঅব,
পর উপকার সে লাভ ॥
সুন্দরি, হরিবধে তুহুঁ ভেলি ভাগী।
রাতি দিবস সোই, আন নাহি ভাবই,
কাল বিরহ তুয়া লাগি ॥
বিরহ সিন্ধু মাহা, ডুবাইতে আছয়ে,
তুয়া কুচকুম্ভ নথ দেই।
তুহুঁ ধনি গুণবতী, উধার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশ লেই ॥
লাখ নাগরী, যো কানু হেরই
সো শুভদিন করি মান।
তুআ অভিমান লাগি, সোই আকুল ভেল,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৫৮ ॥

—

ধানশী।

সখিহে না বল বচন আন।
ভালে ভালে হাম, অলপে চিহ্নিলুঁ,
যৈছন কঠিন কান ॥ ধ্রু ॥
কাঠ কঠিন, কয়ল মোদক,
উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়া কলস, বিখে পূরাইয়া,
উপরে দুধক পূর ॥
কানু সে সুজন, হাম দুরজন,
তাহার বচনে যাই।
হৃদয় মুখেতে, এক সমতুল,
কুটিকে গুটিক পাই ॥
যে ফুল তেজসি, সে ফুলে পূজসি,
সে ফুলে ধরসি বাণ।
কানুর বচন, ঐছন চরিত,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৫৯ ॥

—

পয়ান—প্রয়াণ—গমন। দূরসঙ্গে—দূর হইতে ॥ ৫৬ ॥

উধার—উদ্ধার কর ॥ ৫৮ ॥

মোদক—লাড়ু। কনয়া কলস ইত্যাদি—কলস সকল বিষ পরিপূর্ণ করত তাহার উপরে দুগ্ধ রাখিয়াছে। কুটিকে গুটিক পাই—কোটির মধ্যে একটি পাই কিনা সন্দেহ ॥ ৫৯ ॥

গান্ধার।

কাঞ্চন জ্যোতি কুসুম পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়াঅলুঁ আশ॥
তারক মূলে দিলুঁ দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝন্ঝনি সার॥
জাতি গোয়ালিনী হাম মতি হীনা।
কুজনক পীরিতি মরণ অধীনা॥
হা হা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান॥ ৬০॥

ধানশী।

পীন কনয়া কুচ কঠিন কঠোর।
বঙ্কিম নয়নে চিত হরি নিল মোর॥
পরিহর সুন্দরি দারুণ মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান॥
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোয়।
হঠ নাহি করই মহত রাখ মোর॥
পুন পুন কতয়ে বুঝাব বার বার।
মদন বেদন হাম সহই না পার॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি তুহুঁ সব জান।
আশা ভঙ্গ দুঃখ মরণ সমান॥ ৬১॥

শ্রীরাগ।

কি লাগি বদন, ঝাপসি সুন্দরি,
হরল চেতন মোর।
পুরুষ বধের, ভয় না করহ,
এ বড়ি সাহস তোর॥
মানিনি, আকুল হৃদয় মোর।
মদন বেদন, সহিতে না পারি,
শরণ লইলুঁ তোর॥ ধ্রু॥
কিয়ে গিরিবর, কনয়া কটোর,
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপরে, শম্ভু পূজিত,
বেড়িয়া বালক চন্দ॥
এ কর কমলে, পরশিতে চাহি,
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে, শরণ লইলুঁ,
সদয় হইয়ে রামা॥
চঞ্চল দেখিয়া, আকুল হইলুঁ,
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি,
কানুর করহ হিত॥ ৬২॥

সুহই।

কত কত অনুনয় করু বর নাহ।
ও ধনি মানিনী পালটি না চাহ॥
বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শত গুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকশয়ে চমকিত চিত॥

সুবর্ণ সদৃশং বৃক্ষং ফলেরত্নো ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষং পশ্চাঝ ঝন্ঝনায়তে॥
এই শ্লোকানুরূপ এই পদ বর্ণিত হইয়াছে॥ ৬০॥

মহত—মহত্ত্ব, মান॥ ৬১॥

পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর যোড়ি ঠাড়ি বদন পুন জোয়॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান॥ ৬৩॥

বরাড়ী।

তুহুঁ যদি মাধব চাহসি হেল।
মদন সাখী করি খত লেখি দেহ॥
ছোড়বি কেলি কদম্ব বিলাস।
দূরে করবি নিজ গুরুজন আশ॥
মো বিনে স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জলপান॥
রজনী দিবস গুণ গাঅবি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর॥
ঐছন করজ ধরব যব হাত।
তবহিঁ তুআ সঞে মরমকি বাত॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি শুন বর কান।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥ ৬৪॥

সুহিনী।

দূরে গেল মানিনী মান।
অমিয়া সরোবরে ডুবল কান॥
নাগয়ে তব পরিরম্ভ।
প্রেম ভরে সুবদনী তনু যেন স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদ গদ দীঘ নিশাস॥
কোরে আগোরল নাহ।
করু সঙ্কীরণ রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান॥
নাহকে উরে কর দেল।
মনহি মনোভব তব নাহি গেল॥
তোড়ল যব নীবি বন্ধ।
হরি সুখে তবহি মনোভব মন্দ॥
তব কছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥ ৬৫॥

সিন্ধুড়া।

অবনত বয়ানী ধরণী নখে লেখি।
যো কহে শ্যাম নাম তাহে না পেখি॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাপল বেশ॥
নীরস অরুণ কমল বর বয়নী।
নয়ন লোরে বহি যাঅত ধরণী॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলহ ধনি ভানুক সেবি॥
অবনত বয়ানে উতর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহ সো চলি গেল॥ ৬৬॥

ঠাড়ি—দাঁড়াইয়া। জোয়—দেখে॥ ৬৩॥

ঐছন ইত্যাদি—এই প্রকার কর্জ্জপত্র যখন নিজ হস্তে লিখিয়া দিবা, তখন তোমার সহিত মর্ম্মের কথা হইবে॥ ৬৪॥

করু সঙ্কীরণ রস নিরবাহ—সঙ্কীর্ণ রস নির্ব্বাহ করিলেন। মনান্তে যে সম্ভোগ, তাহাকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ কহে। লক্ষণ যথা—যত্র সঙ্কীর্য্যমানাঃ স্যুঃ ব্যলীক স্মরণাদিভিঃ। উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষু পেশলঃ॥ ৬৫॥

গান্ধার।

তোহারি বিরহ, বেদনে বাউর,
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে অচেতন, ক্ষণে সচেতন,
ক্ষণে নাম ধরু তোর॥
রামাহে তো বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ, না বুঝি তেজলি,
জগত দুলহ লেহ॥ ধ্রু॥
তোহারি কাহিনী, কহিতে জাগাই,
শুতই দেখই তোই।
এ ঘর বাহিরে, ধৈরজ না ধরে,
পথ নিরখিয়ে রোই॥
কত পরবোধি, না মানে রহসি,
না করে ভোজন পান।
কাঠ মূরতি, ঐছন আছয়ে,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৬৭॥

তিরোতা।

শুন মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল।
যতনহি কতপর, কারে বুঝাঅলুঁ
তবু সে সমতি নাহি দেল॥
তোহারি নাম, শুনয়ে যব সুন্দরী,
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যো, নবনব মানই,
সো অব না পুছয়ে বাণী॥
তোহারি কেশ, কুসুম তৃণ তাম্বুল,
ধরলহি রাইক আগে।
কোপে কমল মুখী, পালটী না হেরল,
বৈঠলি বিমুখী বিরাগে॥
হেন বুঝি কুলিশ,— সার তছু অন্তর,
কৈছে মিটাঅব মান।
কহ বিদ্যাপতি, বচন অব সমুচিত,
আপে সিধারহ কান॥ ৬৮॥

কেদার।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥
গগনে উদয়ে কত তারা।
চাঁদ আনহি অবতারা॥
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখমীচয় লেখি না লেখি॥
শুনি ধনি মন হৃদি ঝুর।
তবহিঁ মনহি মন পূর॥
বিদ্যাপতি কহ মীলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহিঁ ভৈগেল॥৬৯॥

কামোদ।

রাধা মাধব, রতনহি মন্দিরে,
নিবসই শয়ন সুখে।

জগত দুলহ লেহ—জগতের দুর্লভ প্রেম॥ ৬৭॥
তব ধনি উত্তর না দেল ইহা পুস্তকান্তরের

পাঠ। সমতি—সম্মতি। হেন বুঝি ইত্যাদি—
আমি বোধ করি তাহার অন্তর কুলিশ-সার অর্থাৎ
বজ্রসার॥ ৬৮॥

রসে রসে দারুণ, দ্বন্দ্ব উপজাওল,
কান্ত চলতহিঁ রোখে ॥
নাগর অঞ্চল, করে ধরি নাগরী,
হাসি মিনতি করু আধা।
নাগর হৃদয়ে, পাঁচ শর হানল,
উরজি দরশি মন বাধা ॥
দেখ সখি, ঝুটক মান।
কারণ কছু তুহুঁ, বুঝই নাহি পারিয়ে,
তব কাহে রোখল কান ॥ ধ্রু ॥
রোখ সমাপি, পুন বাহু পসারল,
তাহি মধত পাঁচ বাণ।
অবসর জানি, মানবতী রাধা,
বিদ্যাপতি ইহ ভাণ ॥ ৭০ ॥

ভূপালী।

আছিলুঁ হাম অতি মানিনী ভই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই ॥
কি কহব রে সখি, আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তহিঁ দোতিক সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
বেণী বানাইয়া চাঁচর কেশে।
নাগর শেখর নাগরী বেশে ॥
পহিরলি হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেয়ল রতন নূপুরে ॥
পহিলহি চলইতে বাম পদাঘাত।
নাচত রতিপতি ফুল ধনু হাত ॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল ॥
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল ॥
নাসা পরশি রহল হাম ধন্ধ।
বিদ্যাপতি কহ ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব ॥ ৭১ ॥

ভূপালী।

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান ॥
যোগী বেশ ধরি আওল আজ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ ॥
শাশ বচনে হাম ভিখ লেই গেল।
মঝু মুখ হেরইতে গদগদ ভেল ॥
কহ তব মান রতন দেহ মোয়।
সমুঝলু তব হাম সুকপট সোয় ॥
যে কিছু কয়ল অব কহইতে লাজ।
কোই না জানল নাগর রাজ ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দর রাই।
কিয়ে তুহুঁ সমুঝিব সো চতুরাই ॥৭২॥

শ্রীরাধার রূপ।

ধানশী।

করিবর রাজ, হংস গতি গামিনী,
চললহি সঙ্কেত গেহা।

ঝুটক মান—মিথ্যা মান। মধত—মধ্যস্থ ॥ ৭০ ॥

পহিলহি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ রমণীবেশ ধারণ করিয়া আমার মান ভঙ্গ করিতে আসিয়াছিলেন সে বড়ই আশ্চর্য্য। নাগর এতই চতুর যে, তিনি চলিবার সময়ে অগ্রেই বাম পদ বাড়াইয়াছিলেন ॥৭১

অমল তড়িত, দণ্ড হেম মঞ্জরী,
জিনি অতি সুন্দর দেহা ॥
জলধর তিমির, চামর জিনি কুন্তল,
অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে।
ভাও লতা ধনু, ভ্রমর ভুজঙ্গিনী,
জিনি আধ বিধুবর ভালে ॥
নলিনী চকোর, সফরি রস মধুকর,
মৃগী খঞ্জন জিনি আঁখি।
নাসা তিল ফুল, গরুড় চঞ্চু জিনি,
গৃধিনী শ্রবণ বিশেখি ॥
কনক মুকুর শশী, কমল জিনিয়া মুখ,
জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশন মুকুতা জিনি, কুন্দ করগ বীজ,
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে ॥
বেল তাল যুগ, হেম কলস গিরি,
কটোরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল, পাশ বল্লরী জিনি,
ডমরু সিংহ জিনি মাঝা ॥
লোম লতাবলি, শৈবাল কজ্জল,
ত্রিবলী তরঙ্গিণী রঙ্গা।
নাভি সরোবর, সরোরুহ দল জিনি,
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা ॥
উরুবল কদলী, করিবর কর জিনি,
স্থল পঙ্কজ পদ পাণি।
নখ দাড়িম বীজ, ইন্দু রতন জিনি,
পিকু জিনি অমিয়া বাণী ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মুরতি,
রাধা রূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,
একাদশ অবতারা ॥ ৭৩ ॥

রসোদ্গার।

যথা রাগ।

পিয়াক পিরীত হাম কহিতে না পার।
লাখ বদন বিহি না দিল হামার ॥
আপনক গজমোতি হার উতারি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি ॥
করে ধরি পিয়া বৈঠায়ল নিজকোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর ॥
ফুয়ল কবরি বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেড়ি দেঅল চম্পক দাম ॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দ জলে পরি পূরল নয়ান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ ॥ ৭৪ ॥

বরাড়ী।

নাহি উঠিল তীরে, রাই কমলমুখী,
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে, লাজে ধনি নতমুখী,
কৈছনে হেরব বয়ান ॥
সখি হে অপরূপ চাতুরি গোরি।
সব জন তেজিয়া, আগুসরি ফুকরই,
আড় বদনে তঁহি ফেরি ॥

পাঠান্তর—হংস জিনি গামিনী, বাহু মৃণাল পাশ বল্লরী জিনি ॥ ৭৩ ॥

ফুয়ল কবরি—বিধ্বস্ত কেশবন্ধ ॥ ৭৪ ॥

নাহি—স্নান করিয়া। টুটি—ছিঁড়িয়া।

তাহি পুন মোতি, হার টুটি ফেলল,
কহত হার টুটি গেল।
সবজন এক, এক চুনি সঞ্চরু,
শ্যাম দরশন ধনি কেল॥
নয়ন চকোর, শ্যাম মুখ শশিবর,
কয়ল অমৃত রস পান।
দুহুঁ দুহুঁ দরশনে, রসহুঁ পসারল,
বিদ্যাপতি ভাল জান॥ ৭৫॥

পঠমঞ্জরী।

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি আছিলুঁ ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমল নয়ান॥
এদিগে ঝাপিতে ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাও পরকাশ॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়।
মলয় শিখর জনু হিমে না লুকায়॥
ধিক যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল যুবরাজ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই॥ ৭৬॥

তথা—

আজুক লাজ কি কহব মাই।
জলদেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই॥
নাহি উঠলুঁ হাম কালিন্দী তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চির॥
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল॥
উরজ উপর যব দেয়ল দিঠ।
উর মোড়ি বৈঠলুঁ হরি করি পীঠ॥
হাসি মুখ মোড়য়ে ঢিট মাধাই।
তনু তনু ঝাপিতে ঝাপন না যাই॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানি॥ ৭৭

ধানশী।

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি শুতিয়া ছিলুঁ কুসুম শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুল বাণ॥
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাম মুদি রহল নয়ান॥

সবজন এক এক চুনি সঞ্চরু—সকলেই একটি একটি করিয়া বাছিয়া সঞ্চয় করিতে লাগিলেন॥ ৭৫॥

হীন পরিধান—ক্ষুদ্র বস্ত্র॥ ৭৬॥

নাহি উঠলুঁ—স্নান করিয়া উঠিলাম। তাপর—তাহার উপর। ঢিট—লম্পট। বিদ্যাপতি কহ ইত্যাদি—কবি কহিতেছে রাধে তুমি জ্ঞান হীনা, যেহেতু তুমি পুনর্ব্বার কেন জলে প্রবেশ করিলে না?৭৭॥

আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়লুঁ হাস ॥
কুন্তল কুসুম দাম হরি নেল।
বরিহা মাল পুনহি মুঝে দেল ॥
নাসা মোতিম গীমুতক হার।
যতনে উতারল কত পরকার ॥
কঞ্চুক ফুগইতে পহুঁ ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধলুঁ চোর ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহুঁ রসবতী পুন নব রস ভাণ ॥৭৮॥

তথা—

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোর।
তহি রতি ঢীট পীঠ রহু চোর ॥
কিয়ে হাম আখরে কহলুঁ বুঝাই।
আজুক চাতুরী রহব কি যাই ॥
না করহ আরতি এ অবুধ নাহ।
আব নাহি হোত বচন নিরবাহ ॥
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব ॥
কত মুখ মোড়ি অধর রস লেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল ॥
সমুখে না যায় সঘনে নিশোআস।
হাস কিরণে ভেল দশন বিকাশ ॥

জাগল শাশ চলত তব কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৭৯ ॥

বিভাষ।

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি মোর বাম ॥
কত দুখে আওল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তঁহি জাগি ॥
ঘরে ঘোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি ॥
চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুখ রহ চিরথাই ॥
বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেয়ানী।
পিয়া হিয় করি কাহেনা ফেরিবয়ানি ৮০॥

ধানশী।

সখিহে, সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক রাজ ॥
আঙ্গিনা পাওল সেহ।
হাম চলিলুঁ গেহ ॥
ও ধরু আঁচর ওর।
ফুয়ল কবরি মোর ॥
ঢীট নাগর চোর।
পাওল হেম কটোর ॥

বরিহা মাল—ময়ূর পুচ্ছের মালা। মুঝে—আমাকে। ফুগইতে—শিথিল করিতে ॥ ৭৮ ॥

তঁহি রতি ঢীট ইত্যাদি—তখন রতিলম্পট পশ্চাদ্ভাগে গুপ্তভাবে রহিল। আখরে—বর্ণদ্বারা। না করহ ইত্যাদি—হে অবোধ নাথ তুমি আর্ত্তি করিও না ॥ ৭৯ ॥

চিরথাই—চিরস্থায়ী ॥ ৮০ ॥

ধরিতে ধয়ল তায়।
তোড়ল নখের ঘায় ॥
চকোরে চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
পূরল তুহুঁক কাম ॥ ৮১ ॥

দিনান্তে—ধানশী।

একলি আছিলুঁ হাম গাঁথইতে হার।
সগরি খসল কুচ চীর হামার ॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচকিয়ে ঝাপিব কিয়ে নীবিবন্ধ ॥
হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ লাজ রসাতল গেল ॥
কারে কি বুঝাঅব দূরে হি দীপ।
লাজে লাজাঅল একটি ন জীব ॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপলিযাহেতাহেকিয়েলাজ ॥৮২॥

বংশী প্রতি আক্ষেপ।

পঠমঞ্জরী।

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাশী নিশাস গরলে তনু ভোর ॥
হঠসঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ ॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ ॥
গুরুজন সমুখহি ভাব তরঙ্গ।
যতনহিঁ বসনে ঝাপি সব অঙ্গ ॥
লঘু লঘু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল্ লাজ ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবি বন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্ধ ॥ ৮৩ ॥

কন্দর্প প্রতি আক্ষেপ।

তিরোতা।

কতিহুঁ নদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর হুঁবর নারী ॥
নাহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতীমাল শিরে নহ গঙ্গ ॥
মোতিম বন্ধ মৌল নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার ॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘ ছাল।
কেলি কমল ইহ না হয় কপাল ॥
বিদ্যাপতি কহে এহেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভরম নহ মলয়জ পঙ্ক ॥ ৮৪ ॥

আঁচর ওর—অঞ্চলের প্রান্ত ভাগ ॥ ৮১ ॥
সগরি—সকলই ॥ ৮২ ॥
হঠ সঞে—বল প্রকাশ করিয়া। পৈঠয়ে—প্রবেশ করে ॥ ৮৩ ॥

প্রেমবিচার।

বরাড়ী।

দুহুঁ রসময় তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল দুহুঁক না ভাঙ্গই জোর॥
কে নাহি কয়ল কতহুঁ পরকার।
দুহুঁজন ভেদ করই নাহি পার॥
খোজল সকল মহীতল গেহ।
খীর নীর সম না হেরিল লেহ॥
যব কোই বেরি আনল মুখ আনি।
খীর দগু দেই নিরসত পানি॥
তবহুঁ ক্ষীর উমরি পড়ু তাপে।
বিরহ বিয়োগ আগে দেই ঝাঁপে॥
যব কোই পানি আনি তাহে দেল।
বিরহ বিয়োগ তবহুঁ দূরে গেল॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি এ তিন সুরেহ।
রাধামাধব ঐছন লেহ॥ ৮৫॥

আমি সকল পৃথিবী গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, ক্ষীর ও নীর এই দুয়ের যেরূপ প্রীতি, এমন আর দেখিলাম না। জল শূন্য করিবার জন্য যখন দুগ্ধকে অগ্নির উপরে রাখিয়া দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করা যায়, তখন দুগ্ধ নিজ প্রিয়জন জলের বিরহে অগ্নি মুখে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। কিন্তু আবার যদি কেহ তাহাতে জল প্রদান করে, তাহা হইলেই দুগ্ধ সাম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে॥ ৮৫॥

অনুরাগ।

তিরোতা।

সখিহে মন্দ প্রেম পরিণামা।
বারকে জীবন, কয়ল পরাধীন,
নাহি উপকার এক ঠামা॥
ঝাপরে কূপ, নথই না পারলুঁ,
আইতে পরলহুঁ ধাই।
তখনক লঘু গুরু, কছু না বিচারলুঁ,
অব পাছু তরইতে চাই॥
মধুসম বচন, প্রেম সম মানুখ,
পহিলহুঁ জানলু না ভেলা।
আপন চতুরপণ, পরহাতে সোঁপলুঁ,
হৃদিসে গরব দূরে গেলা॥
এত দিনে আন, ভালে হাম আছিলুঁ,
অব বুঝলুঁ অব গাহি।
আপন পুন হাম, আপহি চাঁছলু,
দোখ দেঅব অব কাহি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি,
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেম কি কারণ, জীউ উপখিয়ে,
জগজন কো নাহি জানে॥ ৮৬॥

তরইতে চাই—উত্তীর্ণ হইতে, ইচ্ছা করি। আপন পুণ হাম ইত্যাদি—আমি আপনার পুণ্য আপনিই চাঁছিয়া ফেলিলাম, এখন আর কাহাকে দোষ দিব॥ ৮৬॥

যথা রাগ।

পাসরিতে শরীর হয় অবসান।
কহিতে না লয় অব বুঝই অবধান॥
কহনে না পারিসে হয়নে না যায়।
রচহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন বিহি নিরমিল এই পুন লেহ।
কাহে কুলবতী করি গঢ়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বাহার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুলাচার॥
সহই না পারিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরে যৈছনে পিঞ্জরমাহা সারী॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম এ লেহ॥ ৮৭॥

সখীর উক্তি।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিক বর বিদগধ জান॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহুঁ মিলব সেই সুপুরুখ আপ॥
উদভট প্রেম করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়ামাহ জাগ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ॥ ৮৮॥

শ্রীরাধার উক্তি।

তিরোতা।

প্রেমক গুণ কহব সব কোই।
যো প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত॥
অব সব বিষ সম লাগয়ে মোই।
হরি হরি পিরীতি করই জানি কোই॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারি।
পানি পিয়ে পিছে জাতি বিচারি॥ ৮৯

তথা—

কত গুরু গঞ্জন দুরজন বোল।
মনে কিছু না গণলু ও রসে ভোল॥
কুলজা রীতি ছোড়লুঁ যছু লাগি।
সো অব বিছুরল হামারি অভাগি॥
সোঙরি, সোঙরি সখি, কহবি মুরারি।
সুপুরুখ পরিহরে দুঃখ বিচারি॥
যো পুন সহচরি, হোয় মতিমান।
করয়ে পিশুন বচন অবধান॥
নারী অবলা হাম কি বোলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ গুণক নিধান॥

কাম করে ইত্যাদি—কন্দর্প আমার কর ধারণ করিয়া বাহির করিতেছে, আবার কুলাচার ধর্ম্ম আমাকে গৃহে রক্ষা করিতেছে। পিঞ্জরমাহা সারী—যেমন পিঞ্জর মধ্যে সারিকা পক্ষী॥ ৮৭॥

আপ—স্বয়ং। হিয়ামাহ জাগ—হৃদয় মধ্যে জাগরিত হউক॥ ৮৮॥

হরি হরি—হায়! হায়! করই জানি কোই—কেহ যেন করে না॥ ৮৯॥

হে সখি! আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম রসে ভুলিয়া গুরুজনের গঞ্জনা ও দুর্জ্জনের বাক্য (না গণলুঁ) গণিলাম না, যাহার জন্য কুলজা রমণীদিগের রীতি

মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এই কর দোখ রোখ অবগাই॥
তুহুঁ বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গান॥ ৯০॥

শ্রীরাগ।

সজনি কানুক কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেম বীজ, অঙ্কুরে মোড়লি,
বাঢ়ব কোন উপায়॥
তৈল বিন্দু যৈছে, পানি পসারল,
তৈছন তুয়া অনুপাগে।
সিকতা জল যৈছে, খণহি শুখাওল,
তৈছন তুঁহারি সোহাগে॥
কুল কামিনী ছিলুঁ, কুলটা ভৈ গেলুঁ,
তাকর বচনে লোভাই।
আপন করে হাম, মুড় মুঢ়াঅলুঁ,
কানুসো প্রেম বাঢ়াই॥
চোর রমণী জনু, মনে মনে রোঅই,
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে, গলভ জনু ধাঅল,
সে ফল ভুজইতে চাই॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি, ইহ কলিযুগ রীতি,
চিন্তা না কর কোই।
আপন করম দোষে, আপনি ভুগুই,
যো জন পরবশ হোই॥ ৯১॥

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজন পিরীতি পাষাণ সম রেহা॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত॥
এ ধনি, কহবি বন্ধুরে কর যোড়ি।
কি ফল প্রেমক আঁকুরে মোড়ি॥
যদি কহ তুহুঁ আগেয়ানী।
হাম সোঁপিলুঁ হিয় নিজ করি জানি॥
বিদ্যাপতি কহ লাগল ধন্ধা।
যা কর পিরীতি সো জন অন্ধা॥৯২॥

পরিত্যাগ করিলাম, (সো অব বিছুরল) সেই শ্রীকৃষ্ণ এখন আমাকে বিস্মৃত হইলেন? ইহা আমারই অভাগ্য বলিতে হইবে। ইত্যাদি॥ ৯০॥

শ্রীরাধা দূতী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মনোগত ভাব বলিয়া দিতেছেন। তৈল বিন্দু ইত্যাদি—জলের উপর তৈল বিন্দু নিক্ষেপ করিলে যেমন প্রসারিত হয় বটে, কিন্তু মিশ্রিত হয় না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ। তাঁহার সোহাগ কেমন না, বালুকা রাশিতে যেমন জল নিক্ষিপ্ত হইলে তখনি শুষ্ক হইয়া যায়। (মুড়—মুঢ়ালু) মস্তক মুণ্ডন করিলাম। কানুসোঁ—কৃষ্ণে। শলভ—পতঙ্গ। ভুজইতে—ভুঞ্জইতে অর্থাৎ ভোগ করিতে॥ ৯১॥

না টুটব—ভাঙ্গিবে না। লেহা—প্রেম। রেহা—রেখা। আঁকুরে—অঙ্কুরে। মোড়ি—ভাঙ্গিয়া॥ ৯২॥

সখীর উক্তি।

এ সখী কাহে কহসি অনুযোগে।
কানুসে অবহি করিব প্রেম ভোগে॥
কোনে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চললুঁ তহি থির কর হিয়া॥
এতকহিকানুপাশেমিলিল সোইসখী।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী॥
শুনতহি কানু মিলতঁহি পাশ।
বিদ্যাপতি কহ অধিক উল্লাস॥ ৯৩॥

অভিসার।

কেদার।

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥
করসঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথ হেরি উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরিয়ে আন॥ ৯৪॥

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা।

ভূপালী।

রয়নী ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি খণে আওব কুঞ্জর গমনী॥
ভীম ভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥
বিহি পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার॥
গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥
দশ দিশ ঘন ঘন আঁধিয়ারা।
চলইতে লখই লখই নাহি পারা॥
সব জনি পালটী ভুললি।
আওয়ে মানবি ভানত লোলি॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবতী পরাভব সহই॥৯৫

করসঞে—কর হইতে। কঙ্কণ মুদরি—হস্তালঙ্কার বিশেষ। সগরি—সকলি। উজিয়ার—উজ্জ্বল। বিঘিনি বিথারিত বাট—বিঘ্নবিস্তারিত পথ। আয়ুধে—অস্ত্রে। কাট—কাটিয়া॥ ৯৪॥

রয়নী—রজনী। সরণা—পথ। অবিঘিনে—নির্ব্বিঘ্নে। ভানত—ভ্রান্ত॥ ৯৫॥

জ্যোৎস্নাভিসার।

অবহুঁ রাজপথে পুর জন জাগি।
চাঁদ কিরণ জগমণ্ডল লাগি॥
রহিতে সোয়াত নাহি নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল কতয়ে পরকার।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার॥
কামিনী লোল ঝুট করিবন্ধ।
পহিরণ বসন আন করি ছন্দ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু ভেল।
বাজন যন্ত্র হৃদয় করি নেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর রাজ॥
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্ধ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥
বিদ্যাপতি কহ তব কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ কেলি॥ ৯৬॥

শ্রীরাগ।

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ, মনোভব মঙ্গল,
ত্রিভুবন বিজয়ী মালা॥
সুন্দর বদন, চারু অরুলোচন,
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক কমল মাঝে, কাল ভুজঙ্গিনী,
শ্রুতিযুগ খঞ্জন খেলা॥
নাভি বিবরসঞে, লোম লতাবলী,
ভুজগিনী শ্বাস পিয়াসা।
নাসা খগপতি, চঞ্চু ভরম ভয়ে,
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা॥
তিন বাণ মদন, তেজল তিন ভুবনে,
অবধি রহল দৌবাণে।
বিধি বড় দারুণ, বধিতে রসিক জন,
সোঁপলি তোহারি নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি,
ইহ রস কো পয়ে জান।
রাজা শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,
লছিমা দেবী পরমাণ॥ ৯৭॥

সোয়াথ—স্বাস্থ্য। নৌতুন লেহ—নূতন প্রীতি। লোল ঝুট করিবন্ধ—কেশগুলি মাথায় ঝুটি বান্ধিলেন। পরিধান বস্ত্রখানি অন্য প্রকার করিয়া অর্থাৎ পুরুষের মত করিয়া পরিধান করিলেন। অম্বরে ইত্যাদি—বস্ত্র দ্বারা উচ্চ কুচদ্বয় সম্বৃত হইল না বলিয়া একটী বাদ্যযন্ত্র (বীণাদি) হৃদয়ে ধারণ করিয়া জ্যোৎস্নাভিসার করিলেন॥ ৯৬॥

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—সুন্দর বদন ইত্যাদি—একে সুন্দর বদন আবার মনোহর নয়নদ্বয়; তাহা আবার কজ্জল দ্বারা রঞ্জিত। ইহাতে বোধ হইতেছে, যেন কনক কমলে কালসাপিনী এবং পার্শ্বে শ্রুতি যুগল যেন খঞ্জনদ্বয় ক্রীড়া করিতেছে। নাভি বিবরসঞে ইত্যাদি—নাসা গরুড় পক্ষীর চঞ্চু মনে করিয়া—নাভি বিবর হইতে লোমাবলিরূপ ভুজঙ্গিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া কুচগিরি-গুহায় নিবাস সংস্থান করিল। তিন বাণ ইত্যাদি—মদনের বাণ পাচটী, তাহার মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে তিনটী বাণ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যে দুইটি ছিল তাহাই দারুণ বিধাতা রসিক জনের প্রাণ বধ করিবার জন্ত তোমার নয়নে স্থাপন করিয়াছে॥ ৯৭॥

তিরোতা।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

আঁচরে বদন ঝাপহ গোরি।
রাজা শুনইতে চাঁদ কি চোরি॥
ঘরে ঘরে পহরি ছোড়ি গেল জোয়।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয়॥
হাসি সুধামুখি না করবি জোরি।
বাণীক ধনি ধনি বোলবি মোরি॥
অধর সমীপ দশন করু জ্যোতি।
সিন্দুর সমীপ বসায়লি মোতি॥
শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয়ে জানি বিপদক লেশ॥
চাঁদক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহুঁ নিকলঙ্ক॥
রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবি সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক॥ ৯৮॥

বিপরীত সম্ভোগ।

ভূপালী।

বিগলিত চিকুর, মিলিত মুখ মণ্ডল,
চাঁদে বেঢ়ল ঘন মালা।
মণিময় কুণ্ডল, শ্রবণে দুলিত ভেল,
ঘামে তিলক বহি গেলা॥
সুন্দরি তুআ মুখ মঙ্গল দাতা।
রতি বিপরীত, সময়ে যদি রাখবি,
কি করব হরি হর ধাতা॥
কিঙ্কিণী কিনি কিনি, কঙ্কণ কন কন,
কলরব নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন, পরাভব মানল,
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥
তাহে একু জঘন, সঘন রব করইতে,
হোয়ব সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি পতি, ও রস গাহক,
যামুনে মীলল গঙ্গ তরঙ্গ॥ ৯৯॥

ধানশী।

বদন সোহাগল শ্রমজল বিন্দু।
মদন মোতি দেই পূজল ইন্দু॥
প্রিয় মুখ সমুখ চুম্বন ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥
রতি বিপরীত বিলম্বিত হার।
কনক লতা পরি দুধক ধার॥
কিঙ্কিণী শবদ নিতম্বহি সাজ।
মদন বিজয়ি-রণ-বাজন বাজ॥
বিগলিত চিকুর মাল ধরু অঙ্গ।
জনু যামুন জলে দুধ তরঙ্গ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
জলদে ঝাপল জনু চপল সুঠাম॥১০০।

সখীর উক্তি—বিভাষ।

কহ কহ সখি, নিকুঞ্জ মন্দিরে,
আজু কি হইল ধন্দ।
চপলে ঝাপল, জনু জলধর,
নীল উতপল চন্দ॥

ওজ—প্রকাশ। দুধক—দুধের। যামুন জলে—যমুনার জলে অর্থাৎ যমুনার জল কৃষ্ণবর্ণ॥ ১০০॥

ফণী মণিবর, উগরে নিরখি,
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে, সুর তরঙ্গিণী,
কেবল তরল ভেল॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণে, করু কলরব,
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে, তুরিজতু কহু,
ঐছন সকল শোহে॥
নায়ক গোপন, নিজ পরিজন,
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃত, কৃপা যে তাহারি,
কোন জন ইহা গান॥ ১০১॥

শ্রীরাধিকার উক্তি।

সুহই।

কি কহব রে সখি কেলি বিলাস।
বিপরীত সুরত নায়র অভিলাষ॥
মানত নায়র দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ॥
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
তুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস॥
শ্রম জল বিন্দু মুখ সুন্দর জ্যোতি।
কনক কমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি॥
কুচ যুগ কনক ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জানি পহুঁ দিল পাণি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
নহিলেকিবশঐছে তোহারিমুরারি॥ ১০২

ভাটিয়ারি।

সখিহে কি কহব নাহিক ওর।
স্বপন কি পরতেক, কহই না পারিয়ে,
কি অতি নিকট কি দূর॥
তড়িত লতাতলে, তিমির সান্ধায়ল,
আঁতরে সুরধুনী ধারা।
তরল তিমির শশী, সূরজ গরাসল,
চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল, ধরাধর টল টল,
ধরণী ডগ মগ ডোলে।
খরতর বেগে, সমীরণ সঞ্চরু,
চঞ্চরীগণ করু রোলে॥
প্রলয় পয়োধি, জলে জনু ঝাঁপল,
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত, কথা পাতিয়াওব,
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ১০৩॥

পঠমঞ্জরী।

কুচ যুগ চারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জানি পহুঁ দিল পাণি॥
ঘাম বিন্দু মুখ হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষ সরস অবগাহ॥

শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিপরীত বিহারান্তে শ্রীরাধার কোন সখী কহিতেছেন, কহ কহ ইত্যাদি॥ ১০১॥

বুঝই না পারিয়ে পিয়া মুখ ভাষ।
বদন নিহারিতে উপজয়ে হাস ॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি ॥
তারক বচনে কয়লুঁ সব কাজ।
কি কহব সো সব কহইতে লাজ ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ।
নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাগ।

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
আপন মনোরথ সো পরি পূর ॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস ॥
জলধর উলটি পড়ল মহি মাঝ।
উয়ল চারু ধরাধর রাজ ॥
মরকত দরপণ হেরইতে হাম।
উচ নিচ না বুঝি পড়ল সোই ঠাম ॥
পুন অনুমানিয়ে নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান ॥
নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহলুঁ হিয়ে আনন গোই ॥
সোই রসিক বর কোরে আগোরি।
আঁচরে শ্রম জল মোছল মোরি ॥
মৃদু মৃদু বিজইতে ঘুমল হাম।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অনুপম ॥ ১০৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার।

সুহিনী।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী বিলাস কাম ॥
সে সুবদনী সুন্দরী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লাই ॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ ॥
বহুবিধ কেলি করল সোই।
সে সব স্বপন হোঅল মোই ॥
কিবা সে বচন অমিয় মিঠ।
ভাঙর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ ॥
সে ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে ॥১০৬ ॥

পুনর্ম্মিলন।

ভূপালী।

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল ॥
করে ধরি বৈসায়লি বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন শ্যাম রমণী রতনে ॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ ॥
নয়ানে নয়ান দুহুঁার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান ॥

লাই—লইয়া। মোই—আমাকে ॥ ১০৬ ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগরী ভোর।
ত্রিভুবন বিজয়ী নাগর চোর ॥ ১০৭ ॥

রূপোল্লাস।

ধানশী।

সুন্দর বদনে, সিন্দুর বিন্দু,
সাঙল চিকুর ভার।
জনু রবি শশী, সঙ্গহি উয়ল,
পিছে করি আন্ধিয়ার ॥
রামাহে অধিক চন্দ্রিম ভেল।
কতনা যতনে, কত অদভুত,
বিহি বিহি তোরে দেল ॥ ধ্রু ॥
উরজ অঙ্কুর, চিরে ঝাপায়সি,
থোর থোর দরশায়।
কতনা যতনে, কতনা গোপসি,
হিমে গিরি না লুকায় ॥
চঞ্চল লোচন, বঙ্ক নেহারণী,
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর, পবনে পেলিল,
অলি ভরে উলটায় ॥
ভণ বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি,
এসব এরূপ জান।
রায় শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,
লছিমা দেবী পরমাণ ॥ ১০৮ ॥

চোর—ঠাকুর। ইহা একখানি প্রাচীন হস্ত লিখিত পুস্তকের টিপ্পনী ॥ ১০৭ ॥

সাঙল—শ্যামল। বিহি বিহি তোরে দিল—বিধাতা বহন করিয়া তোমাকে দিয়াছে ॥ ১০৮ ॥

মায়ুর।

কবরি ভয়ে, চামরী গিরি কন্দরে,
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাস ॥
সুন্দরি, কাহে মোরে সম্ভাষি না যাসি।
তুআ ডরে ইহ সব, দূরহিঁ পলাওল,
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি ॥ ধ্রু ॥
কুচ ভয়ে কমল, কোরক জলে মুদিরহু,
ঘট পরবেশে হুতাসে।
দাড়িম শ্রীফল, গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥
ভুজ ভয়ে কনক, মৃণাল পঙ্কে রহু,
কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ, কত কত ঐছন,
করহ মদন পরতাপে ॥ ১০৯ ॥

ভূপালী।

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সুরবস গেহক সার ॥

চামরী—গাভী বিশেষ, অর্থাৎ যাহার পুচ্ছে চামর হয়। ঘট ইত্যাদি—ঘট, অগ্নিতে প্রবেশ করে। হুতাস—হুতাশন অর্থাৎ অগ্নি। শম্ভু ইত্যাদি—শিব বিষপান করিয়াছেন। পঙ্কে—প্রপে। পরতাপে—প্রতাপে ॥ ১০৯ ॥

পাখীর পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ দোঁহা হোয়॥ ১১০॥

বসন্ত বর্ণন।

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর কুসুম ধয়ল হেম দণ্ড॥
নৃপ আপন নব পীঠল পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখ হি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পঢ় আশীষ মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দ বিল্লি তরু ধরল নিশান।
পাটল তুণ অশোক দল বাণ॥
কিংশুক নবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধু মক্ষিকাকুল।
শিশিরক সবহুঁ করল নিরমূল॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নবদলে করু আসন দান॥
নব বৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥ ১১১॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার প্রেম পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন কথা বলিলে, তাহার উত্তরে শ্রীরাধিকা কহিতেছেন—হে মাধব! তুমি কেন এমন কথা বল, বলিতে পারি না। কিন্তু আমি তোমাকে হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বুল, হৃদয়ের মৃগমদ, গ্রীবার হার, দেহের সর্ব্বস্ব, গৃহের সারবস্তু, পক্ষীর পাখা, মৎস্যের জল এবং জীবের জীবন বলিয়া জানি॥ ১১০॥

ঋতু শ্রেষ্ঠ বসন্ত রাজা হইলেন দেখিয়া, ভ্রমর মাধবীলতার নিকট দৌড়িয়া গেল, সূর্য্যকিরণ বাল্যত্যাগ করিয়া পৌগণ্ড অবস্থা প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ প্রখর হইল। কেশর কুসুম অর্থাৎ বকুল ফুল ছত্র ধারণ করিল। নূতন পাটলী পত্রই রাজসিংহাসন হইল। কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধারণ করিল। আম্রমুকুলগুলি শিরোভূষণ হইল। কোকিল পঞ্চমস্বরে গান করিতে লাগিল। ভ্রমরগণ যন্ত্ররূপে বাজিতে লাগিল এবং ময়ূরগণ নাচিতে লাগিল। অন্যান্য পক্ষীসকল বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। কুসুমরেণুগুলি মলয় পবন সহ অনুরক্ত হইয়া চন্দ্রাতপরূপে শোভা পাইল। কুন্দফুল ও ঝিল্লি অর্থাৎ বেলা ধ্বজারূপে দেখা দিল। পাটল, পুষ্প, তূণ এবং অশোক, কিংশুক ও লবঙ্গলতা ঋতুরাজের বাণস্বরূপ প্রকাশ পাইল। ইহা দেখিয়া শীতঋতু রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন পরায়ণ হইল। বসন্তরাজের মধুমক্ষিকা সৈন্যদল শীতের সকলই নির্ম্মূল করিয়া দিল। পদ্ম শীত কর্ত্তৃক হতশ্রী হইয়া মৃতপ্রায় ছিল, এখন তাহারা উদ্ধার পাইয়া প্রাণপ্রাপ্ত হইল এবং নিজ পত্র বিস্তার করিয়া যেন বসন্তরাজকে আসন প্রদান করিল॥ ১১১॥

মায়ুর।

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ,
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল,
মাতল নব অলিকুল ॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জ নব শোভয়,
নব নব প্রেম বিভোর ॥ ধ্রু ॥
নবীন রসাল, মুকুল মধু মাতিয়া,
নব কোকিল কুল গায়।
নব যুবতীগণ, চিত্ত উনমতায়ই,
নব রসে কাননে ধায় ॥
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী,
মিলয়ে নব নব ভাঁতি।
নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন,
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥ ১১২ ॥

বসন্ত রাস।

মধু ঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি ॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ ॥
মধুর যুবতিগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রস রঙ্গ ॥
মধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর নটন গতিভঙ্গ।
মধুর নটনী নটরঙ্গ ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১১৩ ॥

ঋতুপতি রাতি রসিক বর রাজ।
রসময় রাস রভস রস মাঝ ॥
রসবতী রমণী রতন ধনি রাই।
রাস রসিক সহ রস অবগাই ॥
রঙ্গিণীগণ সব রঙ্গহি নটই।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রচই ॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতি রত রাগিণী রমণ বসন্ত ॥
রটতি রবাব মহতি কপিনাস।
রাধা রমণ করু মুরলী বিলাস ॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
রূপ নারায়ণ ভূপতি জান ॥ ১১৪ ॥

বেলোয়ার।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধো দ্রিমি দ্রিমিয়া।
নটত কলাবতী, শ্যাম সঙ্গে মাতি,
করে করু তাল প্রবন্ধ কি ধ্বনিয়া ॥
ডগ মগ ডম্ফ, দ্রিমিকি দ্রিমিমাদল,
রুণু ঝুণু মঞ্জীর বোল।

অবগাই—অবগাহন করিয়া। নটই—নৃত্য করিতেছে। রটতি—শব্দ করিতে লাগিল। রবাব ও কপিনাস—যন্ত্র বিশেষ ॥ ১১৪ ॥

দ্রিগি দ্রিগি, ধো, দ্রিমি প্রভৃতি বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ বিশেষ। বীণ, রবাব, মুরজ ও শরমণ্ডল ইহা

কিঙ্কিণী রণরণি, বলয়া কনয়া মণি,
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল ॥
বীণ রবাব, মুরুজ শরমণ্ডল,
সারি গম পধনি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনিং মৃদঙ্গ গরজনি,
চঞ্চল শরমণ্ডল একু রাব ॥
শ্রম ভরে গলিত, গলিত কবরী যুত,
মালতী মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত, রাস রস বর্ণন,
বিদ্যাপতি মতি ক্ষোভিত হোতি ॥১১৫

মাথুর লীলা।

ভাবি বিরহ।

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয় ॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব ॥
বঁধু যাবে দূরদেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে
নহেত পিয়ারে গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ ভাণ।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ ॥ ১১৬ ॥

বালাধানশী।

মাধব, বিধুবদনা।
কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা ॥
তুহুঁ পরদেশ যাবে শুনি ভই ক্ষীণা।
প্রেম পরতাপে চেতন হরু দীনা ॥
কিশয়ল তেজি ভূমে স্থতলি আয়াসে।
কোকিল কলরবে উঠত তরাসে ॥
নোরহি কুচ কুঙ্কুম দূরে গেল।
কৃশ ভুজ ভূষণ ক্ষিতি তলে মেল ॥
আনত বয়ানে রাই হেরত গীম।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছিন ॥
কহই বিদ্যাপতি উচিত চরিত।
সো সব গণইতে ভেলি মূরছিত ॥১১৭॥

বাদ্য যন্ত্র বিশেষ। সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি,—স্বর সমূহ। বিথারল—বিস্তৃত হইল বা ছিন্ন ভিন্ন হইল ॥ ১১৫ ॥

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে প্রবাস নিকট ও দূরভেদে দ্বিবিধ। গোষ্ঠলীলাদি নিকট প্রবাস, মথুরা গমন দূর প্রবাস। এই দূর প্রবাসে তিন প্রকার বিরহ যন্ত্রণা হয়। যথা—"ভাবি ভবশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধ সতুকীর্ত্তিতঃ।" শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিলেন শুনিয়া যে বিরহ তাহাকে ভাবি, মথুরা গমন করিতেছেন দেখিয়া যে বিরহ তাহাকে ভবন এবং মথুরা গমন করিলে যে বিরহ তাহাকে ভূত বিরহ কহে। সোয়াথ—স্বাস্থ্য। ভরমিব—ভ্রমণ করিব ॥ ১১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরাগমন করিবেন শুনিয়া শ্রীরাধার কোন সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট কহিতেছেন। ভই-ক্ষীণা—ক্ষীণ হইয়াছেন। তরাস—ত্রাস। নোরহি ইত্যাদি—নয়ন নীরে বক্ষঃস্থিত কুঙ্কুমরাগ দূরীভূত হইয়াছে। কৃশভুজ ইত্যাদি—শ্রীরাধার ভুজদ্বয় এতই কৃশ হইয়াছে যে ভূষণ সকল ভূমিতে পতিত হইতেছে। ছিন—ছিন্ন ॥ ১১৭ ॥

তিরোথা।

কানুর মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বর বিধু বদনী।
হরি হরি শবদে মুরুছি পড়ু ধরণী॥
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়ান॥
ইহ সব শবদ পশি যব শ্রবণে।
তব বিরহিণী ধনি পাওল চেতন॥
নিজ করে ধরি দুই কানুর হাত।
যতনে ধরল ধনি আপনক মাথ॥
বুঝিয়ে কহয়ে বর নাগর কান।
হাম নাহি মথুরা করব পয়ান॥
যব ধনি পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি দুহুঁ তবে ছোড়ি নিশ্বাস॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহা কহন না পারি॥ ১১৮॥

ভবন বিরহ।

গান্ধার।

হরি কি মথুরা পুরে গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল॥
রোদিত পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব, সোই যমুনার কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে॥
হাম, সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানাব বিরহকি বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন নহ সমুচিত॥ ১১৯॥

ধানশী।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিলোল॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি॥

শূন ভেল—শূন্য হইল। রোদন ইত্যাদি—পিঞ্জরস্থ শুকপক্ষী রোদন করিতেছে। ধেনুগণ মথুরার দিকে ধাবিত হইতেছে। ইহা দ্বারা পক্ষী ও পশুদিগের বিরহ বর্ণনা করা হইল। ইহার ভাবার্থ এই যে, যখন পশু পক্ষীগণেরও শ্রীকৃষ্ণ বিরহ অসহ্য হইয়াছে, তখন আমাদের কথা আর কি বলিব। হাম ইত্যাদি—অতএব আমি সাগরে প্রাণত্যাগ করিব। এখানে সাগর শব্দে কামসাগর বা কাম্যকূপ বুঝিতে হইবে। আমি মরিয়া অন্য জন্মে কৃষ্ণ হইব এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধা হইবে অর্থাৎ কান্ত বিরহে কান্তাদিগের যে বাধা (পীড়া) তাহা তিনি অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন॥ ১১৯॥

শূন ভেল ইত্যাদি—মন্দির শূন্য হইল, নগর

কৈছনে যাওব যমুনা তীরে।
কৈছে নিহারব কুঞ্জ কুটীর ॥
সহচরী সঞে যাহা করল ফুলধারী।
কৈছনে জীঅল তাহি নিহারি ॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহু কান ॥১২০॥

ভূত বিরহ।

সুহই।

প্রেমক অঙ্কুর, আত জাত ভেল,
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ, উদয় হৈছে যামিনী,
সুখলব ভৈগেল নৈরাশা ॥
সখি হে, অবমুঝে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই ॥
কো জানে চাঁদ, চকোরিণী বঞ্চব,
মাধবী মধুপ সুজান।

অনুভবি কানু, পিরীতি অনুমানিয়ে,
বিঘটিত বিহি নিরমাণ ॥
পাপ পরাণ মম, আন নাহি জানত,
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহে, নিকরুণ মাধব,
গোবিন্দ দাস রস পূর ॥ ১২১ ॥

তিরোতা।

হরি গেও মধুপুর হাম কুল বালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী মালা ॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥
নয়ান কি নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি ॥ ১২২ ॥

শূন্য হইল, দশদিক শূন্য হইল, অধিক কি বলিব। সগরি অর্থাৎ সকলই শূন্য হইল ॥ সঞে—সঙ্গে। ফুলধারী—বনমালী ॥ ১২০ ॥

নিঠুর নায়কের জন্য রোদন করা উচিত নহে, কোন সখী এই কথা বলিলে, শ্রীরাধা তাহার উত্তর করিতেছেন। আত—আতপ অর্থাৎ রৌদ্র, প্রখর রৌদ্রে অঙ্কুর শুষ্ক হয় ইহা প্রসিদ্ধ। সুখলব—সুখ কণা। অব মুঝে—এখন আমাকে। নিঠুর নিষ্ঠুর। মাধাই—মাধব। বিছুরাই—ভুলিয়া। কো জানে চাঁদ ইত্যাদি—হে সখি! কে জানে যে চন্দ্র চকোরিণীকে বঞ্চনা করিবে? কে জানে যে মধুপ (ভ্রমর) মাধবীলতাকে বঞ্চনা করিবে?

অর্থাৎ ইহা কখনই জানিতাম না। অতএব আমি অনুমান করি, দৈব বিঘটন বশতঃ বিধাতা এই কৃষ্ণপ্রেম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার পাপ-প্রাণ কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই জানে না এখনও কানু কানু করিয়া ঝুরিতেছে। "গোবিন্দদাস রস পূর" এই অংশটুকু গোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর পূর্ণ করিয়াছেন ॥ ১২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধা কোন সখীর নিকট নিজ দুঃখ বর্ণন করিতেছেন ॥ ১২২ ॥

গান্ধার।

সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি,
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ, তাহে পুন ঐছন,
দূরহিঁ কয়ল মুরারি॥
সজনি, কিয়ে করব পরকার।
কি মোর করমফলে, পিয়াগেলদেশান্তরে,
নিতি নিতি মদন ঝঙ্কার॥
নারীর দীঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ,
মোর পিয়া যার পাশ বৈসে।
পাখীজাতি যদি হও, পিয়াপাশে উড়েযাও,
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥
আনি দেই মোরপিউ, রাখহ আমারজীউ,
কো ইহ করুণাবান।
বিদ্যাপতি কহ, ধৈরজ ধর চিত,
তুরিতহি মিলব কান॥ ১২৩॥

পাহিড়া।

চির চন্দন উরে হায় না দেলা।
সোঅব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়ক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সোপিয়া বিনে মোহে কে কিনা কহলা॥
বড় দুঃখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পুরুব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দেখি নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন সে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁজর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥১২৪॥

তথা—

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা॥
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা॥
মনে মোর যত দুখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে অত দুখ নাহি জানে লোকে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই।
কানু সমুঝাইতে হাম চলি যাই॥১২৫॥

পঠমঞ্জরী।

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিও মোর নাম দুই চারি॥
সখীগণ গণইতে লৈও মোর নাম।
অরুণ দুর্ল্লভ করে দেই জল দান॥
এই সব আভরণ দিও পিয় ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি॥১২৬॥

"শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনর্ব্বার মিলন করাইব" কোন সখী এই কথা বলিলে শ্রীরাধা কহিতেছেন॥ ১২৩॥

চির—বস্ত্র। উরে—বক্ষঃস্থলে॥ ১২৪॥

করুণ বরাড়ী।

লোচন নোর তটিনী নিরমাণ।
ততহি কমল মুখী করত সিনান॥
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই॥
কুয়ল কবরী উলটী উর পড়ই।
জনু কনয়া গিরি চামর ঢরই॥
তুয়া গুণ গণইতে নিন্দা না হোই।
অবনত আননে ধনি কত রোই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান।
বুঝলুঁ তুআ হিয়া দারুণ পাষাণ॥ ১২৭॥

গুর্জ্জরী।

মাধব, যাই না পেখহ বালা।
আজি কালি, পরাণ পরিতেজব,
কত সহ বিরহক জ্বালা॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি কোন সখী কহিতেছেন—লোচন নোর ইত্যাদি—শ্রীরাধার নয়ন নীরে একটী নদী নির্ম্মিত হইয়াছে। কমলমুখী তাহাতেই স্নান করেন। বেরি এক ইত্যাদি—হে মাধব একবার তোমার রাধাকে বাঁচাও। বাঁচাইবার প্রকার কহিতেছেন, যব-তুয়া ইত্যাদি। কুয়ল—ইত্যাদি। শ্রীরাধার কবরী খুলিয়া উলটিয়া বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন কনক পর্ব্বতে চামর ব্যজন করিতেছে। ইহা দ্বারা শ্রীরাধার চিন্তা দশা বর্ণিত হইল। বিরহে যে দশটী দশা হয়, তাহার প্রথম দশার নাম চিন্তা। তুয়া গুণ গণইতে ইত্যাদি দ্বারা দ্বিতীয় দশা জাগরণ বর্ণিত হইল॥ ১২৭॥

হে মাধব একবার বৃন্দাবন গমন করিয়া রাধার দশা পেখহ—দেখ। পরাণ পরিতেজব

শীতল সলিল, কমল দল সেজহি,
লেপহুঁ চন্দন পঙ্কা।
সো সম যতহুঁ, আনল সম হোয়ল,
দশগুণ দহই মৃগাঙ্কা॥
শকতি গেলহুঁ ধনি, উঠই ধরণী ধরি,
পেখলুঁ নিশি দিশি জাগি।
চমকি চমকি ধনি, বোলত শিব শিব,
জগত ভরল তছু আগি॥
কাহে উপচারু, বুঝই না পারই,
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।
কেবল দশমী দশা, বিধি সিরজিল,
অবহুঁ করহ অবধানে॥ ১২৮॥

বালা।

মাধব, সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে, বারি ঝর নিঝর,
জনু ঘন শাঙন মালা॥

—প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। প্রাণ পরিত্যাগের হেতু কহিতেছেন—কত সহ ইত্যাদি। জ্বালার পরিমাণ কহিতেছেন—শীতল জল কমলদলের শয্যা ও চন্দন পঙ্ক লেপন করিলেও সে সকল অগ্নিসম হইতেছে। মৃগাঙ্ক—চন্দ্র। দশগুণ দহন করিতেছেন। ইহাতে রাধার ব্যাধি দশাঅর্থাৎ সপ্তমী দশা বর্ণিত হইল। শকতি গেলহুঁ ইত্যাদি দ্বারা —তানব দশা অর্থাৎ চতুর্থী দশা বর্ণিত হইল। পেখলুঁ—দেখিলাম। নিশি দিশি—দিবা রাত্র। ইহাতে জাগর্য্যা দশা প্রকাশ পাইতেছে। চমকি ইত্যাদি—চমকিত হইয়া শিব শিব এই বাক্য কহিতেছেন, ইহাতে উন্মাদ দশা বর্ণিত হইয়াছে। দশমী দশা—মৃত্যু॥ ১২৮॥

পুণমিক ইন্দু, নিন্দি মুখ সুন্দর,
সো ভেল অব শশিরেহা।
কলেবর কমল, কাঁতি জিনি কামিনী,
দিনে দিনে খীন ভেল দেহা॥
উপবন হেরি, মুরছি পড়ু ভূতলে,
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই, ক্ষিতিপর লেখই,
পাণি কপালে অবলম্ব॥
ঐছন হেরি, তুরিত হাম আয়লুঁ,
অব তুহুঁ করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ, নিকরুণ মাধব,
বুঝলুঁ কুলিশিক সার॥ ১২৯॥

কামোদ।

অনুখন মাধব, মাধব সোঙরিতে,
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব, স্বভাবহি বিছুরল,
আপন গুণ লুবধাই॥
মাধব, অপরূপ তোঁহারি সুলেহ।
আপন বিরহে, আপর তনু জর জর,
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥

ভোরহি সহচরী, কাতর দিঠি হেরি,
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখন রাধা, রাধা নাম রটতহিঁ,
আধ আধ কহি বাণী॥
রাধা সঞে যব, পুন তঁহি মাধব,
মাধব সঞে যব রাধা।
তুহুঁ দিশ দারু, দহনে যৈছে দগধই,
আকুল কাট পরাণ।
ঐছন বল্লভ, হেরি সুধামুখী,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১৩০॥

সুহই।

মাধব, পেখলু সো ধনি রাই।
চিত পুতলী জনু এক দিঠে চাই॥
বেঢ়ল সকল সখী চৌপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা॥
অতি ক্ষীণ জনু কাঞ্চন রেহা।
হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা॥

জনু ঘন শাঙন মালা—যেন শ্রাবণ মাসের মেঘ মালা। শশিরেহা—শশিরেখা। কাঁতি—কান্তি। পাণি—কর। কপোল—গাল। ঐছন—ঐরূপ। তুরিত হাম আয়লুঁ—শীঘ্র আমি আসিলাম॥ ১২৯॥

হে মাধব! রাধা অতি আশ্চর্য্য উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা কেবল তোমারই প্রেমের

মহিমা। অনুখন মাধব ইত্যাদি—ক্ষণ ক্ষণ মাধব ভাবিয়া তিনি নিজেই মাধব হইয়াছেন। ও নিজ ইত্যাদি—বিছুরল—বিস্মৃত হইয়াছেন। লুবধই—লুব্ধ হইয়া। ভোর হি সহচরী ইত্যাদি—রাধার কাতর দৃষ্টি ও নয়নের অশ্রু দেখিয়াই সহচরীগণ ভোর হইয়াছে। ভোর—চিন্তাযুক্ত। সঞে—সঙ্গে॥ ১৩০॥

চিত পুতলী—চিত্র পুত্তলী। এক দিঠ—এক দৃষ্টি। বেঢ়ল ইত্যাদি—চারিদিকে সখীগণ বেষ্টিত হইয়া রাধার প্রাণবায়ু পরীক্ষা করিতেছিল, তাহাতে অতি ক্ষীণ শ্বাস নাসা দ্বারে প্রবাহিত হই-

কঙ্কণ বলয়া গলিত দুহুঁ হাত।
ফুয়ল কবরী না সম্বরি মাথ॥
চেতন মুরছল বুঝই না পারি।
অনুখন ঘোর বিরহ জ্বরে জারি॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগজন অনুলেহ॥১৩১॥

তিরোতা।

হিম হিমকর কর, তাপে তাপাওলু,
ভৈগেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক মুখে, নাহি সম্বাদই,
কিয়ে করু মদন দুরন্ত॥
জানলুঁ রে সখি, কুদিবস ভেল।
কি খেমে বিহি মোরে, বিমুখভেলমোরে,
পালটী দিঠি নাহি দেল॥
এত দিনে তনু মোর, সাধে সাধায়লুঁ,
বুঝলু আপন নিদান।
অবধিক আশে, ভেল সব কাহিনী,
কত রহ পাপ পরাণ॥
বিদ্যাপতি ভণ, মাধব নিকরুণ,
কাহে সমুঝাঅব খেদ।
ইহ বড়বানল, তাপ অধিক ভেল,
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ॥ ১৩২॥

শ্রীগান্ধার।

ফুটল কুসুম নব, কুঞ্জ কুটীর বন,
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
মলয়ানিলহিম, শিখরে সিধারল,
পিয়া নিজ দেশে না আওইরে॥
চান্দ চন্দন তনু, অধিক উতাপহুঁ,
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত, কান্ত রহু দূরদেশে,
জানলুঁ বিহি প্রতিকূল॥
অনিমিখ নয়ানে, নাহ মুখ নিরখিতে,
তিরপিত না হয়ে নয়ান।
এ সুখ সময়, সহজে এত সঙ্কটে,
অবলা কঠিন পরাণ॥
দিনেদিনেক্ষীণতনু, হিমেকমলিনীজনু,
না জানি কি ইহ পরিযন্ত।
বিদ্যাপতি কহ, ধিক ধিক জীবন,
মাধব নিকরুণ অন্ত॥ ১৩৩॥

ধানশী।

পহিল বয়স মোর না পূরল সাধে।
পরিহরি গেল পিয়া কোন অপরাধে॥
ঐছন সখীরি করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহ হব পুন মেল॥ ১৩৪॥

তেছে প্রতিপন্ন হইল। রাধার কৃশতা বর্ণিত হইতেছে—কঙ্কণ ইত্যাদি—দুই হস্তের কঙ্কণ বলয় গলিত হইয়াছে॥ ১৩১॥

শ্রীরাধা কিরূপ বিলাপ করিতেছেন, তাহাই সখী কর্ত্তৃক বর্ণিত হইতেছে॥ ১৩২॥

সখীরি—সখীরে। করম—কর্ম্মফল। কিয়ে ভেল—কি হইল?॥ ১৩৪॥

দূতী প্রেরণ।

তুড়ী।

ফুটল কুসুম সকল বন অন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিল ফুল কলরবহি বিথার।
পিয়া পরদেশ হাম সহই না পার॥
অব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান॥
ইহ সুখ সময়ে সোই মঝু নাহ।
কসঞে বিলসব কো কর তাহ॥
তুহুঁ যদি ইহ দুখ কহ তছু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহ পূরব কাম॥ ১৩৫॥

পাহিড়া।

হাম ধনি তাপিনী, মন্দিরে একাকিনী,
দোষর জন নাহি সঙ্গ।
বরিষা পরবেশ, পিয়া গেল পরদেশ,
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ॥
সজনি, আজু শমন দিন হোয়।
নব নব জলধর, চৌদিকে ঝাপল,
হেরি জীউ নিকসয়ে মোয়॥
ঘন ঘন গরজিত, শুনি জীউ চমকিত,
কম্পিত অন্তর মোর।
পাপিহা দারুণ, পিউ পিউ সঙরণ,
ভ্রমি ভ্রমি দেউ তছু কোর॥
বরিখয়ে পুন পুন, আদি দহন জনু,
জানলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ, শুন রমণী বর,
মীলব শহু গুণবন্ত॥ ১৩৬॥

জয়জয়ন্তী।

এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওর রে।
এ ভর ভাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর রে॥
ঝঞ্ঝা ঘন, গরজন্তি সন্ততি,
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাঁহুন, কাম দারুণ,
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত, পাত মোদিত,
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

দূতীর প্রতি শ্রীরাধার উপদেশ বাক্য। হামারি মন মান অর্থাৎ আমার মন বুঝিয়া। মঝু নাহ—আমার নাথ। কা সঞে—কাহার সঙ্গে। তুহুঁ যদি ইত্যাদি—হে সখি—তুমি যদি এই সকল দুঃখের কথা (তছু—তাহার। ঠাম—নিকট।) তাহার নিকট বল, তবে অবশ্যই আমার কামনা পূর্ণ হইবে॥ ১৩৫॥

শ্রীরাধার বর্ষাকালোচিত বিলাপ বর্ণিত হইতেছে। পাপিহা—চাতক। চাতক পিউ পিউ শব্দ করিয়া আমার পিউ অর্থাৎ প্রিয়কে স্মরণ করিয়া দিতেছে॥ ১৩৫॥

এ ভর ভাদর—এই ভরা ভাদ্র। ভরা—পরিপূর্ণ। ঘন গরজন্তি—মেঘ গর্জ্জন করিতেছে। সন্ততি—সন্তত অর্থাৎ সতত। বরিখন্তি—বর্ষণ

তিমির ভরি ভরি, যো বর যামিনী,
থির বিজরী পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ, কৈছে গোঙাঅবি,
হরি বিনু দিন রাতিয়া ॥ ১৩৭ ॥

স্বপ্ন।

আওল গোকুলে নন্দকুমার।
আনন্দে কোই কহই জানি পার ॥
কি কহব রে সখি রজনীক কাজ।
স্বপনহি হেরলুঁ নাগর রাজ ॥
আজি শুভ নিশি কি পোহাঅল হাম।
প্রাণ পিয়ারে করলুঁ পরণাম ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারি।
ধৈরজ করহ তোহে মিলব মুরারি ॥১৩৮

ধানশী।

সজনি, কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি, পার কিয়ে পাওব;
মঝুমনে নাহি পাতিয়াই ॥
এখন তখন করি, দিবস গোঙাঅলুঁ,
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরিখ গোঙাঅলুঁ,
খোঅলুঁ এ তনুক আশা ॥

করিতেছে। পাহন—পথিক। কাম—কন্দর্প। সঘনে—ঘন ঘন। থর শর হন্তিয়া—থর শর হনন করিতেছে ॥ ১৩৭ ॥

বরিখ বরিখ করি, সময় গোঙাঅলুঁ,
খোঅলুঁ এ তনু আশে।
হিমকর কিরণে, নলিনী যদি জারব,
কি করব মাধবি মাসে ॥
অঙ্কুর তপন, তাপে যদি জারব,
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন, বিরহে গোঙাঅব,
কি করব সো পিয়া লেহে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি,
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজ নন্দন, হৃদয় আনন্দন,
ঝটিতে মিলব তুআ পাশ ॥ ১৩৯ ॥

সুহই।

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল ॥
ভেল পরভাত পুছিয়ে সবহুঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ ॥

সখি, কে বলে মাধব আসিবেন। আমি কি বিরহ সমুদ্রের পার প্রাপ্ত হইব? ইহা ত আমার মনে প্রত্যয় হইতেছে না। হিমকর কিরণে ইত্যাদি—চন্দ্র কিরণে যদি কমলিনী জর্জ্জরিত হইল, তবে আর বসন্তকাল আসিলে কি হইবে? অঙ্কুর ইত্যাদি—সূর্য্যতাপে যদি অঙ্কুর শুষ্ক হইয়া গেল, তবে আর মেঘের আবশ্যক কি? ইহ নব যৌবন ইত্যাদি—আমার এই নূতন যৌবন যদি বিরহে কাটাইলাম, তবে আর কৃষ্ণ প্রেমের প্রয়োজন কি? ॥ ১৩৯ ॥

কাল কালি বরিতে জনু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলিল পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
পর রমণীগণ রাখল বারি॥ ১৪০॥

তথা।

কত দিন মাধব, রহব মথুরাপুর,
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়াঅলুঁ,
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি, কারে কহব এ সম্বাদ।
সঙরি সঙরি লেহ,ক্ষীণ ভেল মঝুদেহ,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥
পুরুব পিয়ারী, নারী হাম আছিলু,
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমি, সবহুঁ কুসুমে রমি,
না তেজই কমলিনী লেহ॥

আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব,
অব হিয়ে করত পয়ান।
বিদ্যাপতি কহ, আশহীন নহ,
আওব সো বরকান॥ ১৪১॥

ধানশী।

মাধব, হেরি আইলুঁ রাই।
বিরহ বিপতি, না দেই সমতি,
রহল বদন চাই॥
মরকত স্থলি, শুতলি আছলি,
বিরহে সে ক্ষীণ দেহা।
নিকষ পাষাণে, যেন পাঁচবাণে,
কষিল কণক রেহা॥
বয়ান মণ্ডল, লোটায় ভূতল,
তাহা সে অধিক শোহে।
রাহু ভয়ে শশী, ভূমে পড়ু খসি,
ঐছে উপজল মোহে॥
বিরহ বেদন, কি তোহে কহব,
শুনহ নিঠুর কান।
ভণে বিদ্যাপতি, সে যে কুলবতী,
জীবন সংশয় জান॥ ১৪২॥

হে সখি—শ্রীকৃষ্ণ কালি আসিবেন বলিয়া গেলেন। আমি তাহা এই ভিত্তিতে লিখিয়া লিখিয়া ভিত্তি পূর্ণ করিলাম, তথাপি কৃষ্ণ আসিলেন না, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, প্রভাত ও হইতেছে, তবে কৃষ্ণের সে কালি কবে তোমরা বলিতে পার? পুর রমণীগণ রাখল বারি—মথুরার নারীগণ বারণ করিয়া রাখিয়াছে॥ ১৪০॥

কবে ঘুচব—বিধাতার বাম্য কত দিনে ঘুচিবে। পুরুষ পিয়ারী—পূর্ব্বের প্রিয়া। অব দরশনহুঁ সন্দেহ—এখন দর্শন পাওয়া সন্দেহ স্থল। ভ্রমর সকল কুসুমেই ভ্রমণ করে, তথাপি সে কমলিনীর প্রীতি ভুলিতে পারে না। কৃষ্ণ কিন্তু তাঁহার বিপরীত। আশ নিগড় অর্থাৎ আশারূপ শৃঙ্খলে আর কত কাল জীবনকে বান্ধিয়া রাখিব?॥ ১৪১॥

তথা—

মাধব, কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি, কহতহি বেরি বেরি,
অব জীউ করব সমাধা ॥
ধরণী ধরিয়া ধনি, যতনহি বৈঠতে,
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজই বিরহিণী, জগমাহা তাপিনী,
বৈরি মদন শর ধারা ॥
অরুণ নয়ান লোরে, তাতল কলেবর,
বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির, করইতে সংশয়,
সহচরী গণতহি শেষা ॥
কি কহব খেদ, ভেদ জনু অন্তর,
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, সেহি কলাবতী,
জীবন বন্ধন আশ ॥ ১৪৩ ॥

মল্লার।

হিম পেখি, আনত কর আনন,
রহত করুণা পথ হেরি।
নয়ন কাজর দেই, লিখই বিধুন্তুদ,
তা সঞে কহতহি টেরি ॥
মাধব, কঠিন পরাণ-পরবাসী।
তোহারি বিলাসিনী, পেখলুঁ বিরহিণী,
অবহুঁ পালটী গৃহে যাসি ॥
দক্ষিণ পবন বহে, কৈছে যুবতী সহে,
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পারাণ, আশ দেই রাখই,
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শিবসিংহ নরপতি,
বিরহক ইহ উপচারি।
পরভৃতকে ডর, পায়স লেই কর,
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি ॥ ১৪৪ ॥

ধানশী।

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখলুঁ কলাবতী প্রিয়সখী মাঝে ॥
আছইতে আছল কাঞ্চন পুতলা।
ভুবনে অনুপম রূপে গুণে কুশলা ॥
এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চান্দ কি রেহা ॥
বাম করে কপোল লুলিত কেশ ভার
কর নখে লিখু মহী আঁখি জলধার ॥
বিদ্যাপতি ভণ শুন বরকান।
রাজা শিবসিংহ ইথে পরমাণ ॥ ১৪৫ ॥

হিম কর পেখি—চন্দ্র দর্শন করিয়া। আনত—অবনত। নয়ন কাজর দেই ইত্যাদি—নয়ন কজ্জল দ্বারা বিধুন্তুদ অর্থাৎ রাহু মূর্ত্তি লিখিতেছেন।

পরভৃতকে ইত্যাদি পরভৃত—কোকিল। কোকিলের ভয়ে ভীত হইয়া পায়স অর্থাৎ দুগ্ধ লইয়া বায়স—অর্থাৎ কাকের নিকটে গিয়া বলিতেছেন ॥ ১৪৪ ॥

ঝামর—মলিন। রেহা—রেখা ॥ ১৪৫ ॥

মায়ুর।

মাধব, অবলা পেখলুঁ মতিহীনা।
সরঙ্গ শবদে, মদন সে কোপিত,
তা দিনে দিনে অতি ক্ষীণা॥
রহত্ত বিদেশ, সন্দেশ না পাঠাঅসি,
কৈছে জীবয়ে ব্রজবালা।
সে হেন সুনাগরী, রূপে গুণে আগরি,
জারল বিরহ বিষ জ্বালা॥
উর বিনু শেজ, পরশ নাহি পাওই,
সোই লুঠত মহী কামে।
পুর্ণমিক চাঁদ, টুটি পড়ল জনু,
ঝামর চম্পক দামে॥
সোই অবধি দিন, বহু আশোআসল,
তে ধনি রখিত পরাণ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, নিকরুণ মাধব,
শুনইতে হরল গেয়ান॥ ১৪৬॥

ধানশী।

মাধব, অবলা পেখলুঁ মতি হীনা।
সারঙ্গ শবদে, মদন অধিকাঅল,
তা দিনে দিনে ভেলি খীনা॥
গেওলি বিদেশ, সন্দেশ না পাঠাঅলি,
কৈছে জীয়ত ব্রজবালা।
তো বিনু সুন্দরী, ঐছন ভেলহি,
যৈছে নলিনী পর পালা॥

সকল রজনী ধনি, জাগি গোঙাঅই,
সপনে না দেখয়ে তোয়।
ধৈরজ কৈছে, ধরব বর কামিনী,
বিপরীত কাম বিমোয়॥
বিদ্যাপতি ভণ, শুন বর মাধব,
হাম আওলুঁ তুয়া পাশ।
চোঁকে চলহ অব, ধৈরজ না সহ,
ঐছন বিরহ হুতাশ॥ ১৪৭॥

সুহই।

কুসুমিত কানন, হেরি কমলমুখী,
মুদি রহু এ দুই নয়ান।
কোকিল কলরব, মধুকর ধ্বনি শুনি,
কর দেই ঝাপল কাণ॥
মাধব, শুন শুন বচন হামারি।
তুআগুণে সুন্দরী, অতি ভেল দুবরী,
গুণি গুণি প্রেম তোঁহারি॥
ধরণী ধরিয়া ধনি, কত বেরি বৈঠত,
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি, চৌদিশ হেরি হেরি,
নয়নে গলয়ে জলধারা॥
তোহারি বিরহে দীন, খেনেখেনে অনুক্ষণ,
চৌদশী চাঁদ সমান।

সারঙ্গ—চাতক। রূপে গুণে আগরি—রূপে ও গুণে অগ্রবর্ত্তিনী॥ ১৪৬॥

যৈছে নলিনী পর পালা—যেমন পদ্মের উপরে

পালা—অর্থাৎ ঘন হিমকণা। চোঁকে—চোঁ করিয়া অর্থাৎ শীঘ্র॥ ১৪৭॥

দুবরী—দুর্ব্বলা। তোহারি ইত্যাদি—শ্রীরাধা তোমার বিরহে অতি দীনা হইয়াছেন। তাঁহার শরীর ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত—

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শিব সিংহ নরপতি,
লছিমা দেবী পরমাণ ॥ ১৪৮ ॥

তুড়ী।

মাধব, ও নব নাগরী বালা।
তুহু বিছুরলি, বিহিক টারলি,
ভেলিনি মাণিক মালা ॥
সে যে সোহাগিনী, দেহলী না গণি,
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল লোচন, না শুনে বচন,
ঢরি ঢরি পড়ু লোরা ॥
তোহারি মুরলী, সে দিগ ছাড়লি,
ঝামরু ঝামর দেহা।
জনু সে সোণারে, কোসি কসৌটিক,
তেজল কনক রেহা ॥
ফুয়ল কবরী, না বান্ধে সম্বরি,
ধনি যে অবশ এতা।
রুখলি ভুখলি, তুখলি দেখলি,
সখিনী সঙ্গ সমেতা ॥
তুষসি তৃষসি, পড়ু খসি খসি,
আলি আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি, পরাধীন ঔষধ,
তারক জীবন কাহে ॥
ভণ বিদ্যাপতি, করিয়ে শপতি,
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে, তোহারি চরিত,
ভরম হইল যথা ॥ ১৪৯ ॥

মল্লার।

মলিন চিকুর তনু চিরে।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীরে ॥
শুন মাধব, কি বোলব তোয়।
তুয়াগুণে লুবধ মুগধি ভেল সোয় ॥
কোই কমল দলে করই বাতাস।
কোই চতুর ধনি হেরই নিশ্বাস ॥
কোই কহে আওল হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল নাম তোহারি ॥
উরে শ্যাম বেণী।
কমলিনী কোরে যেন কাল সাপিনী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিনী বদন সখী সমুঝায়ে ॥ ১৫০ ॥

সুহিনী।

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখভার ॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি ॥
কত দিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেঅব হাত ॥
কত দিনে কর ধরি বসাঅব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারি।
ভাগউ সব দুখ মিলব মুরারি ॥১৫১॥

চৌদশী চাঁদ সমান—যেমন কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর চন্দ্রকলা ॥ ১৪৮ ॥

ভাগই—পলায়ন করিয়াছে॥ ১৫১ ॥

ধানশী।

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ।
আঁকুরে ভাঙ্গল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সায়র মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতকী মরি গেল॥
আন কয়ল হিয়ে বিধি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি, বহুত কয়ল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুষ নাহ॥
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান।
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপন প্রেম বিথারি॥ ১৫২॥

দূতী শ্রীমতীর দশমীদশা অর্থাৎ মৃত্যুদশা বর্ণন করিতেছেন। নাহ—নাথ। নাথ দর্শন সুখে বিধাতা বাদ সাধিয়াছে। আঁকুরে—অঙ্কুরে। সুখময় সাগর মরুভূমি হইল। জলদ দেখিয়াই চাতকীমরিয়া গেল, সে আর বর্ষারঅপেক্ষা করিতে পারিল না। আমার হৃদয় যে প্রকার করে, বিধাতা তাহার বিপরীত আচরণ করে। হে সখি, আমি হৃদয় মধ্যে অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম; শ্রীকৃষ্ণ অতি সুপুরুষ, আমার প্রাণনাথ তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হইলাম। অতএব আমি প্রাণত্যাগ করি, তোমরা আমার শ্রবণে শ্যামনাম গান কর, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাউক, তাহা হইলে দেহান্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা॥ ১৫২॥

পাহিড়া।

বর রামাহে সো কিয়ে বিছুরণ যায়।
করে ধরি মাথুর, অনুমতি মাগিতে,
ততহিঁ পড়ল মুরছায়॥
কিছু গদ গদ স্বরে, লহু লহু আখরে,
যো কিছু কহল বর রামা।
কঠিন শরীর মোর, তেঞি চলি আওলুঁ,
চিত রহল সোই ঠামা॥
তা বিনে রাতি, দিবস নাহি ভাওই,
তাহে রহল মন লাগি।
আন রমণী সঞে, রাজ সম্পদ মেয়ে,
আছিয়ে যৈছে বৈয়াগী॥
দুঅ এক দিবসে, নিচয়ে হাম যাওব,
তুহুঁ পরবোধবি তাই।
বিদ্যাপতি কহ, চিত রহল তাহা,
প্রেমে মিলাঅব যাই॥ ১৫৩॥

দূতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য। সোকিয়ে বিছুরণ যায়?—তাহাকে কি বিস্মৃত হইতে পারা যায়? ততহিঁ ইত্যাদি—সেই স্থানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চিত রহল ইত্যাদি—আমার চিত্ত সেই স্থানেই রহিল। দুঅএক ইত্যাদি—দুই এক দিনের মধ্যে নিশ্চয় আমি যাইব, তুমি শ্রীরাধাকে এই প্রবোধ বাক্য বলিও॥ ১৫৩॥

ভাবোল্লাস।

ধানশী।

যব হরি আওব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয়তূর॥

শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চয় আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া

আলিপন দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচ ভার॥
সহকার পল্লব চুচুক দেবি।
মাধব সেবি মনোরথ লেবি॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন নীরে করব অভিষেকে॥
আলিঙ্গন দেঅব পিয়া কর আগে।
ভণহি বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥১৫৪॥

তথা—

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনক কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি করব হাম আপন অঙ্গনে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র রোপব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
নিশি দিশি আনব কামিনী ঠাট।
চৌদিকে পসারব চান্দকি হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুঅএক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥১৫৫

বালাধানশী।

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পালটী চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরব।
যাওব হাম যতন পহুঁ করব॥
রভস মাগব পিয়া যবহিঁ।
মুখ মোড়ি বিহসি নহি বোলব তবহিঁ॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সোপহুঁ সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর মধু পীয়ব হামারা॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুআ জীবনে॥১৫৬॥

শ্রীরাধা কহিতেছেন—জয়তূর—বাদ্য যন্ত্র বিশেষ। আলিপন—স্ত্রীদিগের মঙ্গল সাধক চিত্র বিশেষ অর্থাৎ আলিপনা। শ্রীরাধা বলিতেছেন, সখি! আমার হৃদয়স্থ মৌক্তিক মালাই আলিপনা হইবে, আমার কুচ ভার মঙ্গল ঘট হইবে। ঘটের উপরে আম্র শাখা দেওয়ার আচার আছে, এজন্য শ্রীরাধা কহিতেছেন, সহকার পল্লব চুচুক দেবি—স্তনাগ্র ভাগকে চুচুক বলে। সৌরভ বিশিষ্ট আম্রকে সহকার কহে। মাধবকে সেবা করিয়া মনোরথ পূর্ণ করিব। ধূপ দীপ ইত্যাদি—স্বীয় অঙ্গের সৌরভ ধূপ হইবে। নিজ অঙ্গ কান্তিই দীপ হইবে। নৈবেদ্য—নিবেদনোপযোগী—উপভোগাদি। ভণই ইত্যাদি—বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ইহ রস ভাগে অর্থাৎ এইরূপে রস ভাগে হয়॥ ১৫৪॥

আঁচর—অঞ্চল। পহুঁ—প্রাণেশ্বর। কোন পুস্তকের বহু এই পাঠ আছে। রভস—রহস্য। কাঁচুয়া—কাঁচুলি। হঠিয়া—বল পূর্ব্বক। আধ দিঠিয়া—অর্দ্ধ দৃষ্টি দ্বারা। তৈখনে—সেইক্ষণে। মো—আমার। ধনি তুআ জীবনে—তোমার জীবন ধন্য॥ ১৫৬॥

সুহই।

হাম মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সো চাঁদ বয়ান॥
নহি নহি বলব যব হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারি॥
করে ধরি হামক বৈঠাঅব কোর।
চির দিনে হৃদয় জুড়াঅব মোর॥
করব আলিঙ্গন দূরে করি মান।
ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
তোহারি পিরীতিক যাঙ বলিহারি॥১৫৭॥

ধানশী।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত তুখ দেল।
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দুর দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নীপিয়া গিরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সুজনক দুঃখ দিন দুই চারি॥ ১৫৮॥

দিঠি ভরি ইত্যাদি—সেই চন্দ্রবদন নয়ন ভরিয়া দর্শন করিব। ভণয়ে ইত্যাদি—বিদ্যাপতি কহিতেছেন তোর প্রীতির বলিহারি যাই॥ ১৫৭॥ গিরিষের বা—গ্রীষ্মের বায়ু। না—নৌকা॥১৫৮॥

শ্রীরাগ।

আজু রজনী হাম, ভাগে পোহাঅলুঁ,
পেখলুঁ পিয় মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মানলুঁ,
দশদিশি ভেল নিরদ্বন্দা॥
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মানলুঁ,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোঅল,
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব, লাখ লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব, লাখ বাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অবহন যবহুঁ, মোহে পরি হোয়ত,
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ, অলপ ভাগী নহ,
ধনি ধনি তুআ নব লেহা॥ ১৫৯॥

ধানশী

দারুণ ঋতুপতি যত তুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সব তুখ গেল॥
যতহুঁ আছল মঝু হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধর কি পানে বিরহ দূরে গেল॥

নিরদ্বন্দ—নির্দ্বন্দ্ব। অবহন—ঐহন—ঐ প্রকার॥ ১৫৯॥

চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহিক অবকাশ ॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি আন নহ আধি।
সমচিত ঔখদে না রহে বিয়াধি ॥ ১৬০ ॥

গান্ধার।

তোড়ল আভরণ মুরলী বিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পীতবাস ॥
যাক দরশ বিনে ঝরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান ॥
সুন্দরী, তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিক বর কান ॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত ॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম সাঙ্গাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি ॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙাওবি রোই একান্ত ॥
বিদ্যাপতি কব প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হয় সমুচিত ॥ ১৬১ ॥

ভূপালী।

এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণী।
এতহুঁ বিপদ তুহুঁ না কহসি বাণী ॥
ঐছন নহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হোয়ে সমুচিত ॥
তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ।
তব তুহুঁ কো সঞে সাধবি মান ॥
কো কহে কোমল অন্তর তোয়।
তুহুঁ সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয় ॥
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত ॥ ১৬২।

ভূপালী।

চির দিনে সো বিহি ভেল আকুল।
পুন পুন হেরইতে ভেল আকুল ॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু ॥
দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক রচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত করত পুন সদনে।
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার ॥ ১৬৩।

ভূপালী।

মদন মদালসে শ্যাম বিভোর।
শশিমুখী হাসি হাসি করু কোর
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলা হেলি গদ গদ ভাষ ॥

ঋতুপতি—বসন্ত। আধি—মনঃপীড়া। ঔখদে—ঔষধে। বিয়াধি—ব্যাধি ॥ ১৬০ ॥

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পরে মান বর্ণন। সম্ভোগ চারি প্রকার যথা—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত, মানে সঙ্কীর্ণ, নিকট প্রবাসে সম্পন্ন এবং দূর প্রবাসে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ হয় ॥ ১৬১ ॥

রসবতী নারী রসিক বর কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান ॥
হুহু পুন মাতল দুহুঁ শর হান।
বিদ্যাপতি করু সো রস গান ॥ ১৬৪ ॥

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের রসোদ্গার।

সুহই।

এমন পিয়ার কথা, কি পুছসি রে সখি,
পরাণ নিছিয়া তায়ে দিয়ে।
গড়্যের কুটাগাছি, শিরে ছোঁয়াইয়ে,
আলাই বালাই তার নিয়ে ॥
হাত দিয়া দিয়া, মুখানি মাজিয়া,
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্র যেমন, পাইয়া রতন,
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥
কর্পূর তাম্বূল, আপনি চিবিয়া,
মোর মুখ ভরি দেয়।
চিবুক ধরিয়া, ঈষত হাসিয়া,
মুখে মুখ দিয়া লেয় ॥
হিয়ার উপরে, শুয়াইয়া মোরে,
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পিরীতি, তোমারে এমতি,
কবি বিদ্যাপতি কয় ॥ ১৬৫ ॥

প্রার্থনা।

তাতল সৈকত, বারি বিন্দু সম,
সুতমিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমাপলুঁ,
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব, হাম পরিণাম নিবাসা।
তুহুঁ জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতএ তোহারি বিশোআসা ॥
আধ জনম হাম, নিঁদে গোঙায়লুঁ,
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী, রঙ্গরসে মাতলুঁ,
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সামাওত,
সাগর লহর সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়,
তুয়া বিনু গতি নাহি তার।
আদি অনাদিক, নাম কহাওলি,
ভব তারণ ভাব তোহার ॥ ১৬৬ ॥

তথা—

মাধব, বহুত মিনতি করোঁ তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিল,
দয়া জানি ছাড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ, গুণ লেশ না পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগতে কহাওসি,
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥

তাতল সৈকত—তপ্ত বালুকা। বিসরি—বিস্মৃত হইয়া ॥ ১৬৬ ॥

কিয়ে মানুষ পশু, পাখিয়ে জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গ।
মরম বিপাকে, গতা গতি পুন পুন,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুআ পদ পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীন বন্ধু ॥ ১৬৭ ॥

—

করুণ বরাড়ী।

যতনে যতেক ধন, পাপে বাটোরলুঁ,
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি, হেরি কোই না পুছত,
করম সঙ্গে চলি যায় ॥
এ হরি, বন্দ তুআ পদ নায়।
তুআ পদ পরিহরি, পাপ পয়ো নিধি,
পার হব কোন উপায় ॥

যাবত জনম হাম, তুআ পদ না সেবিলু,
যুবতী মতি ময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়লু,
সম্পদে বিপদহি ভেলি ॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি, নেহ মনে গণি,
কহিলে কি জানি হয় কাজে।
সাঝক বেরি, সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুআ পায়ে লাজে ॥ ১৬৮ ॥

—

বাটোরলুঁ—সঞ্চয় করিলাম। করম—কর্ম্ম। বন্দ তুয়া পদ নায়—তোমার পদ নৌকাতে বন্দন করি। সাঁঝক বেরি ইত্যাদি—সন্ধ্যাকালে যদি কোন সেবার্থী ভিক্ষুক আগমন করিয়া সেবাপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে যেমন গৃহস্থ অতিশয় লজ্জিত হয় তদ্রূপ। সাঁঝক হেরি—সন্ধ্যাকালে, এখানে জীবনের অন্তিম কাল ॥ ১৬৮ ॥

বিদ্যাপতি সমাপ্ত।

সূচীপত্র।

চণ্ডিদাস।

সূচীপত্র।

বিদ্যাপতি।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

মহাজনী পদাবলী।

চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

(ভাষা-টীকা সহিত)

কলিকাতা,
৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅক্ষয়কুমার দে কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

ইউনাইটেড্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৬৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।
শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫ সাল।

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

চণ্ডিদাস ঠাকুরের জীবন চরিত।

চণ্ডিদাস বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি। বাঙ্গালীর কাছে বিদ্যাপতি ঠাকুর হইতে চণ্ডিদাসের আদর অধিক হওয়াই আবশ্যক। যেহেতু বিদ্যাপতি মৈথিল ব্রাহ্মণ, চণ্ডিদাস বাঙ্গালী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বিদ্যাপতির বাসস্থান মিথিলা প্রদেশ, চণ্ডিদাসের বাসস্থান খাটী বাঙ্গালা দেশ বীরভূম জেলা। বিদ্যাপতির খাটী কবিতা হিন্দী, চণ্ডিদাসের কবিতা বাঙ্গালা।

যাহা হউক, চণ্ডিদাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর নামক গ্রামে বিশালক্ষ্মী বা বাশুলী দেবীর পূজক ছিলেন।

নান্নুরের মাঠে, গ্রামের নিকটে, বাশুলী থাকয়ে যথা।

চণ্ডিদাস সেই পীঠের সন্নিকটেই পত্রের কুটীর বান্ধিয়া বাস করিতেন।

যথা—নান্নুরের মাঠে, পাতের কুটীর, নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে, চণ্ডিদাস তথা, ভজন করয়ে নিতি॥

চণ্ডিদাসের মাতা পিতার নাম জানিতে পারা যায় নাই। তিনি মাতৃপিতৃহীন হইলে এক প্রকার আশ্রয়হীন হইয়া পড়েন, সেই অবস্থায় গ্রামের লোক তাঁহাকে বাশুলী দেবীর পূজায় নিযুক্ত করেন। এখানে তিনি পূজাদি করিয়া দেবীর প্রসাদ পাইতেন। এই গ্রামের রামিণী বা রামী নাম্নী একটী রজককন্যাও সেই সময়ে নিরাশ্রয়া হইয়া সেই বাশুলী দেবীর মন্দিরে অবস্থান করিল। রামিণী দেবী-মন্দিরের হীন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রসাদান্ন দ্বারা প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

এইরূপে—অল্প বয়সে, দুখিনী রামিণী, সেবায় নিযুক্ত হইল।
চণ্ডিদাস কয়, শশিকলা প্রায়, ক্রমেই বাড়িতে র'ল॥

রামিণীর ক্রমশ এইরূপ অবস্থা হইল বটে, কিন্তু তিনি অতি বিশুদ্ধমতি ছিলেন বলিয়া এরূপ অরক্ষণীয় অবস্থায় থাকিলে রূপবতী যুবতীগণের যেরূপ অবস্থা ঘটে রামিণীর তাহা ঘটিল না।

এ দিকে—নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল, সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে, প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া, চণ্ডিদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা ছাড়া কিছু নয়॥

এই উপরে লিখিত বাশুলী পূর্ব্বোক্ত বিশালক্ষ্মী দেবী নহেন, ইনি একজন মানবী ব্রহ্মাণকন্যা, লোকে ইহাকে ডাকিনী বলিত। তাই চণ্ডিদাস তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

শাল তোড়া গ্রাম পীঠস্থান অতি নিত্যার আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী নিত্যা-সহচরী বসতি করয়ে তথা॥
চণ্ডিদাস বলে সেইত বাশুলী প্রেমপ্রচারের গুরু।
তাহারই চাপড়ে নিন্দ ভাঙ্গিল পিরীত হইল সুরু॥

উপরি উক্ত শাল তোড়া গ্রাম বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজল ঘাটী থানার অন্তর্গত। গ্রামে অতি প্রাচীন প্রস্তরময়ী মনসা প্রতিমা আছেন, ঐ প্রতিমার নাম নিত্যা-

দেবী। চণ্ডিদাসের সময়ে ডাকিনী বাশুলী ঐ মনসা দেবীর পরিচারিকা ছিলেন।

কথিত আছে, একদিন নিত্যা-দেবী শ্রীকৃষ্ণ লীলার গান শ্রবণে বিমোহিত হইয়া তাঁহার পরিচারিকা বাশুলীকে ব্রজরস প্রচার করিতে আদেশ করেন। বাশুলী, দেবীর আদেশ পাইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে নান্নুর গ্রামের প্রান্তভাগে একখানি পত্র কুটীরে চণ্ডিদাস ঠাকুরকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাশুলীর বোধ হইল, ইহাঁর দ্বারাই প্রচুর পরিমাণে ব্রজরস প্রচারের সাহায্য পাইতে পারিব। তাই তিনি সেই কুটীরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত চণ্ডিদাসের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিলেন। চণ্ডিদাস হঠাৎ জাগরিত হইয়া বাশুলীকে দেখিতে পাইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বাশুলী তখন তাঁহাকে বিবিধ উপদেশ দিয়া রসজ্ঞানের জন্য রামিণীর সহিত সংযোগ করিয়া দিলেন, চণ্ডিদাস বাশুলী কৃপায় নবজীবন লাভ করিলেন।

এই ঘটনার পরেই চণ্ডিদাস কবিতা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন।, এই রজকিনী রামীকে তিনি পাপ চক্ষে দর্শন করেন নাই, পবিত্র প্রেমের আশ্রয় রূপেই ভক্তিনেত্রে দর্শন করিতেন।

চণ্ডিদাস তাঁহার পদের একস্থানে বলিয়াছেন,—

শুন রজকিনী রামি! ও দুটী চরণ শীতল বলিয়া শরণ লইনু আমি ॥

তুমি বেদ বাদিনী, হরের ঘরণী, তুমি যে নয়ন তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে, তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কাম গন্ধ নাই তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, বড়ু চণ্ডিদাসে গায় ॥

এইরূপ চণ্ডিদাস সম্বন্ধে অনেক কথাই শ্রবণ গোচর হইয়া থাকে, সে সকল সংগ্রহ করিয়া লিখিতে গেলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠে, সুতরাং আমরা এইখানেই সে বিষয়ে নিরস্ত হইলাম।

মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহ একদিন গৌড় রাজ্য পরিদর্শনে আসেন। মঙ্গল কোটে তখন বঙ্গের রাজধানী ছিল, বিদ্যাপতিও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। উভয়েই চণ্ডিদাসের গুণগান শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য নান্নুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে চণ্ডিদাসও এই সম্বাদ অবগত হইয়া মঙ্গলকোটাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সুতরাং মধ্যপথে দামোদর তীরে উভয়ের মিলন হইল।

যথা—চণ্ডিদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডিদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপ নারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল ॥
চণ্ডিদাস তব রহই না পারই চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁ জন দুহুঁ গুণ গাওত দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি ॥

দৈবহি দুহুঁ দোহাঁ দরশন পাওল লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দুহুঁ, নাম শ্রবণে তঁহি জানল রূপ নারায়ণ গোই॥

চণ্ডিদাসের সময় নিরূপক একটী পদ পাওয়া যায়, তাহাতে রচনার কাল ও পদের সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ। নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥

এই পদাংশ দ্বারা জানা যায় যে, চণ্ডিদাস ঠাকুর ১৩২৫ শকাব্দায় ৯৯৬ টী গীত রচনা করিয়াছিলেন। পদের অর্থ—বিধু=১, নেত্র=৩, পক্ষ=২ পঞ্চবাণ=৫ সুতরাং এটী ১৩২৫ শকাব্দা। দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ—নবহুঁ=৯, নবহুঁ=৯, রস=৬, অর্থাৎ ৯৯৬ পদের সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

বিদ্যাপতির জীবন চরিত।

কবিকুল-তিলক বিদ্যাপতির জন্মস্থান মিথিলা, ইহাঁর পিতার নাম গণপতি পণ্ডিত। বিদ্যাপতিকৃত কীর্ত্তিলতা গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, তিনি রাজা কীর্ত্তিসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কীর্ত্তিসিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা বীরসিংহ উভয়েই নিঃসন্তান বলিয়া তাঁহাদের কনিষ্ঠপিতামহ ভবসিংহের পুত্র দেবসিংহ রাজ্যলাভ করিলেন। দেবসিংহ যখন রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহার পুত্র শিবসিংহ পরিণত বয়স্ক। বিদ্যাপতি ঠাকুর এই শিবসিংহের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি পুরুষ পরীক্ষা নামক গ্রন্থে এই শিবসিংহের যশোবর্ণন করিয়াছিলেন। যথা—

বীরেষু মান্যঃ সুধিয়াং বরেণ্যো বিদ্যাবতা মাদি বিলেখনীয়ঃ।
শ্রীদেবসিংহ ক্ষিতিপাল সূনুর্জীয়াচ্চিরং শ্রীশিবসিংহদেবঃ॥

এই শিবসিংহ ১৩৬৯ শকাব্দায় রাজ্যলাভ করেন, কিন্তু তিনি সার্দ্ধ তিন বর্ষ মাত্র রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহার পত্নী লছিমাদেবী রাজত্ব করেন। রাজা শিবসিংহ যে বৎসরে রাজ্যপ্রাপ্ত হন, সেই বৎসরেই বিদ্যাপতি ঠাকুরকে বিফসি নামক গ্রাম প্রদান করেন,—

তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোক—

অব্দে লক্ষ্মণসেন ভূপতিমিতি বহ্নিগ্রহদ্ব্যঙ্কিতে
মাদি শ্রাবণ সংজ্ঞকে মুনিতিথৌ পক্ষেঽবলক্ষেগুরৌ।
বাগ্‌বত্যা সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যা প্রসিদ্ধেপুরে
দিৎসোৎসাহ বিবৃদ্ধ বাহুপুলকঃ সভ্যায় মধ্যেসভং॥

অন্য একটী শ্লোকের শেষ।

ধীরঃ শ্রীশিবসিংহ দেব নৃপতি গ্রামং দদৌ শাসনম্।

ইহার সংক্ষেপার্থ এই যে, বিদ্যাপতি ঠাকুর ২৯৩ লাক্ষ্মণাব্দে রাজা শিবসিংহ হইতে বিসফি নগর প্রাপ্ত হন। এই লাক্ষ্মণাব্দ ১০১৩ শক হইতে

আরম্ভ হয় বলিয়া ১৩২৩ শকাব্দা বুঝিতে হইবে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, ত্রয়োদশ শত শকাব্দার শেষভাগে বিদ্যাপতি ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিবসিংহের মধ্যমা রাণীর নাম লছিমাদেবী, ইহাকে দর্শন করিলেই বিদ্যাপতির বিবিধ ভাবের সহিত পদসমূহের স্ফূর্ত্তি হইত, এই জন্যই তাঁহার অনেক পদের ভণিতায় লছিমা দেবীর নাম দেখিতে পাওয়া যায় এবং কোন কোন পদে "রূপনারায়ণ ভূপতি জান" এই ভণিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহের নামান্তর, ইহা রাজপ্রদত্ত তাম্রফলকের গদ্যাংশ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। যথা—

স্বতি গজ রথেত্যাদি সমস্ত প্রক্রিয়া বিরাজমান শ্রীমদ্‌রাসেশ্বরী বরলব্ধ প্রসঙ্গ ভবানীভবভক্তিপরায়ণ রূপনারায়ণ মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎশিবসিংহ দেবপাদাঃ সমরবিজয়িনঃ। ইত্যাদি।

বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন, তিনি প্রথমতঃ কীর্ত্তিসিংহের মন্ত্রিত্বপদে বরিত হয়েন, ইহার পরে দেবসিংহের সময়েও বিদ্যাপতি রাজমন্ত্রী। আবার শিবসিংহের রাজ্যাভিষেককালে তিনি বিসফি গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন, ইহার পরে শিবসিংহের পত্নী লছিমা সিংহাসনারূঢ়া হইলেন, ইহার সময়েও বিদ্যাপতি রাজমন্ত্রী। ইহার পরে শিবসিংহের ভ্রাতা পদ্মসিংহ রাজা হইলেন, পদ্মসিংহের পরে তাঁহার রাণী বিশ্বাসদেবী, এই বিশ্বাসদেবীর সময়েই বিদ্যাপতি গঙ্গাবাক্যাবলী প্রভৃতি কয়েকখানি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিশ্বাস দেবীর পরে দেবসিংহের ভ্রাতা হরসিংহের পৌত্র ধীরসিংহ রাজা হইলেন, ইনি হৃদয়নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই ধীরসিংহ ৩২১ লাক্ষ্মণাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, উপরিউক্ত অঙ্কের সহিত ১০৩০ যোগ করিলে শকাব্দার অঙ্ক পাওয়া যায়, সুতরাং সে সময়ে ১৩৫১ শকাব্দা। ধীরসিংহের পরে তাহার ভ্রাতা ভৈরবসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। ভৈরবসিংহের পরে রামভদ্র মিথিলার রাজা হন। এই রামভদ্রের সময়ে বিদ্যাপতি ঠাকুর দেহত্যাগ করেন।

কথিত আছে, বিদ্যাপতি আপন জীবনের চরমকাল জানিতে পারিয়া স্বগ্রাম হইতে মরিবার জন্য গঙ্গাতীরে আসিতেছিলেন। যখন গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইতে আর দুই ক্রোশ বাকি আছে, তখন তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, আর চলিতে পারেন না, তখন তিনি গঙ্গাদেবীকে সম্বোধন করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, মা! আমি তোমার জন্য এতদূর আসিলাম, তুমি কি আমার জন্য দুই ক্রোশ আসিতে পারিবে না। প্রবাদ সেই রাত্রিতেই গঙ্গাদেবী তথায় আসিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ঠাকুর যে গ্রামে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন, সেই গ্রামের নাম সাহিটবাজিতপুর। বিদ্যাপতি প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বিসফি নগরে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার বংশধরগণ বিসফি ত্যাগ করিয়া এক্ষণে সৌরাট নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।